বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২০-২০২১

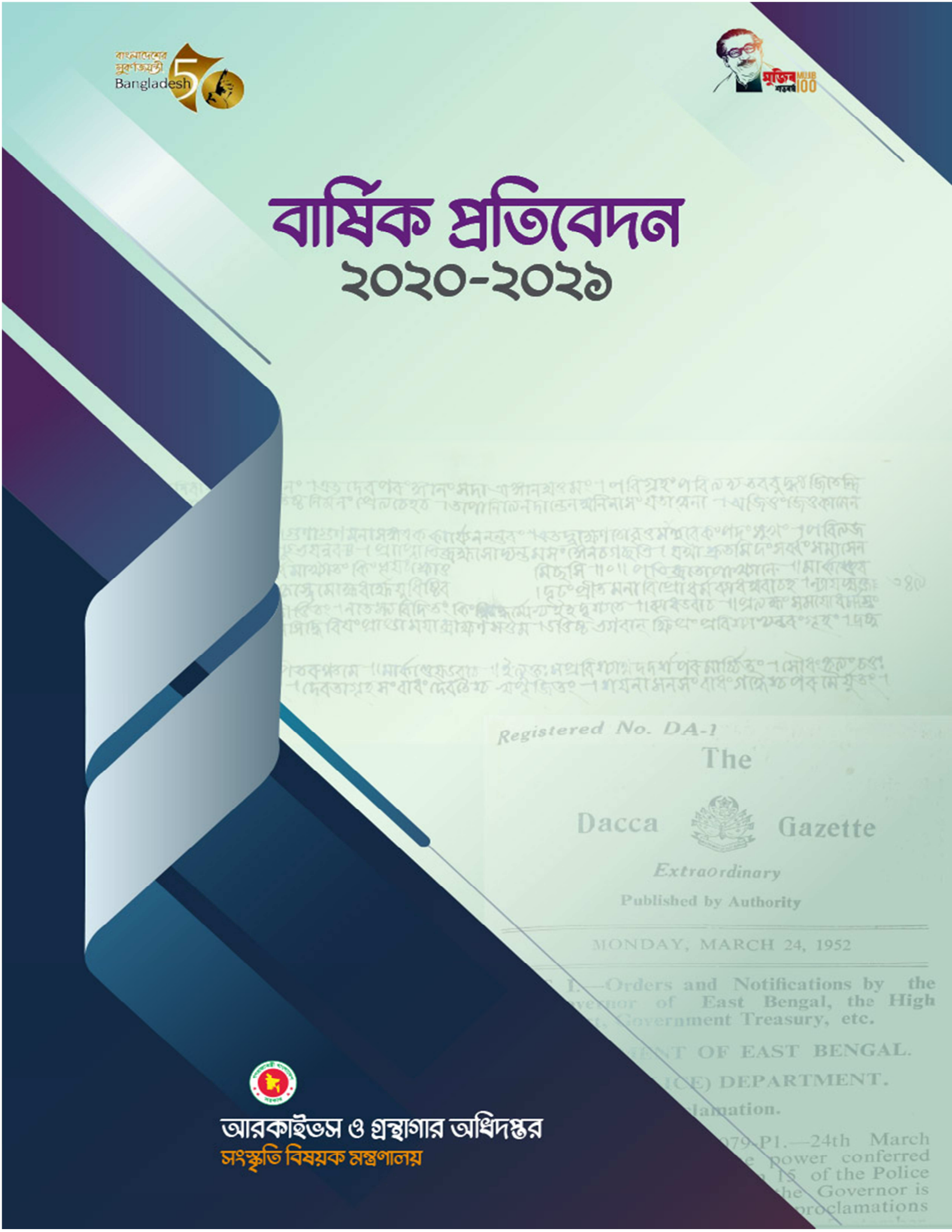

আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর
বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২০-২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
ফরিদ আহমদ ভূঁইয়া
মহাপরিচালক

সম্পাদনা পরিষদ

মোঃ সুজায়েত উল্যা, পরিচালক	- আহবায়ক
মো: দাউদ মিয়া, *এনডিসি,* পরিচালক	- জ্যেষ্ঠ সদস্য
মোঃ হারিছ সরকার, প্রোগ্রামার	- সদস্য
তাহমিনা আক্তার, উপপরিচালক (আরকাইভস), চ.দা.	- সদস্য
মোঃ জামাল উদ্দিন, চীফ বিবলিওগ্রাফার/ উপপরিচালক, চ.দা.	- সদস্য
মুহাম্মদ মুসলিম উদ্দিন, বিবলিওগ্রাফার	- সদস্য
মোঃ আবু বকর সিদ্দীক, সিনিয়র টেকনিক্যাল এসিসটেন্ট (আরকাইভস)	- সদস্য-সচিব

প্রচ্ছদ
মোঃ আশরাফুল ইসলাম, কম্পিউটার অপারেটর

প্রকাশকাল : ১৪ অক্টোবর ২০২১

মুদ্রণ ও প্রকাশনায় : আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর

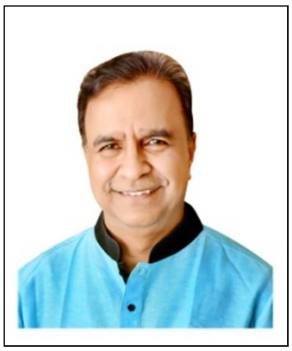

কে এম খালিদ, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তারিখ: ২২ আশ্বিন, ১৪২৮ / ০৭ অক্টোবর, ২০২১

বাণী

বার্ষিক প্রতিবেদন একটি প্রতিষ্ঠানের দর্পণ স্বরূপ। এর মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিধি ও বছরব্যাপী সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের হালনাগাদ তথ্যের প্রতিফলন ঘটে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের মহতী উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

ইতিহাসের মহানায়ক, বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী নেতৃত্বে জাতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। সদ্য স্বাধীন যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশে জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ, ধ্বংসপ্রাপ্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অন্যান্য অবকাঠামোর পুনর্নির্মাণ, অন্যান্য দেশের স্বীকৃতি আদায় ও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন এবং সর্বোপরি দেশ গঠনের বিরাট চ্যালেঞ্জ দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে মোকাবেলা করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। সেই সময়ে বিশাল কর্মযজ্ঞের মাঝেও দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধু দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে জাতীয় আরকাইভস ও জাতীয় গ্রন্থাগারের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পায়। বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় অধিদপ্তরের স্থায়ী কার্যালয় স্থাপনের জন্য ৪ একরের বেশি জমি বরাদ্দ হয়। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০১ সালে জাতীয় আরকাইভস ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন করেন।

গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ সংগ্রহ এবং সংরক্ষণপূর্বক দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখতে সচেষ্ট রয়েছে জাতীয় আরকাইভস। একইভাবে কপিরাইট আইনে মৌলিক ও সৃজনশীল সকল নতুন প্রকাশনা, পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী প্রভৃতি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের মাধ্যমে জাতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সুরক্ষার দায়িত্ব পালন করছে জাতীয় গ্রন্থাগার। অধিদপ্তরে সংরক্ষিত এসব নথিপত্র ও তথ্যসামগ্রী প্রমাণক, রেফারেন্স ও গবেষণার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর শুভক্ষণে ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে মহান জাতীয় সংসদে জাতীয় আরকাইভস আইন পাস হয়েছে। ফলে ডিজিটাল প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে অধিদপ্তরের সামগ্রিক কার্যক্রমে গতির সঞ্চার হবে মর্মে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আশা করি, অধিদপ্তরে সংরক্ষিত গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ও তথ্যসামগ্রীর ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান এবং তথ্যপ্রাপ্তিকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে সক্ষম হবে আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর। পরিশেষে, বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা।
আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিতব্য ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(কে এম খালিদ, এমপি)

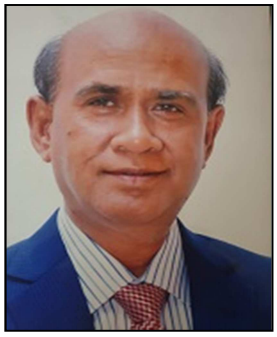

সচিব
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৬ আশ্বিন ১৪২৮
১১ আক্টোবর ২০২১

বাণী

বার্ষিক প্রতিবেদন একটি প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক কর্মসম্পাদনের দালিলিক তথ্যচিত্র। এর মাধ্যমে সরকারি কাজের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, উন্নয়ন ও সক্ষমতা জনগণের নিকট তুলে ধরা হয়। এ মন্ত্রণালয়ের অধীন আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের প্রয়াসকে আমি স্বাগত জানাই। বার্ষিক প্রতিবেদনে অধিদপ্তরের পরিচিতি, কর্মপরিধি, গত অর্থবছরে সম্পাদিত কর্মকাণ্ড ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রভৃতির তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। পাঠক, গবেষক ও সেবাপ্রত্যাশী সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য প্রতিবেদনটি সহায়ক হবে মর্মে আমি বিশ্বাস করি।

আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর জাতির সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্যের বুদ্ধিবৃত্তিক মূল্যবান উপাদান সংরক্ষণের মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৩নং অনুচ্ছেদে বিধৃত চেতনাকে সমুন্নত রাখছে। ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ দলিল, রেকর্ড, আরকাইভাল নথিপত্র এবং মুদ্রিত মৌলিক প্রকাশনার কেন্দ্রীয় সংরক্ষণাগার ও তথ্যভান্ডার হলো এই অধিদপ্তর-যা সেবাপ্রত্যাশী জনগণের তথ্যানুসন্ধানের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল।

রূপকল্প-২০২১-এ মধ্যম আয়ের দেশ, ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, ২০৪১-এ উন্নত বাংলাদেশ, ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এবং প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনকে সামনে রেখে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর অধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এঁর দূরদর্শী নেতৃত্বে উন্নয়নের মহাসড়কে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। গত এক দশক ধরে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর সে অগ্রযাত্রায় শামিল হয়ে মেধাভিত্তিক সমাজ ও জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী'র মাহেন্দ্রক্ষণে মহান জাতীয় সংসদে জাতীয় আরকাইভস আইন পাস হয়েছে। নতুন আইনের মাধ্যমে নথিপত্র সংগ্রহ-সংরক্ষণ কার্যক্রম জোরদারের পাশাপাশি সার্বিক কর্মকাণ্ডে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

অধিদপ্তরে সংরক্ষিত গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ও তথ্যসামগ্রী ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণপূর্বক অনলাইন তথ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে গৃহীত 'জাতীয় আরকাইভস ও জাতীয় গ্রন্থাগার ডিজিটাইজেশন, অনলাইন সেবা সম্প্রসারণ এবং আধুনিকায়ন' শীর্ষক প্রকল্পটি বর্তমানে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে নিঃসন্দেহে জাতীয় আরকাইভস ও জাতীয় গ্রন্থাগারের কার্যক্রম ডিজিটাল ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হবে। যা সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্নকে বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে তথ্য সংকলন, সম্পাদনা ও অন্যান্য কাজে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

(মোঃ আবুল মনসুর)

মুখবন্ধ

মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন একটি প্রতিষ্ঠানের বছরব্যাপী সম্পাদিত কর্মকাণ্ডের প্রতিচ্ছবি। যার মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠানের সফলতা ও ব্যর্থতা হালনাগাদ চিত্র ফুটে উঠে। প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণে এর ভূমিকা অপরিসীম। স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতার সেই বোধ থেকেই আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি সংরক্ষণের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে জাতীয় আরকাইভস ও জাতীয় গ্রন্থাগারের সমন্বয়ে আরকাইভস ও গ্রন্থাগার পরিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রের সরকারি, আধাসরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তিগত আরকাইভাল গুণসম্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রের কেন্দ্রীয় সংরক্ষণাগার হলো জাতীয় আরকাইভস। মানুষের শত-সহস্র বছরের চিন্তা-চেতনা, গবেষণা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ, সাহিত্য-সংস্কৃতি, সভ্যতার বিকাশ ও ইতিহাসের কথামালা গ্রন্থিত হয়ে সৃষ্টি হয় গ্রন্থ। আর এই গ্রন্থরাজির কেন্দ্রীয় সংগ্রহশালা হলো জাতীয় গ্রন্থাগার। গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ও সৃজনশীল প্রকাশনা সংগ্রহ- সংরক্ষণের মাধ্যমে মূলত তথ্য ও গবেষণা সেবা প্রদানের কাজটি করে যাচ্ছে আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর ।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে সম্পাদিত সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের বিশাল পরিধি হতে উল্লেখযোগ্য অংশের প্রতিফলন হয়েছে প্রতিবেদনটিতে। এসব কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি অধিদপ্তরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, কার্যাবলি, সাধারণ তথ্যাদি ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার কথা তুলে ধরা হয়েছে প্রতিবেদনে। কোভিড-১৯ মহামারির কারণে 'সংগৃহীত প্রকাশনা' এবং 'গবেষক ও পাঠক আগমন' বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জিত হয়নি বলে সামগ্রিক মূল্যায়নে এর প্রভাব পড়েছে। তবে ক্রাশ প্রোগ্রামের আওতায় ডিজিটাল ক্যাটালগ তৈরির লক্ষ্যমাত্রা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। অনলাইনে শতভাগ আইএসবিএন বরাদ্দ প্রদান, জাতীয় গ্রন্থপঞ্জির ব্যাকলগ উত্তরণে ক্রাশ প্রোগ্রাম গ্রহণ, ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, ১৪৪টি পদের সমন্বয়ে নতুন নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়ন, ২১টি শূন্যপদে সরাসরি নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ, অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো (টিওএন্ডই) হালনাগাদকরণসহ বহুবিধ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চা, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ও সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে অংশীজনদের সঙ্গে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারির প্রেক্ষাপট বিবেচনায় সীমিত পরিসরে সরাসরি কিছু জাতীয় দিবস এবং অনলাইনে আন্তর্জাতিক আরকাইভস দিবস, অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। বর্তমানে অধিদপ্তরের ৯০ ভাগের বেশি কার্যক্রম ই-নথির মাধ্যমে সম্পাদিত হচ্ছে।

রূপকল্প-২০২১-এর ধারাবাহিকতায় ২০৪১-এ উন্নত বাংলাদেশ, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এবং প্রযুক্তির ক্রমাগত দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে এ অধিদপ্তর। সংগৃহীত গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ও প্রকাশনা সামগ্রীর দীর্ঘস্থায়ী সংরক্ষণ এবং অনলাইন তথ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে গৃহীত ডিজিটাইজেশন প্রকল্পটি বর্তমানে চূড়ান্ত পর্যায়ে

রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে জাতীয় আরকাইভস ও জাতীয় গ্রন্থাগারের কার্যক্রম ডিজিটাল ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হবে। যা বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে। মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর শুভক্ষণে অধিদপ্তরের জন্য সুসংবাদ যে, দীর্ঘ প্রতীক্ষিত জাতীয় আরকাইভস আইন ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে মহান জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে। ফলে নথিপত্র সংগ্রহ-সংরক্ষণ ও অধিদপ্তরের সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনায় নতুন দিগন্তের উম্মোচন হবে বলে আমি বিশ্বাস করি

২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে থাকা অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইলো। বছরব্যাপী কর্মসম্পাদনের সঙ্গে যুক্ত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ।

(ফরিদ আহমদ ভূঁইয়া)
মহাপরিচালক

১০ অক্টোবর ২০২১

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর বাণী	iv
সচিব মহোদয়ের বাণী	vi
মুখবন্ধ	viii
১। আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর	১
১.১ ভূমিকা	১
১.২ রূপকল্প (Vision)	১
১.৩ অভিলক্ষ্য (Mission)	১
১.৪ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic objectives)	১
১.৫ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যাবলি	১
২। প্রশাসনিক বিষয়াদি	
২.১ জনবল	৩
২.২ সাংগঠনিক কাঠামো	৫
২.৩ নিয়োগ, পদোন্নতি ও অবসর	৬
২.৪ ফোকাল পয়েন্ট	৭
৩। আর্থিক বিষয়াদি	
৩.১ বাজেট ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট	৮
৩.২ ছয় বছরের বাজেট পরিসংখ্যান	১০
৩.৩ রাজস্ব আয়	১০
৩.৪ অডিট	১১
৪। বার্ষিক কর্মসম্পাদনে অধিদপ্তর	
৪.১ জাতীয় আরকাইভসের কর্মকাণ্ড	১২
৪.২ জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মকাণ্ড	১৫
৫। পেশাগত প্রশিক্ষণ	১৯
৬। বিবিধ বিষয়	২০
৭। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	২২
৮। অধিদপ্তরের সেবা	২৩
৯। জাতীয় আরকাইভসের বিশেষ সংগ্রহসমূহ	২৫

১০। বৈচিত্র্যময় সংগ্রহে জাতীয় গ্রন্থাগার ২৭
১১। অধিদপ্তরের সাধারণ তথ্যাবলি ৩০
১২। প্রবন্ধ
১২.১ বঙ্গবন্ধু ও অসহযোগ আন্দোলন-ড. আতিউর রহমান ৩২
১২.২ দেশ উন্নয়নে মাতৃভাষা ও সংস্কৃতি চর্চা- প্রফেসর ড. শরীফ উদ্দিন আহমদ ৪০
১৩। স্থিরচিত্রে ২০২০-২০২১ ৪৭
১৪। পরিশিষ্ট-ক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) অগ্রগতি প্রতিবেদন ৫২
১৫। পরিশিষ্ট-খ শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন ৫৯
১৬। পরিশিষ্ট-গ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১ এর বাষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন ৬৪
১৭। পরিশিষ্ট-ঘ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen's Charter) ৬৮
১৮। পরিশিষ্ট-ঙ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (GRS) বার্ষিক প্রতিবেদন ৭৭
১৯। পরিশিষ্ট-চ জাতীয় আরকাইভসের উপদেষ্টা পরিষদ ৭৮
২০। পরিশিষ্ট-ছ জাতীয় আরকাইভসের গবেষণা ফরম ৭৯
২১। পরিশিষ্ট-জ জাতীয় গ্রন্থাগারের সদস্য ফরম ৮০
২২। পরিশিষ্ট-ঝ জাতীয় গ্রন্থাগারের রেফারেন্স সেবা গ্রহণের ফরম ৮১
২৩। পরিশিষ্ট-ঞ জাতীয় আরকাইভস ব্যবহার নির্দেশিকা ৮২
২৪। পরিশিষ্ট-ট কপিরাইট আইনে পুস্তক জমাদান ৮৩
২৫। পরিশিষ্ট-ঠ শব্দসংক্ষেপ ৮৪

আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর

১.১ ভূমিকা

জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ভাষা ও সাহিত্য সংশ্লিষ্ট উপাদান এবং রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র সংরক্ষণের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে 'আরকাইভস ও গ্রন্থাগার পরিদপ্তর' প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশ সরকারের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য ৪ একরের বেশি জমি বরাদ্দ করা হয়। ১৯৮৫ সালে একটি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে জাতীয় গ্রন্থাগার ভবন নির্মিত হয় । ২০০১ সালে তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় আরকাইভস ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র এবং পন্ডিত, কবি-সাহিত্যিক ও গবেষকদের মূল্যবান সৃষ্টিকর্ম ইত্যাদি সংগ্রহ-সংরক্ষণ করে পাঠক, গবেষক ও নাগরিকদের তথ্যসেবাদানের কাজ করে এ অধিদপ্তর। উল্লিখিত দায়িত্বপালনের মাধ্যমে অধিদপ্তরাধীন জাতীয় আরকাইভস ও জাতীয় গ্রন্থাগার মূলত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৩ অনুচ্ছেদে বিধৃত চেতনাকেই সমুন্নত করে । রূপকল্প-২০২১-এর ধারাবাহিকতায় ২০৪১-এ উন্নত বাংলাদেশ, প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনকে সামনে রেখে ইতিহাস-ঐতিহ্য সচেতন ও জ্ঞানভিত্তিক জাতি গঠনের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর ।

১.২ রূপকল্প (Vision)

ইতিহাস ও ঐতিহ্য সচেতন জ্ঞানভিত্তিক জাতি গঠন ।

১.৩ অভিলক্ষ্য (Mission)

আইনগত রক্ষক হিসেবে জাতীয় আরকাইভস ও জাতীয় গ্রন্থাগার-এ সংগৃহীত আরকাইভ্যাল ডকুমেন্টস ও যাবতীয় জ্ঞানসামগ্রীর স্থায়ী সুরক্ষা এবং তথ্য/গবেষণা সেবাদানের মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক সচেতন জাতি গঠনে সহযোগিতা করা ।

১.৪ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ :

- জাতির মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রকাশনার সমন্বয়ে জাতীয় তথ্যভান্ডার গড়ে তোলা ।
- ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সংরক্ষণাগার হিসেবে গড়ে তোলা।
- পাঠক ও গবেষকদের তথ্য ও গবেষণা সেবা প্রদান করা ।
- প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা ।
- শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন করা ।
- সংস্কার ও নব উদ্ভাবনা সৃষ্টি করা ।
- তথ্য অধিকার ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা ।

১.৫ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যাবলি

- কপিরাইট আইনে বাংলাদেশে প্রকাশিত সকল নতুন, সৃজনশীল ও মৌলিক প্রকাশনা এবং বিশ্বমানের সর্বশেষ প্রকাশনা সামগ্রী সংগ্রহ ও সংরক্ষণের মাধ্যমে জাতীয় সংগ্রহশালা গড়ে তোলা;
- জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ও স্থায়ী মূল্যসম্পন্ন নথিপত্র ও সরকারি প্রকাশনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণপূর্বক কেন্দ্রীয় সংরক্ষণাগারকে সমৃদ্ধ করা;
- বাংলাদেশ সংক্রান্ত দলিলপত্রের মূল বা সেকেন্ডারি কপি বিদেশি আরকাইভস ও অন্য কোন প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করা;

- অধিদপ্তরে সংগৃহীত তথ্যসামগ্রী ও নথিপত্রের আইনগত রক্ষক (Custodian) এর দায়িত্ব পালন করা;
- দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান তথ্যসামগ্রী মাইক্রোফিল্ম প্রক্রিয়ায় দীর্ঘস্থায়ী সংরক্ষণ করা;
- যুগোপযোগী তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে তথ্য ও জ্ঞানসামগ্রী এবং আরকাইভাল ডকুমেন্টস সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করা;
- তথ্যসামগ্রীর অটোমেশন ও ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা;
- প্রচলিত আইন ও বিধি সাপেক্ষে পাঠক, গবেষক, প্রশাসক ও তথ্যানুসন্ধানকারীকে তথ্য ও রেফারেন্স সেবা প্রদান করা;
- আরকাইভস ও লাইব্রেরি সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থাকে প্রয়োজনে পরামর্শ প্রদান করা;
- জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি, বার্ষিক প্রতিবেদনসহ অন্যান্য প্রকাশনা নিয়মিত প্রকাশ করা;
- লেখক ও প্রকাশকদের ISBN প্রদান করা;
- প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনবল গড়ে তোলা;
- পেশাগত দক্ষতা অর্জন ও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ, মতবিনিময় ও অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা;
- সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সময়ে সময়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করা এবং
- আধুনিক গ্রন্থাগার ও নথি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান করা ।

প্রশাসনিক বিষয়াদি

২.১ জনবল

আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের অনুমোদিত মোট পদসংখ্যা- ১৪৪টি।

ক্রমিক নং	পদবি	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা
১।	মহাপরিচালক	১	১	
২।	পরিচালক	২	২	-
৩।	প্রোগ্রামার	১	১	-
৪।	উপপরিচালক (আরকাইভস)	১	-	১
৫।	চীফ বিবলিওগ্রাফার/উপপরিচালক	১	-	১
৬।	উপপরিচালক	১	-	১
৭।	সহকারী পরিচালক	৪	১	৩
৮।	সহকারী গ্রন্থাগার পরিচালক	১	১	-
৯।	বিবলিওগ্রাফার	৩	৩	-
১০।	গবেষণা কর্মকর্তা	১	১	-
১১।	প্রোগ্রামিং অফিসার	১	১	-
১২।	মাইক্রোফিল্ম অফিসার	১	১	-
১৩।	সহকারী প্রোগ্রামার	১	১	-
১৪।	সিনিয়র লাইব্রেরিয়ান	১	-	১
১৫।	জুনিয়র মাইক্রোফিল্মিং এন্ড ফটোষ্ট্যাটিং অফিসার	১	১	
১৬।	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	-	১
১৭।	ISBN অফিসার	১	-	১
১৮।	ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর	১	-	১
১৯।	ডকুমেন্টেশন অফিসার	১	-	১
২০।	কম্পাইলেশন অফিসার	১	-	১
২১।	আইসিটি ল্যাব টেকনিশিয়ান	১	-	১
২২।	লাইব্রেরিয়ান	১	১	
২৩।	সিনিয়র টেকনিক্যাল এসিসটেন্ট (আরকাইভস)	৬	২	৪
২৪।	সিনিয়র টেকনিক্যাল এসিসটেন্ট (লাইব্রেরি)	৫	৫	-
২৫।	অফিস সুপারিনটেনডেন্ট	১	১	-
২৬।	প্রধান সহকারী	১	১	-
২৭।	কম্পিউটার অপারেটর	৫	৩	২
২৮।	হিসাবরক্ষক	১	-	১
২৯।	সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর	৩	১	২
৩০।	ক্যাটালগার	১	-	১
৩১।	সিনিয়র হস্তলিপি সহকারী	১	-	১

৩২।	সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	৩	২	১
৩৩।	জুনিয়র টেকনিক্যাল এসিসটেন্ট (আ:)	৬	৫	১
৩৪।	জুনিয়র টেকনিক্যাল এসিসটেন্ট (লাই:)	৪	১	৩
৩৫।	ক্যাশিয়ার	১	১	-
৩৬।	স্টোর এসিসটেন্ট/উচ্চমান সহকারী	১	১	-
৩৭।	উচ্চমান সহকারী	১	১	-
৩৮।	মাইক্রোফিল্ম অপারেটর	২	২	-
৩৯।	হিসাব সহকারী	১	১	-
৪০।	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৯	৭	২
৪১।	লেমিনেশন মেশিন অপারেটর	২	২	-
৪২।	ল্যাবরেটরী সহকারী	২	২	-
৪৩।	পাঠকক্ষ সহকারী	৩	-	৩
৪৪।	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	২	-	২
৪৫।	স্ট্যাক রুম সহকারী	২	-	২
৪৬।	ISBN সহকারী	১	-	১
৪৭।	ফিউমিগেশন সহকারী	১	-	১
৪৮।	হস্তলিপি সহকারী	২	২	-
৪৯।	ড্রাইভার	৩	২	১
৫০।	ফটোকপি অপারেটর	১	১	-
৫১।	ডেসপাচ রাইডার	১	১	-
৫২।	লিফট অপারেটর	২	১	১
৫৩।	বুক সর্টার	৪	১	৩
৫৪।	মেন্ডার কাম বাইন্ডার	২	১	১
৫৫।	দপ্তরী	৩	-	৩
৫৬।	রেকর্ড সর্টার	১	-	১
৫৭।	অফিস সহায়ক	১২	৮	৪
৫৮।	অফিস সহায়ক (নিরাপত্তা প্রহরী)	১	১	-
৫৯।	অফিস সহায়ক (মালি)	১	১	
৬০।	নিরাপত্তা প্রহরী	২	২	-
৬১।	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	৪	৪	-
৬২।	মেন্ডার কাম বাইন্ডার (আউট সোর্সিং)	১	১	-
৬৩।	রেকর্ড সর্টার (আউট সোর্সিং)	২	২	-
৬৪।	অফিস সহায়ক (আউট সোর্সিং)	৫	৫	-
৬৫।	মালি (আউট সোর্সিং)	১	১	-
৬৬।	পরিচ্ছন্নতা কর্মী (আউট সোর্সিং)	৩	৩	-
	মোট	**১৪৪টি**	**৯০টি**	**৫৪টি**

আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের ১৪৪টি পদের সাংগঠনিক কাঠামো

কার্য তালিকা :

১. জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত মূল্যবান প্রকাশনা ও নথি-দলিলপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণপূর্বক কেন্দ্রীয় সংরক্ষণাগারকে সমৃদ্ধ করা;
২. কপিরাইট আইনে বাংলাদেশে প্রকাশিত সকল নতুন, সৃজনশীল ও মৌলিক প্রকাশনা এবং বিশ্বমানের সর্বশেষ প্রকাশনা সামগ্রী সংগ্রহ ও সংরক্ষণের মাধ্যমে জাতীয় সংগ্রহশালা গড়ে তোলা;
৩. বাংলাদেশ সংক্রান্ত দলিলপত্রের মূল বা সেকেন্ডারি কপি বিদেশি আরকাইভস ও অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করা;
৪. অধিদপ্তরে সংগৃহীত তথ্যসামগ্রী ও নথিপত্রের আইনগত রক্ষক (Custodian) এর দায়িত্ব পালন করা;
৫. দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান তথ্যসামগ্রী মাইক্রোফিল্ম প্রক্রিয়ায় দীর্ঘস্থায়ী সংরক্ষণ করা;
৬. যুগোপযোগী টেকসই তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে তথ্য ও জ্ঞানসামগ্রী এবং আরকাইভাল ডকুমেন্টস সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করা;
৭. তথ্যসামগ্রীর অটোমেশন ও ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা;
৮. প্রচলিত আইন ও বিধি সাপেক্ষে পাঠক, গবেষক, প্রশাসক ও তথ্যানুসন্ধানকারীকে তথ্য ও রেফারেন্স সেবা প্রদান করা;
৯. আরকাইভস ও লাইব্রেরি সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থাকে প্রয়োজনে পরামর্শ প্রদান করা;
১০. জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি, বার্ষিক প্রতিবেদনসহ অন্যান্য প্রকাশনা নিয়মিত প্রকাশ করা;
১১. লেখক ও প্রকাশকদের ISBN প্রদান করা;
১২. প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনবল গড়ে তোলা;
১৩. পেশাগত দক্ষতা অর্জন ও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ, মতবিনিময় ও অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা;
১৪. সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সময় সময় প্রদর্শনীর আয়োজন ও অন্যান্য প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা এবং
১৫. আধুনিক গ্রন্থাগার ও নথি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা ।

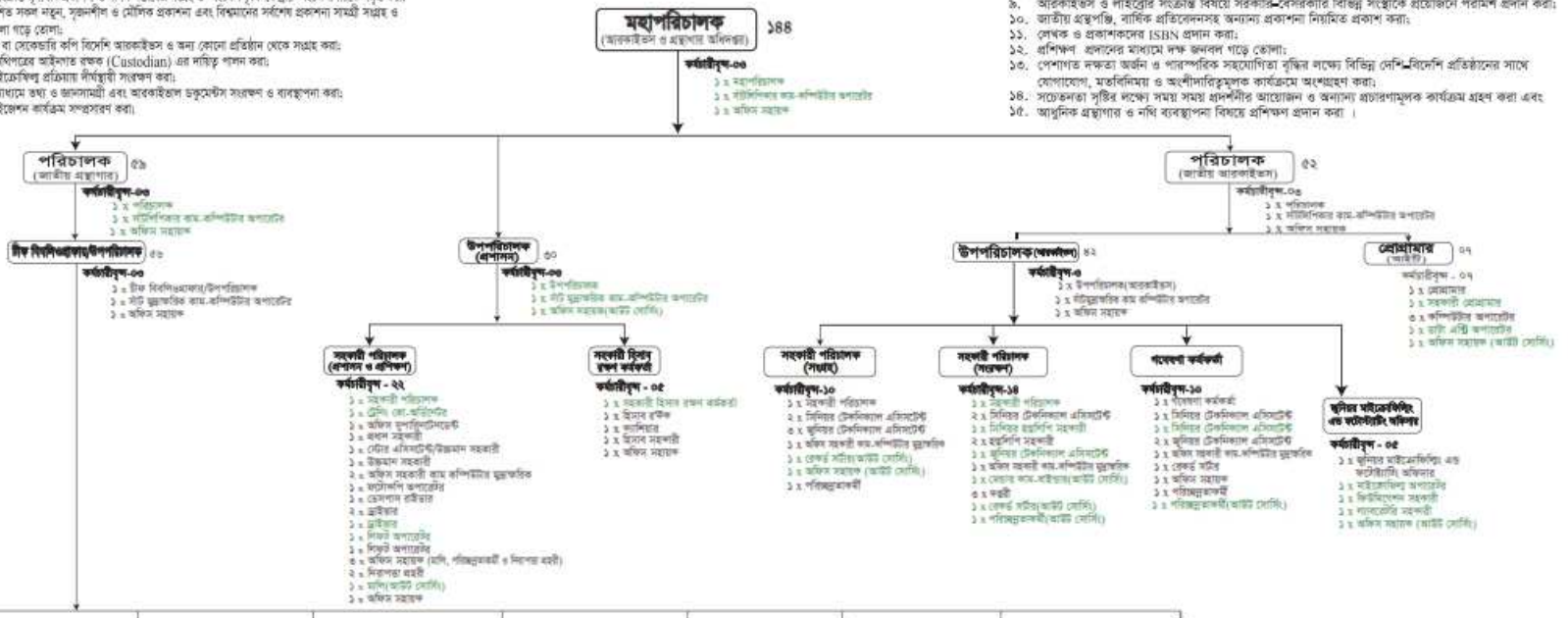

ক্রমিক নং	পদের নাম	গ্রেড	স্থায়ী পদ	অস্থায়ী পদ	মোট পদ
১.	মহাপরিচালক	২য়	-	১	১
২.	পরিচালক	৩য়	১	১	২
৩.	উপপরিচালক(আরকাইভস)	৫ম	১	-	১
৪.	চীফ বিবলিওগ্রাফার/উপপরিচালক	৫ম	১	-	১
৫.	উপপরিচালক	৫ম	-	১	১
৬.	প্রোগ্রামার	৫ম	১	-	১
৭.	সহকারী গ্রন্থাগার পরিচালক	৬ষ্ঠ	১	-	১
৮.	সহকারী পরিচালক	৬ষ্ঠ	১	৩	৪
৯.	বিবলিওগ্রাফার	৬ষ্ঠ	৩	-	৩
১০.	গবেষণা কর্মকর্তা	৬ষ্ঠ	১	-	১
১১.	প্রোগ্রামিং অফিসার	৬ষ্ঠ	১	-	১
১২.	মাইক্রোফিল্ম অফিসার	৬ষ্ঠ	১	-	১
১৩.	সিনিয়র লাইব্রেরিয়ান	৬ষ্ঠ	-	১	১
১৪.	সহকারী প্রোগ্রামার	৬ষ্ঠ	-	১	১
	২য় থেকে ৯ম গ্রেডভুক্ত পদ		১২	৮	২০
১৫.	জুনিয়র মাইক্রোফিল্মিং এন্ড ফটোস্ট্যাটিং অফিসার	১০ম	১	-	১
১৬.	সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১০ম	-	১	১
১৭.	[illegible] ল্যাব টেকনিশিয়ান	১০ম	-	১	১
১৮.	ISBN অফিসার	১০ম	-	১	১
১৯.	কম্পাইলেশন অফিসার	১০ম	-	১	১
২০.	ডকুমেন্টেশন অফিসার	১০ম	-	১	১
২১.	ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর	১০ম	-	১	১
	১০ম গ্রেডভুক্ত পদ		১	৬	৭

ক্রমিক নং	পদের নাম	গ্রেড	স্থায়ী পদ	অস্থায়ী পদ	মোট পদ
২২.	লাইব্রেরিয়ান	১১	০১	-	০১
২৩.	সিনিয়র টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্ট (আরকাইভস)	১১	০৪	০১	০৫
২৪.	সিনিয়র টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্ট (লাইব্রেরি)	১৩	০৪	-	০৪
২৫.	কম্পিউটার অপারেটর	১৩	০৪	-	০৪
২৬.	অফিস সুপারিনটেনডেন্ট	১৩	০১	-	০১
২৭.	প্রধান সহকারী	১৩	০১	-	০১
২৮.	হিসাবরক্ষক	১৩	০১	-	০১
২৯.	সাঁটলিপিকার কাম-কম্পিউটার অপারেটর	১৩	০১	০২	০৩
৩০.	ক্যাশিয়ার	১৩	-	০১	০১
৩১.	সিনিয়র [illegible] সহকারী	১৩	-	০১	০১
৩২.	জুনিয়র টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্ট (আরকাইভস)	১৪	০৪	০১	০৫
৩৩.	জুনিয়র টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্ট (লাইব্রেরি)	১৪	০৪	-	০৪
৩৪.	[illegible]	১৪	০১	-	০১
৩৫.	স্টোর এসিস্ট্যান্ট/উচ্চমান সহকারী	১৪	০১	-	০১
৩৬.	উচ্চমান সহকারী	১৪	০১	-	০১
৩৭.	মাইক্রোফিল্ম অপারেটর	১৪	০১	০১	০২
৩৮.	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর	১৪	০২	০১	০৩
৩৯.	[illegible] সহকারী	১৪	০২	-	০২
৪০.	ল্যাবরেটরি সহকারী	১৫	০২	০১	০৩
৪১.	ফেমিগেশন মেশিন অপারেটর	১৬	০২	-	০২
৪২.	হিসাব সহকারী	১৬	০১	-	০১
৪৩.	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৬	০৬	-	০৬
৪৪.	ISBN সহকারী	১৬	-	০১	০১
৪৫.	পাঠকক্ষ সহকারী	১৬	-	০৪	০৪

ক্রমিক নং	পদের নাম	গ্রেড	স্থায়ী পদ	অস্থায়ী পদ	মোট পদ
৪৬.	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	১৬	-	০১	০১
৪৭.	[illegible] সহকারী	১৬	-	০১	০১
৪৮.	ডিজিটাইজেশন সহকারী	১৬	-	০১	০১
৪৯.	ড্রাইভার	১৫/১৬	০২	০১	০৩
	১১ থেকে ১৬তম গ্রেডভুক্ত পদ		৫২	১৯	৭১
৫০.	[illegible] অপারেটর	১৮	০১	-	০১
৫১.	ডেসপাচ রাইডার	১৮	০১	-	০১
৫২.	প্রিন্টার অপারেটর	১৮	০১	০১	০২
৫৩.	মেশিন কাম বাইন্ডার	১৮	০২	-	০২
৫৪.	দপ্তরী	১৮	০৫	-	০৫
৫৫.	বুক সর্টার	১৮	০৪	-	০৪
৫৬.	রেকর্ড সর্টার	১৮	০১	-	০১
৫৭.	অফিস সহায়ক	২০	১১	০১	১২
৫৮.	নিরাপত্তা প্রহরী	২০	০২	-	০২
৫৯.	পরিচ্ছন্নতাকর্মী	২০	০৪	-	০৪
৬০.	মেশিন কাম বাইন্ডার (আউটসোর্সিং)	-	-	০১	০১
৬১.	রেকর্ড সর্টার (আউটসোর্সিং)	-	-	০১	০১
৬২.	অফিস সহায়ক (আউটসোর্সিং)	-	-	০৪	০৪
৬৩.	মালি (আউটসোর্সিং)	-	-	০১	০১
৬৪.	পরিচ্ছন্নতাকর্মী (আউটসোর্সিং)	-	-	০৫	০৫
	১৭ থেকে ২০তম গ্রেডভুক্ত পদ		৩১	১৫	৪৬
	সর্বমোট পদ (২০+০৭+৭১+৪৬)		৯৬	৪৮	১৪৪

যানবাহনের অনুমোদিত সংখ্যা

ক্রমিক নং	যানবাহনের নাম	সংখ্যা
০১.	জীপ	১
০২.	কার	১
০৩.	মাইক্রোবাস	১
০৪.	মোটর সাইকেল	১

অফিস সরঞ্জামাদি-০১

ক্রমিক নং	নাম	সংখ্যা
১।	ফটোকপি মেশিন	০৮ টি
২।	[illegible] মেশিন	০২ টি
৩।	SAN/NAS/স্টোরেজ ডিভাইস	০৪ টি
৪।	সার্ভার	০৪ টি
৫।	[illegible] মেশিন	০১ টি
৬।	PDU	০১ টি
৭।	UPS with Battery	০১ টি
৮।	UPS with Cabinet	০১ টি
৯।	[illegible]	০৪ টি
১০।	[illegible]	০১ টি
১১।	স্ক্যানার	০৪ টি
১২।	স্টিল ক্যামেরা	০১ টি
১৩।	ডিজিটাল ক্যামেরা	০১ টি
১৪।	[illegible]	০১ টি
১৫।	সিসি টিভি ক্যামেরা	১৬ টি
১৬।	Shelving সিস্টেম	২ সেট
১৭।	[illegible]	১০ টি
১৮।	[illegible]	০২ সেট
১৯।	[illegible] মেশিন	০১ সেট
২০।	[illegible] মেশিন ([illegible])	০২ সেট
২১।	[illegible] মেশিন	০১টি
২২।	৫০০ কেভিএ জেনারেটর	০১টি

অফিস সরঞ্জামাদি-০২

ক্রমিক নং	নাম	সংখ্যা
২৩।	১০০ কেভিএ জেনারেটর	০১ টি
২৪।	[illegible] মেশিন	০১ টি
২৫।	বোর্ড কাটিং মেশিন (বুক বাইন্ডিং)	০১ টি
২৬।	প্রেস মেশিন (বুক বাইন্ডিং)	০১ টি
২৭।	হ্যান্ড কাটিং মেশিন	০১ টি
২৮।	[illegible] কাটিং মেশিন ([illegible])	০৫ টি
২৯।	[illegible]	০৫ টি
৩০।	শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র	৭৫ টি
৩১।	[illegible] শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র	৫০ টি
৩২।	কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা	০২ টি
৩৩।	মাইক্রোফিল্ম মেশিন [illegible]	০২ টি
৩৪।	[illegible]	০১ টি
৩৫।	আরকাইভস [illegible]	০১ টি
৩৬।	ইলেকট্রিক [illegible]	০৫ টি
৩৭।	ইলেকট্রিক [illegible] মেশিন	০১ টি
৩৮।	[illegible]	০১ টি
৩৯।	[illegible]	০১ টি
৪০।	[illegible]	০২ টি
৪১।	[illegible]	০১ টি
৪২।	[illegible]	০১ টি
৪৩।	ATIZ BOOK Drive Pro [illegible]	০১ টি
৪৪।	KIRTAS Automated Book [illegible]	০১ টি

■ হলুদ কালিতে চিহ্নিত পদগুলো স্থায়ী পদ।
■ সবুজ কালিতে চিহ্নিত পদগুলো অস্থায়ী পদ।

মহাপরিচালক
(আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর)

সচিব
(প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়)

২.৩ নিয়োগ, পদোন্নতি ও অবসর

(ক) নিয়োগ

কোভিড-১৯ মহামারির কারণে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কোনো নিয়োগ প্রদান করা সম্ভব হয়নি।

(খ) পদোন্নতি

২০২০-২০২১ অর্থবছরে দুইজন কর্মচারী পদোন্নতি লাভ করেন। এ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নে ছক আকারে প্রদান করা হলো:

ক্রমিক নং	নাম	পূর্বপদ	পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদ	পদোন্নতির তারিখ
১	জনাব মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান খান	কম্পিউটার অপারেটর	সহকারী প্রোগ্রামার	০৮/০৩/২০২১
২	জনাব রিনা বেগম	বুকসর্টার	ল্যাবরেটরী সহকারী	২৬/০১/২০২১

(গ) অবসর

২০২০-২০২১ অর্থবছরে একজন কর্মচারী অবসর গ্রহণ করেন। এ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নে ছক আকারে প্রদান করা হলো:

ক্রমিক নং	নাম	পদবি	পিআরএল গমনের তারিখ
১	জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন	ল্যাবরেটরী সহকারী	০৩/০১/২০২১

২.৪ ফোকাল পয়েন্ট

ফোকাল পয়েন্ট/ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

ক্র.নং	ছবি	শিরোনাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	বিকল্প কর্মকর্তা
১		নৈতিকতা কমিটি	ফরিদ আহমদ ভূঁইয়া মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ইমেইল: dg@nanl.gov.bd ফোন: ০২-৫৮১৫৩৬৭০	
২		জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তাবায়ন, ইনোভেশন ও এসডিজি কমিটি	মোঃ হারিছ সরকার প্রোগ্রামার ইমেইল: haris@nanl.gov.bd মোবাইল : ০১৯১৩৩৮৪৮৯৫	
৩		বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)	মোঃ জামাল উদ্দিন চীফ বিবলিওগ্রাফার/ উপপরিচালক (চ.দা.) ইমেইল: jamal_nlbd@yahoo.com মোবাইল: ০১৫৩১২৬৯৭০২	
৪		টিওএন্ডই ও সিটিজেন চার্টার	তাহমিনা আক্তার উপপরিচালক (আরকাইভস) চ.দা. ইমেইল : tani.nlb@gmail.com মোবাইল: ০১৯১১৫০৩১৩২	
৫		অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা	মুহাম্মদ মুসলিম উদ্দিন বিবলিওগ্রাফার (প্রকাশনা ও রেফারেন্স) ইমেইল: muslim.uddin@nanl.gov.bd মোবাইল: ০১৭৫৪৪৭৮৬৭১	
৬		তথ্য প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	মোঃ ইলিয়াছ মিয়া গবেষণা কর্মকর্তা ইমেইল: elias_004@yahoo.com মোবাইল: ০১৯১১০৪৬৯৮	মোঃ নাজমুস শাহাদৎ সহকারী গ্রন্থাগার পরিচালক
৭		কল্যাণ কর্মকর্তা	মোঃ নাজমুস শাহাদৎ সহকারী গ্রন্থাগার পরিচালক ই-মেইল:shahadut.adnlb@gmail.com মোবাইল: ০১৬৮৭৩৪৯০২১	

আর্থিক বিষয়াদি

৩.১ বাজেট

২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট বাস্তবায়নের বিবরণী

২০২০-২০২১ অর্থবছরে আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের জন্য সংশোধিত মোট বাজেট বরাদ্দ ছিল ৭,১৫,০০,০০০/- (সাত কোটি পনেরো লক্ষ) টাকা। নিম্নে অধিদপ্তরের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট বাস্তবায়নের বিবরণী প্রদান করা হলো:

মন্ত্রণালয় /বিভাগ ১৩৪- সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(অঙ্কসমূহ শত টাকায়)

প্রাতিষ্ঠানিক কোড	পরিচালন ইউনিট	মাঠ অফিস	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	অনুমোদিত					অননুমোদিত	
					বিতরণ	প্রত্যাহার	মোট	প্রকৃত ব্যয়	অবশিষ্ট	বিতরণ	প্রত্যাহার
১৩৪০৩				**আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর**							
	১৩৪০৩০১			**আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর**							
		১৩৪০৩০১১১৯১৬০		**আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর**							
			৩১১১	নগদ মজুরি ও বেতন							
			৩১১১১০১	মূল বেতন (অফিসার)	৬৭,১০০	০	৬৭,১০০	৬৪,২১০	২,৮৮৯	০	০
			৩১১১২০১	মূল বেতন (কর্মচারী)	১,৪৫,০০০	০	১,৪৫,০০০	১,৩৯,৫০০	৫,৪৯৯	০	০
			৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	৩,০০০	০	৩,০০০	২,৬৮২	৩১৮	০	০
			৩১১১৩০৬	শিক্ষা ভাতা	৬,৫০০	০	৬,৫০০	৪,৬০৪	১,৮৯৫	০	০
			৩১১১৩১০	বাড়ি ভাড়া ভাতা	১,১৬,০০০	০	১,১৬,০০০	৭৪,৮৯৬	৪১,১০৩	০	০
			৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	১৭,২০০	০	১৭,২০০	১৪,৩১৬	২,৮৮৩	০	০
			৩১১১৩১২	মোবাইল/সেলফোন ভাতা	৫০০	০	৫০০	৪২০	৮০	০	০
			৩১১১৩১৩	আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা	২,০০০	০	২,০০০	১,১৪৪	৮৫৫	০	০
			৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	২,৫০০	০	২,৫০০	১,৭৯০	৭১০	০	০
			৩১১১৩১৬	ধোলাই ভাতা	১,২৪০	০	১,২৪০	২৫২	৯৮৮	০	০
			৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	৩৯,০০০	০	৩৯,০০০	৩৩,৮৩৮	৫,১৬১	০	০
			৩১১১৩২৭	অধিকাল ভাতা	৬,৫০০	০	৬,৫০০	৪,০৯৬	২,৪০৩	০	০
			৩১১১৩২৮	শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা	৬,০০০	০	৬,০০০	৬,০২৬	- ২৬	০	০
			৩১১১৩৩১	আপ্যায়ন ভাতা	২৬০	০	২৬০	২০৪	৫৬	০	০
			৩১১১৩৩২	সম্মানী ভাতা	৩,০০০	০	৩,০০০	১,৬৭৬	১,৩২৪	০	০
			৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	৩,৯০০	০	৩,৯০০	৩,৪২২	৪৭৭	০	০
				উপমোট- নগদ মজুরি ও বেতন:	**৪,১৯,৭০০**	**০**	**৪,১৯,৭০০**	**৩,৫৩,০৮০**	**৬৬,৬১৯**	**০**	**০**
			৩২১১	প্রশাসনিক ব্যয়							
			৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	১,৫০০	০	১,৫০০	১,৩৭২	১২৭	০	০
			৩২১১১১১	সেমিনার/কনফারেন্স ব্যয়	৪,০০০	০	৪,০০০	১,৩৯১	২,৬০৮	০	০
			৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ	৬০,০০০	০	৬০,০০০	৪০,৮২৯	১৯,১৭০	০	০
			৩২১১১১৫	পানি	৩,০০০	০	৩,০০০	২,৮৪৩	১৫৬	০	০
			৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/ ফ্যাক্স/ টেলেক্স	৭,০০০	০	৭,০০০	৪,৩৭৬	২,৬২৩	০	০
			৩২১১১২০	টেলিফোন	১,০০০	০	১,০০০	৪০৮	৫৯১	০	০
			৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	৩,০০০	০	৩,০০০	২,০৬৮	৯৩২	০	০
			৩২১১১২৭	বইপত্র ও সাময়িকী	৩,০০০	০	৩,০০০	২,০২১	৯৭৮	০	০
			৩২১১১৩১	আউটসোর্সিং	৩৮,০০০	০	৩৮,০০০	৩১,৮২১	৬,১৭৮	০	০
			৩২১১১৩৪	শ্রমিক (অনিয়মিত) মজুরি	৩,০০০	০	৩,০০০	২,৩৪৬	৬৫৩	০	০
			৩২১১১৩৫	নিয়োগ পরীক্ষা	১০,০০০	০	১০,০০০	০	১০,০০০	০	০
				উপমোট- প্রশাসনিক ব্যয়:	**১,৩৩,৫০০**	**০**	**১,৩৩,৫০০**	**৮৯,৪৭৯**	**৪৪,০২০**	**০**	**০**
			৩২৩১	**প্রশিক্ষণ**							
			৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ	৩০,০০০	০	৩০,০০০	১৫,৩১৪	১৪,৬৮৬	০	০
				উপমোট- প্রশিক্ষণ:	**৩০,০০০**	**০**	**৩০,০০০**	**১৫,৩১৪**	**১৪,৬৮৬**	**০**	**০**

প্রাতিষ্ঠানিক কোড	পরিচালন ইউনিট	মাঠ অফিস	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	অনুমোদিত					অননুমোদিত	
					বিতরণ	প্রত্যাহার	মোট	প্রকৃত ব্যয়	অবশিষ্ট	বিতরণ	প্রত্যাহার
			৩২৪৩	**পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট**							
			৩২৪৩১০১	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	৭,০০০	০	৭,০০০	৬,৯৩৮	৬১	০	০
			৩২৪৩১০২	গ্যাস ও জ্বালানি	১,০০০	০	১,০০০	৬৫০	৩৫০	০	০
			উপমোট- পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট:		**৮,০০০**	**০**	**৮,০০০**	**৭,৫৮৮**	**৪১১**	**০**	**০**
			৩২৪৪	**ভ্রমণ ও বদলি:**							
			৩২৪৪১০১	ভ্রমণ ব্যয়	২,৫০০	০	২,৫০০	০	২,৫০০	০	০
				উপমোট- ভ্রমণ ও বদলি:	২,৫০০	০	২,৫০০	০	২,৫০০	০	০
			৩২৫৩	**জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা সামগ্রী সরবরাহ**							
			৩২৫৩১০৩	নিরাপত্তা সেবা (ভাড়ার ভিত্তিতে)	৫০,০০০	০	৫০,০০০	৪১,০২২	৮,৯৭৮	০	০
			উপমোট- জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা সামগ্রী সরবরাহ:		**৫০,০০০**	**০**	**৫০,০০০**	**৪১,০২২**	**৮,৯৭৮**	**০**	**০**
			৩২৫৫	মুদ্রণ ও মনিহারি							
			৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	৩,০০০	০	৩,০০০	২,৯৭৪	২৫	০	০
			৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বাঁধাই	৫,৫০০	০	৫,৫০০	৪,১৫৭	১,৩৪২	০	০
			৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি	১১,৫০০	০	১১,৫০০	১১,২৫৬	২৪৩	০	০
			উপমোট- মুদ্রণ ও মনিহারি:		**২০,০০০**	**০**	**২০,০০০**	**১৮,৩৮৭**	**১,৬১২**	**০**	**০**
			৩২৫৬	**সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী**							
			৩২৫৬১০৬	পোশাক	১,৫০০	০	১,৫০০	১,২০১	২৯৮	০	০
			উপমোট- সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী:		**১,৫০০**	**০**	**১,৫০০**	**১,২০১**	**২৯৮**	**০**	**০**
			৩২৫৭	**পেশাগত সেবা, সম্মানী ও বিশেষ ব্যয়**							
			৩২৫৭১০৫	উদ্ভাবন	১,৫০০	০	১,৫০০	০	১,৫০০	০	০
			৩২৫৭৩০১	অনুষ্ঠান/ উৎসবাদি	৪,০০০	০	৪,০০০	১,৪৮৪	২,৫১৫	০	০
			উপমোট- পেশাগত সেবা, সম্মানী ও বিশেষ ব্যয়:		**৫,৫০০**	**০**	**৫,৫০০**	**১,৪৮৪**	**৪,০১৫**	**০**	**০**
			৩২৫৮	মেরামত ও সংরক্ষণ							
			৩২৫৮১০১	মোটরযান	৩,০০০	০	৩,০০০	২,৯৩০	৬৯	০	০
			৩২৫৮১০৮	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	১০,০০০	০	১০,০০০	৭,৭৯৫	২,২০৪	০	০
			৩২৫৮১৪০	মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	৮,০০০	০	৮,০০০	৮,০০০	০	০	০
			উপমোট- মেরামত ও সংরক্ষণ:		**২১,০০০**	**০**	**২১,০০০**	**১৮,৭২৬**	**২,২৭৩**	**০**	**০**
			৩৮২১	**আবর্তক স্থানান্তর যা অন্যত্র শ্রেণিবদ্ধ নয়**							
			৩৮২১১০২	ভূমি উন্নয়ন কর	৩০০	০	৩০০	২৪০	৬০	০	০
			৩৮২১১০৩	পৌর কর	২,০০০	০	২,০০০	১,৯৩৭	৬২	০	০
			৩৮২১১১৬	বিমা	৩,০০০	০	৩,০০০	২,১৭৬	৮২৩	০	০
			উপমোট- আবর্তক স্থানান্তর যা অন্যত্র শ্রেণিবদ্ধ নয়:		**৫,৩০০**	**০**	**৫,৩০০**	**৪,৩৫৪**	**৯৪৫**	**০**	**০**
			৪১১২	**যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি**							
			৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	৪,০০০	০	৪,০০০	৩,৯৯৮	১	০	০
			৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	৪,০০০	০	৪,০০০	৩,৯৯১	৮	০	০
			উপমোট- যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি:		**৮,০০০**	**০**	**৮,০০০**	**৭,৯৮৯**	**১০**	**০**	**০**
			৪১১৩	অন্যান্য স্থায়ী সম্পদ							
			৪১১৩৩০২	ড্যাটাবেজ	১০,০০০	০	১০,০০০	১০,০০০	০	০	০
			উপমোট- অন্যান্য স্থায়ী সম্পদ:		**১০,০০০**	**০**	**১০,০০০**	**১০,০০০**	**০**	**০**	**০**
				মোট:	**৭,১৫,০০০**	**০**	**৭,১৫,০০০**	**৫,৬৮,৬২৮**	**১,৪৬,৩৭১**	**০**	**০**
			মোট- আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর:		**৭,১৫,০০০**	**০**	**৭,১৫,০০০**	**৫,৬৮,৬২৮**	**১,৪৬,৩৭১**	**০**	**০**
			মোট- আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর:		**৭,১৫,০০০**	**০**	**৭,১৫,০০০**	**৫,৬৮,৬২৮**	**১,৪৬,৩৭১**	**০**	**০**
			মোট- সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়:		**৭,১৫,০০০**	**০**	**৭,১৫,০০০**	**৫,৬৮,৬২৮**	**১,৪৬,৩৭১**	**০**	**০**

৩.২ ছয় বছরের বাজেট পরিসংখ্যান

(অঙ্কসমূহ হাজার টাকায়)

অর্থবছর	বাজেট (সংশোধিত)	বাজেট
২০১৫-২০১৬	৪,৫৫,৯০	৩,৫৫,০৫
২০১৬-২০১৭	৫,৪২,৩৫	৫,৩৬,১২
২০১৭-২০১৮	৬,৩৪,৬৮	৫,৫০,০০
২০১৮-২০১৯	৭,৫০,৫৬	৬,৪০,০০
২০১৯-২০২০	৭,১৬,৮৫	৭,০২,৮৫
২০২০-২০২১*	৭,১৫,০০	৭,৮১,০০

৩.৩ রাজস্ব আয়

অধিদপ্তরের জাতীয় আরকাইভস ও জাতীয় গ্রন্থাগারের সদস্য ফি, ডকুমেন্টেস ও তথ্যসামগ্রীর ফটোকপি ফি, স্ক্যানিং ও প্রিন্টিং ফি, ক্যামেরার সাহায্যে ছবি ধারণ ফি, আইএসবিএন ফি ও অডিটোরিয়াম ভাড়া প্রভৃতি বাবদ মোট ৫,৫৩,০০০/- (পাঁচ লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার) টাকার রাজস্ব আদায় হয়েছে । আদায়কৃত রাজস্ব ব্যাংক চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে ।

৩.৪ অডিট

অডিট প্রতিবেদন

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত প্রতিবেদন ছক আকারে উপস্থাপন করা হলো:

ক্র. নং	অডিট আপত্তির সংখ্যা (অর্থবছর ভিত্তিক)	অডিট আপত্তির ধরণ (দ্বিপক্ষীয়, ত্রি-পক্ষীয় এবং পিএ কমিটিতে নিষ্পন্নযোগ্য)			মন্তব্য
		সাধারণ অনুচ্ছেদ	অগ্রিম অনুচ্ছেদ	পিএ কমিটি	
১	২	৩	৫	৭	৯
১।	১৯৯৩-২০১৩ ০১টি	--	০১ টি ১,৮১,৩২১/-	--	১৩২০০/-উত্তোলিত হয়েছে যা ট্রেজারি চালানে জমা দেয়া হয়েছে। ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
২।	২০১৭-২০১৮ ০৬টি	০৬টি	--	--	ব্রডশীট জবাব ১৬ আগস্ট ২০২০ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয় এবং মন্ত্রণালয় ২৪ আগষ্ট ২০২০ অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করেন।
৩।	২০১৮-১৯ ০৬টি	০৬টি	--	--	ব্রডশীট জবাব ২৬ নভেম্বর ২০২০ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

বার্ষিক কর্মসম্পাদনে অধিদপ্তর

অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রম দুইটি প্রতিষ্ঠান তথা জাতীয় আরকাইভস ও জাতীয় গ্রন্থাগারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। নিম্নে জাতীয় আরকাইভস ও জাতীয় গ্রন্থাগারে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ছয় বছরের কার্যক্রমের ধারাবাহিক চিত্র উপস্থাপন করা হলো :

জাতীয় আরকাইভসের কর্মকান্ড

রেকর্ড সংগ্রহ ও বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ

সরকারের কেন্দ্রীয় নথি সংরক্ষণাগার হিসেবে আরকাইভাল রেকর্ডস সংগ্রহের মাধ্যমে জাতীয় আরকাইভস মূলত দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকেই সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করছে । ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নিম্নোক্ত আরকাইভ্যাল সামগ্রী সংগ্রহ করা হয়েছে :

ক্র.নং	উৎস (মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা)	বিষয়	পরিমাণ
১.	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	১৯৯২-৯৪ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকের কার্যবিবরণী, সারসংক্ষেপ ও বিজ্ঞপ্তিসমূহের মূলকপি	৪০টি
২.	আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল বাংলাদেশ, তদন্ত সংস্থা	আন্তর্জাতিক অপরাধ মামলাসমূহের মধ্যে চূড়ান্তভাবে নিষ্পন্ন মামলার নথি	৯২টি
৩.	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত বিভিন্ন জরিপ রিপোর্ট	১৩০টি
৪.	অর্থ মন্ত্রণালয়	বিভিন্ন প্রকাশনা	২৬টি
৫.	তথ্য অধিদফতর	বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা ও প্রেস ক্লিপিংস	৩৫০টি
৬.	অন্যান্য সংস্থা	বিভিন্ন বিষয়	৪৩১টি
		মোট	১০৬৯ টি নথি/ডকুমেন্টস

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০২০-২০২১ অনুযায়ী ঐতিহাসিক নথিপত্র/দলিলাদি সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১০২৫টি। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৪৪টি নথিপত্র বেশি সংগৃহীত হয়েছে।

ছয় বছরের নথি/ডকুমেন্টস সংগ্রহের পরিসংখ্যান

অর্থবছর	সংগৃহীত নথি/ডকুমেন্টস
২০১৫-২০১৬	২১৫০ টি
২০১৬-২০১৭	৩২২৮ টি
২০১৭-২০১৮	১০৯৪ টি
২০১৮-২০১৯	২১০৯ টি
২০১৯-২০২০	১৩৮৪ টি
*২০২০-২০২১	১০৬৯ টি

রেকর্ডরুম পরিদর্শন এবং নথি ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ বিষয়ে সচেতনতা

নিয়মিত কাজের অংশ হিসেবে আরকাইভস প্রতিনিধিদল দেশের বিভিন্ন জেলা কালেক্টরেট রেকর্ডরুমের নথিপত্র যাচাই-বাছাই, মূল্যায়ন করে থাকেন । ২৫ বছরের অধিক পুরাতন ''ক'' শ্রেণির নথি জাতীয় আরকাইভসে স্থানান্তরকরণ এবং জেলা প্রশাসনের নথি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট জেলায় অবস্থিত বিভিন্ন সরকারি অফিসের সাথে ''নথি ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ'' বিষয়ে সচেতনতামূলক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয় । বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ এর জন্য এ অর্থবছরে কোনো জেলা ভ্রমণ করা সম্ভব হয়নি।

গবেষণা ও তথ্যসেবা

মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে গবেষণা ও উদ্ভাবনের বিকল্প নেই । ইতিহাস অনুসন্ধান ও সত্য উৎঘাটনে জাতীয় আরকাইভস হলো গবেষণার কেন্দ্রস্থল । জাতীয় আরকাইভস থেকে দেশি-বিদেশি গবেষক, প্রশাসক, ইতিহাসবিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, শিক্ষক, উচ্চতর শিক্ষার গবেষক, শিক্ষার্থী, নানা শ্রেণি-পেশার সাধারণ মানুষকে গবেষণাসেবা ও রেফারেন্স সেবা প্রদান করা হয় ।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট ৭২৫ ব্যক্তি/সংস্থাকে এ ধরনের সেবা প্রদান করা হয়েছে:

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সংখ্যা
১.	**গবেষণা ও তথ্যসেবা**	৭২৫ জন
	মোট =	৭২৫ জন

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০২০-২০২১ অনুযায়ী গবেষণা ও রেফারেন্স সেবা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭৫০ জন। বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ এর জন্য লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২৫ জন গবেষকের আগমন কম হয়েছে।

ছয় বছরের গবেষণা ও রেফারেন্স সেবার পরিসংখ্যান:

অর্থবছর	গবেষণা ও তথ্যসেবা গ্রহীতা
২০১৫-২০১৬	৬৮৬ জন
২০১৬-২০১৭	৫০৩ জন
২০১৭-২০১৮	৭০৭ জন
২০১৮-২০১৯	৮৯৩ জন
২০১৯-২০২০	১৯১৮ জন
২০২০-২০২১*	৭২৫ জন

জাতীয় আরকাইভস পরিদর্শন

জ্ঞান আহরণ ও তথ্যের প্রয়োজনে শিক্ষক, গবেষক, শিক্ষার্থী, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, দেশি-বিদেশি প্রতিনিধিবর্গ আরকাইভস পরিদর্শন করেন। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৫০জন পরিদর্শনকারী জাতীয় আরকাইভস পরিদর্শন করেন।

ডিজিটাইজেশন

তথ্যের স্থায়ী সংরক্ষণ ও অনলাইন তথ্যসেবাদানের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ আরকাইভাল ডকুমেন্টস স্ক্যানিং করে সার্ভারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে । ২০২০-২০২১ অর্থবছরে জাতীয় আরকাইভসের কাস্টমাইজড আরকাইভ্যাল সফটওয়্যারে অন্তভুর্ক্তির জন্য ১,৪২,৯৭৮ পৃষ্ঠা নথি (ইমেজ) স্ক্যান করা হয়েছে ।

ছয় বছরের ডিজিটাইজেশন কার্যক্রমের পরিসংখ্যান:

অর্থবছর	ডিজিটাইজেশনকৃত নথি/তথ্য (ইমেজ)
২০১৫-২০১৬	৪৭,৭৮৬ পৃষ্ঠা
২০১৬-২০১৭	১,২৩,৮৩১ পৃষ্ঠা
২০১৭-২০১৮	১,২৬,২৯০ পৃষ্ঠা
২০১৮-২০১৯	১,৩৪,৫৯২ পৃষ্ঠা
২০১৯-২০২০	১,০৬,৫২৭ পৃষ্ঠা
২০২০-২০২১*	১,৪২,৯৭৮ পৃষ্ঠা

আরকাইভাল রেকর্ডস প্রক্রিয়াকরণ

সংগৃহীত নথিপত্র বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াকরণের কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সংরক্ষণাগারে সংগৃহীত বিভিন্ন জেলা কালেক্টরেট রেকর্ডরুমসহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে সংগৃহীত নথিপত্রসমূহের মধ্যে ২২৬৯১ ভলিউম/বান্ডিল/ফাইল নথির সামগ্রিক প্রক্রিয়াকরণপূর্বক (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, শ্রেণিকরণ, বর্ণনাকরণ, তালিকাকরণ, ক্যাটালগিং ইত্যাদি) সংরক্ষণাগারে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে ।

আরকাইভাল রেকর্ডস বাঁধাই ও মেরামত

আবহাওয়া ও জলবায়ু, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কাগজের অম্লতা এবং আদ্রতা ও তাপমাত্রাজনিত কারণে নথিপত্র দুর্বল হয়ে যায় । এজন্য নিয়মিত আরকাইভাল সামগ্রী বাঁধাই, মেরামত ও পরিশোধন করা হচ্ছে । ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়েছে :

ক্রমিক নং	বাঁধাই ও মেরামত
১.	৯৬১ ভলিউম

পরামর্শ সেবা

জাতীয় আরকাইভসের কার্যাবলীর মধ্যে অন্যতম একটি কাজ হলো বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানকে আরকাইভস প্রতিষ্ঠা ও নথিপত্র সংরক্ষণ বিষয়ে পরামর্শ সেবা প্রদান করা। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গত অর্থবছরে ৪টি সরকারি প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ সেবা প্রদান করা হয়।

আরকাইভস ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ

২০২০-২০২১ অর্থবছরে সরকারি কর্মকর্তা, আরকাইভস বিশেষজ্ঞ, বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক কর্তৃক সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর, দপ্তর, পরিদপ্তর, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন জেলা প্রশাসনের রেকর্ডরুমে কর্মরত সংশ্লিষ্ট জনবলকে **''অ্যাডভান্সড আরকাইভাল রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট''** শীর্ষক ১০দিন ব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে । এ অর্থবছরে দু'টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ আয়োজনের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ এর জন্য একটি ব্যাচের প্রশিক্ষণ আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে।

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের শিরোনাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১.	**''অ্যাডভান্সড আরকাইভাল রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট''**	৯ম ব্যাচ (২১ মার্চ-০১ এপ্রিল/২০২১)	৩০ জন
		সর্বমোট	**৩০ জন**

৪.২ জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মকান্ড

পাঠক, গবেষণা ও রেফারেন্স সেবা

২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৮.৯৪০ জন পাঠক, গবেষক, তথ্যানুসন্ধানকারী জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে তথ্য, গবেষণা ও রেফারেন্স সেবা গ্রহণ করেন। এ সম্পর্কিত পরিসংখ্যানিক তথ্য নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সংখ্যা
১.	**পাঠকসেবা ও তথ্যসেবা**	৮,৯৪০ জন
		মোট ৮,৯৪০ **জন**

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০২০-২০২১ অনুযায়ী পাঠকসেবা, গবেষণাসেবা ও রেফারেন্স সেবা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৯,২০০ জন। কিন্তু কোভিড-১৯ মহামারির জন্য দীর্ঘসময় পাঠকক্ষ বন্ধ থাকায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি।

ছয় বছরের পাঠসুবিধা/রেফারেন্স সেবার পরিসংখ্যান:

অর্থবছর	পাঠসুবিধা/রেফারেন্স সেবাগ্রহীতা
২০১৫-২০১৬	১৯,৪১৬ ব্যক্তি/সংস্থা
২০১৬-২০১৭	২০,৯৩৬ ব্যক্তি/সংস্থা
২০১৭-২০১৮	২৭,৩৫০ ব্যক্তি/সংস্থা
২০১৮-২০১৯	২৬,৫৪৯ ব্যক্তি/সংস্থা
২০১৯-২০২০	২১,২৩১ ব্যক্তি/সংস্থা
২০২০-২০২১*	৮.৯৪০ ব্যক্তি/সংস্থা

কপিরাইট আইনে নতুন প্রকাশনা সংগ্রহ

জাতীয় গ্রন্থাগারে কপিরাইট আইন-২০০০ (সংশোধিত ২০০৫) ৬২/২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রকাশিত মৌলিক পুস্তকাদির এক কপি জমা প্রদান বাধ্যতামূলক। সংগৃহীত পুস্তকাদির সমন্বয়ে জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি প্রকাশ এবং এগুলোর স্থায়ী সংরক্ষণ নিশ্চিত করা জাতীয় গ্রন্থাগারের মৌলিক দায়িত্ব। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট ৫,৪৩৫টি নতুন প্রকাশনা সামগ্রী সংগ্রহ করা হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০১৯-২০২০ অনুযায়ী নতুন ও মৌলিক প্রকাশনা সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭,০৫০ টি। কিন্তু কোভিড-১৯ মহামারির কারণে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়নি।

ছয় বছরের কপিরাইট সংগ্রহের পরিসংখ্যান :

অর্থবছর	প্রকাশনার সংখ্যা
২০১৫-২০১৬	**৫৬৫৯ টি**
২০১৬-২০১৭	**৭৯১৮ টি**
২০১৭-২০১৮	**৮৭২২ টি**
২০১৮-২০১৯	**৮,০১৬ টি**
২০১৯-২০২০	**৬,৮৬২ টি**
২০২০-২০২১*	**৫,৪৩৫ টি**

বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি (BNB) প্রকাশ

জাতীয় গ্রন্থাগারের কার্যাবলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি প্রকাশ করা। ২০১৭ সালে বাংলাদেশে প্রকাশিত ও কপিরাইট আইনে সংগৃহীত পুস্তকাদির গ্রন্থপঞ্জিগত তথ্যাদির সমন্বয়ে বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি-২০১৭ প্রকাশ করা হয়েছে । বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি-২০১৭ তে অন্তর্ভুক্ত বইয়ের সংখ্যা ৫,১২০টি।

বই ও পত্র-পত্রিকার ডিজিটাল ক্যাটালগ

KOHA (Integrated Library Management) সফটওয়্যারে ১৩,৫৩২ টি ডাটা এন্ট্রি করা হয়েছে ।
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০২০-২০২১ অনুযায়ী তথ্যসামগ্রী (ডাটা এন্ট্রি) অটোমেশনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭,২০০টি। ক্রাশ প্রোগ্রামের কারণে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৬,৩৩২টি বেশি ডাটা এন্ট্রি হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৭,৮৭৯টি বই অ্যাকসেশন করা হয়েছে এবং ১২,৮২৩টি বইয়ের শ্রেণিকরণ নম্বর প্রদান করা হয়েছে।

ছয় বছরের তথ্য সামগ্রীর অটোমেশন পরিসংখ্যান:

অর্থবছর	**ডাটা এন্ট্রি**
২০১৫-২০১৬	৯৯৭৮টি
২০১৬-২০১৭	১০১৩৭ টি
২০১৭-২০১৮	১০৫৫৫ টি
২০১৮-২০১৯	৮,১২২ টি
২০১৯-২০২০	৮,৮১৭ টি
২০২০-২০২১*	১৩,৫৩২ টি

ডিজিটাইজেশন

তথ্যসামগ্রীর দীর্ঘস্থায়ী সংরক্ষণ এবং অনলাইন তথ্য ও গবেষণা সেবাদানের লক্ষ্যে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে জাতীয় গ্রন্থাগারের মোট ১,১৪,৫০১ পৃষ্ঠার তথ্যসামগ্রী ডিজিটাইজড করা হয়েছে ।

ছয় বছরের ডিজিটাইজেশন কার্যক্রমের পরিসংখ্যান :

অর্থবছর	সংখ্যা (পৃষ্ঠা/ইমেজ)
২০১৫-২০১৬	১১৫৩৯
২০১৬-২০১৭	১২৫৭০৩
২০১৭-২০১৮	১,৩২,৬১৮
২০১৮-২০১৯	১,৩৫,৮১৮
২০১৯-২০২০	১,১১,৯৯১
২০২০-২০২১*	১,১৪,৫০১

ISBN প্রদান

বাংলাদেশে গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে লেখক ও প্রকাশকদেরকে ISBN প্রদান করে জাতীয় গ্রন্থাগার। লেখক ও প্রকাশকদেরকে প্রকাশিতব্য বইয়ের জন্য ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট ৭,০৭৩টি ISBN প্রদান করা হয়েছে ।
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০২০-২০২১ অনুযায়ী ISBN প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭,২০০টি। কিন্তু কোভিড-১৯ মহামারির কারণে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়নি।

ছয় বছরের বরাদ্দকৃত ISBN এর পরিসংখ্যান:

অর্থবছর	সংখ্যা
২০১৫-২০১৬	**৯১৮৯ টি**
২০১৬-২০১৭	**৭৯১৮ টি**
২০১৭-২০১৮	**৮৭২২ টি**
২০১৮-২০১৯	**৮,৮৪০ টি**
২০১৯-২০২০	৮,০৫৮ **টি**
২০২০-২০২১*	৭,০৭৩ **টি**

অনলাইন পাবলিক অ্যাকসেস ক্যাটালগ (OPAC)

ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে কোহা সফটওয়্যারে এন্ট্রিকৃত তথ্যসামগ্রীর অনলাইন ক্যাটালগ দেখা যেতে পারে। এছাড়া কেউ চাইলেই অফলাইনে জাতীয় গ্রন্থাগার সর্ম্পকে বিস্তারিত তথ্য জানতে পারবেন। জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি-২০১৩ সংখ্যা থেকে কোহা সফটওয়্যারের মাধ্যমে বিবলিওগ্রাফিক ডাটা এন্ট্রি হচ্ছে। ফলে জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি-২০১৩ সংখ্যা থেকে কপিরাইট আইনে সংগৃহীত পুস্তকাদি এবং বাঁধাইকৃত ভলিউম পত্রিকা তথ্যাদি অফলাইনেও দেখা যাচ্ছে । ইতোমধ্যেই ২০১৯ সাল পর্যন্ত কপিরাইট আইনে সংগৃহীত পুস্তকাদির গ্রন্থপঞ্জিগত তথ্যাদির ডাটা এন্ট্রি সম্পন্ন হয়েছে।

পরিদর্শন

তথ্যের প্রয়োজনে গবেষক, শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ জাতীয় গ্রন্থাগার পরিদর্শন করেন। এছাড়া গ্রন্থাগার ভবনের শৈল্পিক স্থাপত্য দেখতে দেশি-বিদেশি স্থাপত্যবিদ্যার শিক্ষার্থী, গুণীজন এবং পর্যটকগণ পরিদর্শনে আসেন।

ভ্রমণ

কপিরাইট আইনে জাতীয় গ্রন্থাগারে প্রকাশনা জমাদান, ISBN, জাতীয় গ্রন্থাগার ও অধিদপ্তরের সেবা কার্যক্রম সম্পর্কে স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা ও সচেতনেতা তৈরির লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলা ভ্রমণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ এর কারণে গত অর্থবছরে কোনো জেলা ভ্রমণ করা সম্ভব হয়নি।

পেশাগত প্রশিক্ষণ

(ক) আরকাইভস ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ

২০২০-২০২১ অর্থবছরে সরকারি কর্মকর্তা, আরকাইভস বিশেষজ্ঞ, বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক কর্তৃক সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর, দপ্তর, পরিদপ্তর, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন জেলা প্রশাসনের রেকর্ডরুমে কর্মরত সংশ্লিষ্ট জনবলকে **''অ্যাডভান্সড আরকাইভাল রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট''** শীর্ষক ১০দিন ব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ অর্থবছরে দু'টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ আয়োজনের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ এর জন্য একটি ব্যাচের প্রশিক্ষণ আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে।

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের শিরোনাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১.	**''অ্যাডভান্সড আরকাইভাল রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট''**	৯ম ব্যাচ (২১ মার্চ-০১ এপ্রিল/২০২১)	৩০ জন
		সর্বমোট	**৩০ জন**

(খ) গ্রন্থাগার প্রশিক্ষণ

বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও আধুনিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় । এ অর্থবছরে দু'টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ আয়োজনের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ এর জন্য একটি ব্যাচের প্রশিক্ষণ আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে।

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের শিরোনাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১.	**''ডিজিটাল/আধুনিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বেসিক কোর্স''**	৯ম ব্যাচ (২১ মার্চ-০১ এপ্রিল/২০২১) ১০ দিন	৩১ জন
		মোট	**৩১ জন**

বিবিধ বিষয়

শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা

চাকরি সংক্রান্ত বিষয়ে অধিদপ্তরের দুইজন কর্মচারী মামলা প্রশাসনিক ট্রাব্যুনালে বিচারাধীন আছে। এছাড়া পদোন্নতি সংক্রান্ত একটি মামলা প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন রয়েছে। এ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ :

২০২০-২০২১ অর্থবছরে অধিদপ্তরে মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	মামলার বিষয়	**নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা**	**অনিষ্পন্ন মামলা সংখ্যা**	**মামলার সর্বশেষ অবস্থা**	মন্তব্য
০৩ টি	পদ স্থানান্তর সংক্রান্ত	-	**০১**	**আপিল করা হয়েছে**	
	পদোন্নতি সংক্রান্ত	-	**০১**	**শুনানির অপেক্ষায়**	
	পদোন্নতি ও গ্রেডেশন সংক্রান্ত	-	**০১**	**শুনানির অপেক্ষায়**	

দায়েরকৃত মামলা

মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তরের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রীট মামলা	**উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা**	**দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা**	**নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা**	**অনিষ্পন্ন মোট মামলার সংখ্যা**
২টি	১টি	**৩টি**	১টি	**০২ টি**

ইন্টারনেট সেবা

অধিদপ্তরের দুই ভবনের পাঠক ও গবেষকগণ বিনামূল্যে Wi-Fi নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য অনুসন্ধান, ইমেইল, ব্রাউজিং প্রভৃতি সুবিধা গ্রহণ করে থাকেন ।

আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে পেশাগত কার্যক্রম

International ISBN Authority, IFLA, CDNLAO, ACCU, APIN ইত্যাদি সংস্থার সদস্য হিসেবে তাদের সঙ্গে পেশাগত কার্যক্রম অব্যাহত আছে এবং ISBN ও IFLA এর বার্ষিক চাঁদা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় আরকাইভস দুটি আন্তর্জাতিক সংস্থা যথাক্রমে International Council on Archives (ICA) এবং South West Asia Regional Branch of International Council on Archives (SWARBICA) এর সদস্য হিসেবে পেশাগত দায়িত্ব পালন অব্যাহত রেখেছে এবং ICA ও SWARBICA এর বার্ষিক চাঁদা প্রদান করা হয়েছে।

অধিদপ্তরের আইন ও নিয়োগবিধি

'বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস আইন, ২০২১' বিল গত ০৬ জুন ২০২১ তারিখে মহান সংসদে উত্থাপন করা হয়েছে। গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে মহান জাতীয় সংসদে 'বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস আইন, ২০২১' পাস হয় এবং ২২ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতি উক্ত আইনে সম্মতি প্রদান করেছেন। নবসৃষ্ট ৪১টি পদসহ অধিদপ্তরের জন্য অনুমোদিত মোট ১৪৪টি পদের সমন্বয়ে নিয়োগবিধি প্রণয়নপূর্বক পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। যা বর্তমানে পিএসসিতে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সাংগঠনিক কাঠামো (টিওএন্ডই)

১৯৮৩ সালে এনাম কমিটির পর অধিদপ্তরের কোনো টিওএন্ডই আপগ্রেড হয়নি। ১৯৮৩ সালে ৪৮টি পদের টিওএন্ডই অনুমোদন হয়েছে। পরবর্তীতে অনেক পদ সৃষ্টি হয়েছে এবং সময়ের প্রয়োজনে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এ সকল যন্ত্রপাতি, সরঞ্জামাদিসহ ১৪৪টি পদের সমন্বয়ে অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো (টিওএন্ডই) আপগ্রেডপূর্বক অনুমোদনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এটি বর্তমানে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে বিষয়ভিত্তিক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ।

সেমিনার/ওয়ার্কশপ

আন্তর্জাতিক আরকাইভস দিবস উপলক্ষ্যে Empowering Archives, মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে 'দেশ উন্নয়নে মাতৃভাষা ও সংস্কৃতি চর্চা' শীর্ষক সেমিনার এবং জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে 'সরকারি অর্থ ও সম্পদের সাশ্রয়ী ব্যবহারের লক্ষ্যে করণীয় নির্ধারণ' ও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়নে গৃহীত কর্মপন্থা বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

অভ্যন্তরীণ সেমিনার/ওয়ার্কশপ এর সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
০৪ টি	৩৮০ জন

জাতীয় দিবস পালন/উদযাপন

জাতীয় শোক দিবস, মহান বিজয় দিবস, শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, জাতীয় শিশু দিবস, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসহ প্রতিটি জাতীয় দিবস সরকারের নির্দেশনানুযায়ী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন/উদযাপন করা হয়।

আন্তর্জাতিক আরকাইভস সপ্তাহ উদযাপন

কোভিড-১৯ মহামারির কারণে এবারের আন্তর্জাতিক আরকাইভস সপ্তাহের অনুষ্ঠান অনলাইনে উদযাপন করা হয়। আন্তর্জাতিক আরকাইভস সপ্তাহ ২০২১ উপলক্ষে আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর ০৯ জুন, ২০২১ তারিখ এক ভার্চুয়াল আলোচনা সভার আয়োজন করে। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে আলোচনা করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ বদরুল আরেফীন। সভায় সভাপতিত্ব করেন আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব ফরিদ আহমদ ভূঁইয়া। সভায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, পেশাজীবী, সাংবাদিকগণ ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- অনলাইন তথ্যসেবা প্রদান করা;
- অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটটিকে তথ্যসমৃদ্ধ সেবাবন্ধব ওয়েবসাইটে রূপান্তর করা;
- ব্যাকলগের উত্তরণ ঘটিয়ে জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি নিয়মিত প্রকাশ করা;
- জাতীয় গ্রন্থাগারের জন্য আইন প্রণয়ন;
- অধিদপ্তরের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক পদ সৃজন;
- অনুমোদিত ১৪৪টি পদ এবং যন্ত্রপাতি ও গাড়ির সমন্বয়ে সাংগঠনিক কাঠমো (টিওএন্ডই) অনুমোদন;
- নতুন নিয়োগবিধি প্রণয়নপূর্বক সকল শূন্য পদ পূরণ;
- আরকাইভস ও লাইব্রেরি সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ, মতবিনিময়, সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব বাড়ানো;
- **প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনকে সামনে রেখে** অধিদপ্তরের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডকে একটি সমন্বিত পদ্ধতির মাধ্যমে অটোমেশন করা;
- আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরটিকে KPI জোনের অন্তর্ভুক্তকরণ;
- অধিদপ্তরে জন্য প্রস্তাবিত **'জাতীয় আরকাইভস ও জাতীয় গ্রন্থাগার ডিজিটাইজেশন, অনলাইন সেবা সম্প্রসারণ এবং আধুনিকায়ন' শীর্ষক প্রকল্পটি** বাস্তবায়ন করা।

অধিদপ্তরের সেবা

এক নজরে জাতীয় আরকাইভসের সেবাসমূহ

- জাতীয় আরকাইভসে সংরক্ষিত ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ব্যবহারের সুবিধা;
- জাতীয় আরকাইভস পরিদর্শন ও নলেজ শেয়ারিং এর সুযোগ;
- জাতীয় সংগ্রহ নিয়ে গবেষণা করার সুযোগ;
- জাতীয় আরকাইভস কর্তৃক বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় দিবসে আয়োজন করা প্রদর্শনী গ্যালারি পরিদর্শন করার সুযোগ;
- জাতীয় আরকাইভসের বিশেষায়িত গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুবিধা;
- নথি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কোন বিষয়ে জাতীয় আরকাইভসের পরামর্শ গ্রহণের সুযোগ;
- গবেষণা বা অন্য কোন প্রয়োজনে সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত ফি-এর বিনিময়ে জাতীয় আরকাইভসে সংরক্ষিত নথিপত্রের অনুলিপি প্রাপ্তির সুবিধা;
- বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে জাতীয় আরকাইভসের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অডিটোরিয়াম নীতিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে ব্যবহারের সুবিধা এবং
- জাতীয় আরকাইভসে সংরক্ষিত সংবাদপত্রসমূহ ব্যবহারের সুবিধা।

এক নজরে জাতীয় গ্রন্থাগারের সেবাসমূহ

- বাংলাদেশে প্রকাশিত মৌলিক ও সৃজনশীল তথ্যসামগ্রী জাতীয় গ্রন্থাগারে স্থায়ী সংরক্ষণের সুবিধা গ্রহণ;
- বাংলাদেশে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত সৃজনশীল নতুন বই, পত্রপত্রিকা বিনামূল্যে জাতীয় গ্রন্থপঞ্জির (National Bibliography) মাধ্যমে দেশ-বিদেশে পরিচিত করে তোলার সুযোগ;
- জাতীয় গ্রন্থাগারে কপিরাইট আইনে সংগৃহীত ও স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত বই, ম্যাপ, পত্রপত্রিকা ও তথ্যসামগ্রী গবেষণা ও রেফারেন্স কাজে ব্যবহারের সুবিধা;
- দেশে প্রকাশিতব্য সৃজনশীল প্রকাশনার জন্য ISBN প্রাপ্তির সুযোগ;
- বরেণ্য ব্যক্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত পাণ্ডুলিপিসহ দুর্লভ ও বিশেষ সংগ্রহ (Rare & Special Collection) উত্তম অবস্থায় ব্যবহারের সুবিধা;
- বাংলাদেশের সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, সভ্যতা এবং জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠন ও তথ্যসেবা, পেশা সম্পর্কিত বিষয়ে কোন প্রদর্শনী, কর্মশালা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ কোর্স, আলোচনা সভা, সম্মেলন ইত্যাদির জন্য জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রদর্শনী গ্যালারি, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অডিটোরিয়াম ও ভবনাঙ্গন নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে ব্যবহার সুযোগ এবং
- অনলাইন পাবলিক অ্যাকসেস ক্যাটালগ সেবা।

জাতীয় আরকাইভসের বিশেষ সংগ্রহসমূহ

বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস রেকর্ড সংগ্রহ পদ্ধতি

আইন অনুযায়ী স্থায়ী মূল্যসম্পন্ন নথিপত্র জাতীয় আরকাইভস সংগ্রহ করে থাকে। জাতীয় আরকাইভসের সংরক্ষিত বিশেষ সংগ্রহসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

- **জেলা রেকর্ডস** : জাতীয় আরকাইভসে পুরাতন ১৪টি জেলার ১৭৬০-১৯০০ সালের জেলা রেকর্ডস সংরক্ষিত রয়েছে।
  প্রিন্টেড প্রসিডিংস/'এ' প্রসিডিংস: সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ১৮৫৯-১৯৩২ সালের ৫৭টি বিভাগের প্রিন্টেড প্রসিডিংস/'এ' প্রসিডিংস জাতীয় আরকাইভসে সংরক্ষিত রয়েছে।
- **উডেন বান্ডেল**: সরকার কর্তৃক প্রকাশিত সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ১৮৯৯-১৯৬০ সালের 'এ', 'বি' এবং 'সি' ক্যাটাগরির নথি।
- **ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার রেকর্ডস** : ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার অফিসে বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক সম্পাদিত ১৮৯৯-১৯৬০ সালের বিভিন্ন কর্মকান্ডের নথিপত্র।
- **চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার রেকর্ডস** : চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার অফিসে বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক সম্পাদিত ১৮৯৯-১৯৬০ সালের বিভিন্ন কর্মকান্ডের নথিপত্র।
- **কালেক্টরেট রেকর্ডস** : জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক সম্পাদিত ১৮৯৯-১৯৬০ সালের বিভিন্ন কর্মকান্ডের নথিপত্র।
- **জাতীয় সংসদের বিতর্ক প্রসিডিংস** : বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভসে জাতীয় সংসদের বিভিন্ন অধিবেশনের বিতর্ক প্রসিডিংস সংরক্ষিত রয়েছে । এ প্রকাশনাগুলো জাতীয় সংসদ সচিবালয় থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।
- **গেজেট** : সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ১৮৩২ সাল থেকে বর্তমান সময়ের বিভিন্ন ক্যাটাগরির (কলকাতা, পাকিস্তান, ঢাকা, বাংলাদেশ, ক্রিমিনাল, এডুকেশন, এক্সট্রা অর্ডিনারি ইত্যাদি) গেজেট সংরক্ষিত রয়েছে । গেজেটগুলো বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।
- **মানচিত্র** : জাতীয় আরকাইভসে ১৭৭৮-১৯৬৭ সালের বিভিন্ন বিভাগ/ জেলা/ পরগণা ইত্যাদির ম্যাপ সংরক্ষিত রয়েছে।
- **মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নথিপত্র** : মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মন্ত্রিপরিষদ সভার কার্যপত্র নিয়মিত বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভসে প্রেরণ করে থাকে । ১৯৭১-১৯৯৩ সালের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নথিপত্র সংরক্ষিত রয়েছে।
- **প্রেস ক্লিপিংস** : প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রেস ক্লিপিংস সংগ্রহ করেছে । বিষয়ভিত্তিক প্রেস ক্লিপিংসগুলো বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভসে সংরক্ষিত রয়েছে।
- **পোর্ট রেকর্ড** : চট্টগ্রাম পোর্ট অথরিটি থেকে বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস পোর্ট সংশ্লিষ্ট নথিপত্র সংগ্রহ করেছে।
- **নদী কমিশন** : বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভসে নদী কমিশন থেকে সংগৃহীত কিছু নথিপত্র সংরক্ষিত রয়েছে।
- **ঢাকা কালেক্টরেট নথিপত্র** : ঢাকা কালেক্টরেট হতে সংগৃহীত নথি (১৭৮১-১৯৩৮সালের) (মৌজানোট, ঢাকা সেটেলমেন্টে স্ট্যাটিস্টিক, গভটসার্কুলার, মহলওয়ারী ও মৌজাওয়ারী রেজিস্টার, ইংলিশ

করসপন্ডেন্ট, ঢাকা সেটেলমেন্ট ভিলেজ স্ট্যাটিস্টিক্স, রেজিস্টার অব পাওয়ার এটর্নি, করসপন্ডেট অব সার্ভে ডিপার্টমেন্ট ইত্যাদি)

- **সিলেট প্রসিডিংস** : ১৮৭৪-১৯৪৮ সালের সিলেট প্রসিডিংস।
- **ময়মনসিংহ জেলা কালেক্টরেট** রেকর্ডরুম থেকে সংগৃহীত ১৮৮৪-১৯৬৯ সালের নথিপত্র।
- **রংপুর কালেক্টরেট** থেকে সংগৃহীত ১৭৭৯-১৯৪০ সালের সরকারি প্রকাশনা-গেজেট।
- **রাজশাহী জেলা কালেক্টরেট** থেকে সংগৃহীত ম্যাপ, নথি এবং গেজেট।
- **নোয়াখালী জেলা** থেকে সংগৃহীত নথিপত্র ।
- **বরিশাল জেলা কালেক্টরেট রেকর্ডরুম** থেকে সংগৃহীত ১৮৯৯-১৯৭২ সালের নথি এবং গেজেট।
- **যশোর জেলা কালেক্টরেট রেকর্ডরুম** থেকে সংগৃহীত ১৮৭২-১৯৮৬ সালের নথিপত্র।
- **ফরিদপুর জেলা কালেক্টরেট** রেকর্ডরুম থেকে সংগৃহীত নথিপত্র ।
- **রাজবাড়ী জেলা কালেক্টরেট** থেকে সংগৃহীত ১৮৭২-১৯৯০ সালের নথিপত্র।
- **সুনামগঞ্জ জেলা** থেকে সংগৃহীত ১৮৬৭-১৯৯৩ সালের নথিপত্র।
- **পাবনা জেলা কালেক্টরেট** থেকে সংগৃহীত ১৮৪৫-১৯৭৬ সালের নথিপত্র।
- **ঢাকা জেলা পরিষদ** থেকে সংগৃহীত ১৮৭২-২০০০ সালের নথিপত্র।
- **ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের** ১৮৭৪-১৯৯০ সালের নথিপত্র।
- **নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার** ১৯৪২-১৯৮৫ সালের নথিপত্র।
- **জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের** ১৯৭৩-১৯৯০ সালের নথিপত্র।
- **সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের** ১৯৭৫-২০০৫ সালের নথিপত্র।
- **শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে সংগৃহীত রানা প্লাজা ও তাজরিন ফ্যাশন গার্মেন্টস** সংশ্লিষ্ট নথিপত্র।
- **কুড়িগ্রাম জেলা** থেকে সংগ্রহ অধুনালুপ্ত ১২টি ছিটমহল হস্তান্তর সংক্রান্ত নথি।
- **বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার রায়ের** সার্টিফাইড কপি।
- **মাস্টার দা সূর্যসেন হত্যা মামলার** রায়ের কপি।
- **আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার** নথিপত্র (৭ ভলিউম)।
- **পত্রিকা** : বাংলা ও ইংরেজি বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা জাতীয় আরকাইভসে সংরক্ষিত রয়েছে।
- **আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-এর তদন্ত সংস্থা** থেকে মানবতা বিরোধী অপরাধ বিয়ষক কয়েকটি মামলার ৭৮ ভলিউম রায়ের কপি।
- **স্থপতি লুই আই কান** প্রণীত জাতীয় সংসদ ভবন ও শেরে বাংলা নগর এলাকার নকশা।
- **পিলখানা হত্যা** মামলার রায়ের কপি।

বৈচিত্র্যময় সংগ্রহে জাতীয় গ্রন্থাগার

সংগ্রহ প্রকৃতি

জাতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির কেন্দ্রীয় তথ্যভান্ডার হিসেবে জাতীয় গ্রন্থাগারে মূলত কপিরাইট আইনের ৬২(১) ধারা অনুযায়ী প্রতিটি পুস্তকের এক কপি প্রকাশিত হওয়ার ষাট দিনের মধ্যে জাতীয় গ্রন্থাগারে বাধ্যতামূলক জমা দিতে হয়। একই আইনের ৬৩ ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রকাশিত প্রত্যেক সাময়িকী ও সংবাদপত্রের প্রতি সংখ্যার এক কপি প্রকাশ হওয়া মাত্র জাতীয় গ্রন্থাগারে জমা দিতে হয়। জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক ও সৃজনশীল মুদ্রিত উপাদান, বিশ্বমানের বৈদেশিক নতুন প্রকাশনা, দেশের সকল পত্র-পত্রিকা, ট্রাস্টেড সংগ্রহ ইত্যাদির সমন্বয়ে বৈচিত্রময় সংগ্রহশালার অনন্য তথ্য ভান্ডার হলো জাতীয় গ্রন্থাগার। সংক্ষেপে জাতীয় গ্রন্থাগার সংগ্রহের তথ্যাবলি নিম্নে প্রদত্ত হলো :

- কপিরাইট আইনে দেশের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সৃজনশীল মুদ্রিত উপাদান;
- ক্রয়কৃত দেশীয় বই, পত্র-পত্রিকা;
- ক্রয়কৃত বিদেশী বিশ্বমানের বই;
- জাতীয়, আঞ্চলিক পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী;
- জাতীয় গ্রন্থাগারে ট্রাস্টেড দানকৃত সংগ্রহ;
- সরকারি প্রকাশনা- ১৯০০ সাল থেকে;
- কলকাতা গেজেট- ১৮০০ সাল থেকে;
- পাকিস্তান ও বাংলাদেশ গেজেট;
- পুরাতন ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার;
- দুর্লভ বই-পুস্তকের সংগ্রহ;
- বিভিন্ন ধরনের পাণ্ডুলিপি;
- বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সংগ্রহ;
- উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উর্দু, ফার্সি ও আরবি পুস্তকের সংগ্রহ।

সংগ্রহের নীতিমালা

সৌজন্য: গ্রন্থস্বত্ব আইনে বাধ্যতামূলক জমাদান।

বাংলাদেশের যে কোনো ভাষায় যে কোনো লেখক/প্রকাশক কর্তৃক মৌলিক ও সৃজনশীল প্রকাশিত (অনুবাদ/সংকলনসহ) বইয়ের এক কপি।

বাংলাদেশে প্রকাশিত প্রত্যেকটি সাময়িকী/সংবাদপত্রের প্রথম সংখ্যার এক কপি।

সরকারি সংস্থার মৌলিক ও প্রথম প্রকাশনার এক কপি।

উল্লিখিত প্রকাশনা ছাড়াও দেশের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য আলোকপাতকারী প্রকাশনা ও তথ্যসামগ্রী

(নোট, গাইড, বিজ্ঞাপণ সর্বস্ব বই ইত্যাদি ব্যতীত) জাতীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংগ্রহের জন্য বিবেচ্য।

দান: জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কারের মাধ্যমে স্বীকৃত কোনো পন্ডিত, বুদ্ধিজীবী, লেখক, সাহিত্যিক, সংস্কৃতিকর্মী, পেশাজীবী বা বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের জীবনী ও সাহিত্যকর্ম সম্পর্কিত এবং বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগারে গবেষকদের প্রয়োজনে দীর্ঘস্থায়ী সংরক্ষণের উপযোগিতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের সংগ্রহ অথবা কোনো প্রতিষ্ঠানের বিশেষ সংগ্রহ।

বিনিময়: বিনিময় হিসেবে প্রাপ্ত প্রকাশনাসমূহের প্রকৃতি ও জাতীয় গ্রন্থাগারে ব্যবহারের প্রয়োজনে স্থায়ী সংগ্রহের উপযোগিতা বিবেচনাপূর্বক সংগ্রহের অন্তর্ভুক্তকরণ।

ক্রয়:

- জাতীয় গ্রন্থাগারে গবেষক ও পাঠকদের সামগ্রিক প্রয়োজনে ও জাতীয়ভিত্তিক সংগ্রহের বৈচিত্র্য বৃদ্ধির জন্য দেশি-বিদেশি বই, পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী ও জার্নাল সংগ্রহ করে।
- বিশ্বে বিশেষ করে এশিয়া মহাদেশভুক্ত দেশসমূহে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উপর সর্বশেষ তথ্য সংবলিত/প্রতিনিধিত্বমূলক প্রকাশিত মানসম্পন্ন বই।
- বিদেশে প্রকাশিত যে কোনো লেখক কর্তৃক বাংলাদেশ সম্পর্কিত অথবা বাংলাদেশের লেখক কর্তৃক বিদেশে প্রকাশিত বিশেষ করে ইংরেজি ভাষার বই।
- বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা/গবেষণা কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভিন্ন ভিন্ন দেশে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত চলমান টেকনিক্যাল/পেশাগত সাময়িকী।
- নোবেল বিজয়ী লেখকদের এবং বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিত্বের জীবনীমূলক বই এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নির্বাচিত জাতীয় শ্রেষ্ঠ পুরস্কারপ্রাপ্ত বই।
- বিভিন্ন রকম দুষ্প্রাপ্য, মুদ্রণ বহির্ভূত, আরকাইভাল গুণসম্পন্ন বই, জার্নাল ইত্যাদি।

সংগ্রহের পরিসংখ্যান

গুণগত বৈশিষ্ট্যকে চলমান রেখেই সংগ্রহ গড়ে তোলা হয়। নিম্নে জাতীয় সংগ্রহের একটি পরিসংখ্যান দেয়া হলো:

মোট সংগ্রহ সংখ্যা

জাতীয় গ্রন্থাগারে সকল প্রকার সংগ্রহ মিলিয়ে প্রায় ৫,৫০,০০০ (পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার)। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াকরণকৃত ও নিত্য ব্যবহারযোগ্য বই, পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ০২ (দুই) লক্ষ এর বেশি । বই ছাড়া বর্তমানে দীর্ঘস্থায়ীভাবে সংরক্ষিত তথ্যসামগ্রীর একটি চিত্ররূপ ।

দৈনিক সংবাদপত্র (বাংলা)	১০৩টি শিরোনামের (১৯৬১-)
দৈনিক সংবাদপত্র (ইংরেজি)	৩১টি শিরোনামের (১৯৫৭-)
সাময়িকী (বাংলা)	১৫০টি শিরোনামের (১৯৭২-)
সাময়িকী (ইংরেজি)	০৮টি শিরোনামের (১৯৯১-)
ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার (পুরাতন)	৩০৯টি শিরোনামের (১৮৭৮-)
ম্যাপ (বিভিন্ন শিরোনামের)	১,৬৮০টি (১৮৯২)
মাইক্রোফিল্ম রোল/মাইক্রোফিস	১,৫৫৯টি (১৮৭৫-)
নিউজ ক্লিপিংস (৩০০০ শিরোনামের)	৩১বান্ডিল (১৯৭১)

সংবাদপত্র/সাময়িকী

জাতীয় গ্রন্থাগারের সংগ্রহে রয়েছে বিভিন্ন শিরোনামের বাংলা/ইংরেজি সংবাদপত্র ও সাময়িকী । উল্লেখযোগ্য পুরনো পত্রিকাসমূহের মধ্যে দৈনিক আজাদ, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক পাকিস্তান, দৈনিক বাংলা, বাংলার বাণী, সংবাদ, পূর্বদেশ, The Statesman, Dawn, Observer, Morning News, Bangladesh Times, Pakistan Times ইত্যাদি।

সরকারি প্রকাশনা

জাতীয় গ্রন্থাগারে উত্তরাধিকার সূত্রে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি থেকে প্রাপ্ত সরকারি প্রকাশনাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত/প্রদত্ত প্রকাশনাসমূহ ব্যবহারোপযোগীভাবে সংরক্ষণ করা হয়। বাংলাদেশের প্রথম বাজেট বিবরণী, পাকিস্তানের প্রথম আদম শুমারি ১৯৫১, ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, পাকিস্তানের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ইত্যাদি ।

জার্নাল

দেশ বিদেশ থেকে প্রাপ্ত/সংগৃহীত বিভিন্ন পেশা/বিষয়ভিত্তিক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নির্বাচিত জার্নাল জাতীয় গ্রন্থাগারে বাঁধাইপূর্বক সংরক্ষণ করা হয়েছে।

ভাষা ও দেশভিত্তিক সংগ্রহ

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় দেশভিত্তিক প্রকাশিত গ্রন্থ, সাময়িকী, বিভিন্ন জার্নাল ইত্যাদি জাতীয় গ্রন্থাগারে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় সংরক্ষণ করা হয়। এজন্য জাতীয় গ্রন্থাগারে একটি বিদেশি কর্নার নির্দিষ্ট করা আছে। ইংরেজি ছাড়া বিদেশি ভাষায় প্রকাশিত সংগ্রহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- গ্রিক, ব্রাজিল, হিন্দি, উর্দু, আরবি, ফ্রেঞ্চ, ফার্সি, জাপানিজ, চাইনিজ এবং কোরিয়ান ভাষায় প্রকাশিত বই ও জার্নাল।

ম্যাপ

জাতীয় গ্রন্থাগারে ১৮৯২-২০১৩ সাল পর্যাপ্ত দেশ, জেলা, থানা, নদ-নদী, পৌরসভা, যোগাযোগ ও গাইড ম্যাপ ইত্যাদির মত বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রায় ১৭০০ ম্যাপ সংরক্ষিত আছে।

মাইক্রোফিল্ম

Bengali Native Newspaper Reports এর ১৮৭৫-১৯২৬ খ্রি. পর্যন্ত প্রায় ৫৯টি মাইক্রোফিল্ম রোল জাতীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।

মাইক্রোফিস

জাতীয় গ্রন্থাগারে ১৯৮৫-১৯৯৩ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের প্রায় ২০টি মাইক্রোফিস রোল সংরক্ষিত আছে।

দুষ্প্রাপ্য ও উল্লেখযোগ্য বই

আলালের ঘরের দুলাল - শ্রী টেকচাঁদ ঠাকুর, ১২৬৫ বঙ্গাব্দ
ময়মনসিংহের বিবরণ - কেদারনাথ মজুমদার, ১৯০৭ খ্রি.
রাজবালা - রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ১২৭৭ বঙ্গাব্দ
বঙ্গদেশের বিশেষ বিবরণ - শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায়, ১৯০২ খ্রি.
নব চরিত - রজনীকান্ত গুপ্ত, ১২৯৩ বঙ্গাব্দ
ইউছুফ জুলেখা
হাতে লেখা পবিত্র কোরআন শরিফ, ১৭৫২ খ্রি.
Glimpses of Bengal - A Claude Campbell
Nakshi Kantha of Bengal - Sila Basak

অধিদপ্তরের সাধারণ তথ্যাবলি

জাতীয় আরকাইভস

সময়সূচি: সরকারি কর্মদিবসে সকাল ৯.০০ টা থেকে বিকেল ৫.০০ টা পর্যাপ্ত বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস খোলা থাকে । সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটির দিন বন্ধ থাকে।

সদস্যপদ: জাতীয় আরকাইভসের নির্ধারিত সদস্য ফরম সংগ্রহ করে পূরণপূর্বক আবেদন করতে হবে। সদস্য ফরম অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে দেয়া আছে। যে কেউ অনলাইন ফরম ডাউনলোড করে পূরণপূর্বক সরাসরি জমা দিতে পারবেন।

আবেদনপত্রের সাথে যা প্রয়োজন :

১.সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি ০১ (এক) কপি।

২.জাতীয় পরিচয়পত্র অথবা অফিসিয়াল আইডির ফটোকপি ০১ (এক) কপি।

৩.পাসপোর্টের ফটোকপি (বিদেশিদের ক্ষেত্রে) ০১ (এক) কপি।

৪.সদস্য ফি বাবদ: ক) দেশি গবেষক-০১ (এক) দিনের জন্য ৫০/-(পঞ্চাশ) টাকা । খ) দেশি গবেষক-০১ বছরের জন্য ১০০/- (একশত) টাকা । গ) বিদেশি গবেষক-২০০/-(দুইশত) টাকা । প্রতিটি সদস্য কার্ডের মেয়াদ ০১ (এক) বছর । নবায়ন ফি প্রতি বছর ৫০/-(পঞ্চাশ) টাকা।

ফটোকপি সেবা: গবেষকদের সুবিধার্থে বই প্রতি পৃষ্ঠা ২/-, গেজেট প্রতি পৃষ্ঠা ৫/- ও পত্রিকা প্রতি পৃষ্ঠা ৫/- টাকা হারে ফি প্রদান সাপেক্ষে ফটোকপি সেবা গ্রহণ করা যায়।

স্ক্যানিং ও প্রিন্টিং সেবা: অতি পুরাতন ও দুষ্প্রাপ্য/দুর্লভ শ্রেণির তথ্যসামগ্রীর মধ্যে বইয়ের স্ক্যানিং ও প্রিন্টিং ফি প্রতি পৃষ্ঠা ৫/-টাকা, গেজেট প্রতি পৃষ্ঠা ১০/-টাকা, পত্রিকা প্রতি পৃষ্ঠা ১০/- টাকা এবং ক্যামেরা স্ন্যাপ প্রতি ইমেজ ২/- টাকা হারে ফি প্রদান করে সেবা গ্রহণ করা যায়।

অডিটোরিয়াম ভাড়া : জাতীয় আরকাইভস ভবনের আধুনিক মানের সুসজ্জিত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ৩০০ আসন বিশিষ্ট অডিটোরিয়ামটি পূর্ণ দিবস ১১,৫০০/-(ভ্যাটসহ) এবং অর্ধ দিবস ৭৫৫০/-(ভ্যাটসহ) টাকা হারে ভাড়া দেয়া হয়।

যোগাযোগের ঠিকানা

পরিচালক আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৩২, বিচারপতি সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণি আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭ টেলিফোন : +৮৮-০২-৪৮১১৭৬৯০ ফ্যাক্স : +৮৮০-২-৫৮১৫৩৬৭১ ওয়েবসাইট : www.nanl.gov.bd	**উপপরিচালক** (আরকাইভস) জাতীয় আরকাইভস ভবন আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৩২, বিচারপতি সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণি আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭ টেলিফোন : +৮৮০-২- ৮১৮১২২৭ ফ্যাক্স : +৮৮০-২-৯১১৮৭০৪ ওয়েবসাইট: www.nanl.gov.bd

জাতীয় গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগার সময়: রবিবার হতে বৃহস্পতিবার সকাল ৯.০০টা থেকে বিকেল ৫.০০ টা। তবে বাংলা পাঠকক্ষ রাত ৮:০০ টা পর্যন্ত খোলা থাকে। সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটির দিন জাতীয় গ্রন্থাগার বন্ধ থাকে।

সদস্যপদ: জাতীয় গ্রন্থাগারের নির্ধারিত সদস্য ফরম সংগ্রহ করে পূরণপূর্বক ৫০/-(পঞ্চাশ) টাকা সাধারণ পাঠক, ১০০/- (একশত) টাকা গবেষক ও ২০০/-(দুইশত) টাকা বিদেশি গবেষক সদস্যতা ফি জমা দিয়ে যে কেউ বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগারের সদস্য হতে পারেন । প্রতিটি সদস্য কার্ডের মেয়াদ ০১(এক) বছর । সাধারণ পাঠক ২৫/- টাকা এবং গবেষক ৫০/- টাকা জমা দিয়ে সদস্যপদ নবায়ন করতে পারেন।

ফটোকপি সেবা: পাঠক ও গবেষকদের জন্য বই প্রতি পৃষ্ঠা ২/-, গেজেট প্রতি পৃষ্ঠা ৫/- ও পত্রিকা প্রতি পৃষ্ঠা ৫/-টাকা হারে ফি প্রদান সাপেক্ষে ফটোকপি সেবা গ্রহণ করা যায়।

স্ক্যানিং ও প্রিন্টিং সেবা: অতি পুরাতন ও দুষ্প্রাপ্য/দুর্লভ শ্রেণির তথ্যসামগ্রীর মধ্যে বইয়ের স্ক্যানিং ও প্রিন্টিং ফি প্রতি পৃষ্ঠা ৫/-টাকা, গেজেট প্রতি পৃষ্ঠা ১০/-টাকা, পত্রিকা প্রতি পৃষ্ঠা ১০/- টাকা এবং ক্যামেরা স্ন্যাপ প্রতি ইমেজ ২/- টাকা হারে ফি প্রদান করে সেবা গ্রহণ করা যায়।

ISBN **বরাদ্দ সেবা**: প্রতি ISBN ৫০/-টাকা প্রদান সাপেক্ষে অনলাইনে ISBN বরাদ্দ নেয়া যায় । isbn.teletalk.com.bd এই লিংকে ক্লিক করে ISBN এর জন্য প্রথমত রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। আপনার নিজস্ব প্রকাশনা সংস্থা থাকলে প্রকাশনা সংস্থার নামে রেজিস্ট্রেশন (Publisher Registration) করবেন। অন্যথায় লেখক রেজিস্ট্রেশন (Author Registration) করবেন। এরপর Application for ISBN এ গিয়ে আবেদন করা যাবে।

অডিটোরিয়াম ভাড়া: জাতীয় গ্রন্থাগার ভবনের সুসজ্জিত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অডিটোরিয়ামটি পূর্ণ দিবস ১১৫০০/-(ভ্যাটসহ) এবং অর্ধ দিবস ৫,৭৫০/-(ভ্যাটসহ) টাকায় ভাড়া দেয়া হয়।

অবস্থান ও যোগাযোগ:

পরিচালক আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৩২, বিচারপতি সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণি আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭ টেলিফোন : +৮৮-০২-৪৮১১৭৬৯০ ফ্যাক্স : +৮৮০-২-৯১১৮৭০৪ ওয়েবসাইট : www.nanl.gov.bd	চীফ বিবলিওগ্রাফার/উপপরিচালক জাতীয় গ্রন্থাগার ভবন আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৩২, বিচারপতি সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণি আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭ টেলিফোন : +৮৮০-২-৪৮১১৪৩৩১ ফ্যাক্স : +৮৮০-২-৯১১৮৭০৪ ওয়েবসাইট : www.nanl.gov.bd

বঙ্গবন্ধু ও অসহযোগ আন্দোলন

- ড.আতিউর রহমান*

ইতিহাসের বিশেষ কোনো পর্বে এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে, যাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে সারা সমাজের সঙ্গেই যোগ রাখা হয় । তাকে অবলম্বন করে 'বৃহৎ স্বদেশী' সমাজের রূপান্তর ঘটানো যায় । তাঁর চোখ দিয়েই পুরো সমাজ দেখতে পায় । তাঁর মুখ দিয়েই সমাজের সকলের চাওয়া-পাওয়ার কথা বলা হয়ে যায় । তাঁর সাহসের সংস্পর্শে সকলেই সাহসী হয়ে ওঠেন । তাঁর উপস্থিতিতে সকলের প্রাণে সাড়া জাগে । দেশের বুক জুড়ে বসে থাকা জড়তার জগদ্দল পাথর তাঁর গতিময় প্রাণস্পন্দনে টলে ওঠে । তার আবির্ভাবের আগে যারা ছিলেন ভয়ে আচ্ছন্ন, সঙ্কোচে ম্রিয়মান, সর্বক্ষণ অনুগ্রহপ্রার্থী, আবেদন-অনুনয়ে অভ্যস্ত, আপাদমস্ত আস্থাহীন, দীনেদৈন্যে কাতর, সেই তারাই তাঁর অবিচল নিষ্ঠা, সঙ্কল্প ও সাহসের স্পর্শে হয়ে ওঠেন আস্থাবান, মেরুদ-খাড়া করা মাতৃভূমির মর্যাদারক্ষাকারী সাহসী একদল সংগঠিত মানুষ । সকল ম্লানতা কাটিয়ে সমগ্র দেশের মানুষ তাঁর তেজ অনুভব করেন । সেই তেজ আত্মস্থ করেন । নতুন তেজ তৈরি করেন । সেই তেজ বিলিয়ে দেন অন্যদের মাঝে ।

সেই তেজি মানুষটিই ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান । তরুণ বয়স থেকেই তিনি নিজেকে মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির সম্মান ফিরিয়ে আনার সংগ্রামে সঁপে দিয়েছিলেন । নিজে বেড়ে উঠেছেন আর একটি জাতিকেও বেড়ে উঠতে সাহায্য করেছেন । রূপান্তরের সেই অগ্রযাত্রার কথা আমরা অন্যত্র লিপিবদ্ধ করেছি[১](রহমান, ১৯৯৭) । বাঙালি জাতির বেড়ে ওঠার সেই পথরেখায় আমরা লক্ষ্য করেছি, কী নিবিষ্টভাবে এককালের শেখ মুজিব এদেশের কৃষক,শ্রমিক, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত তথা সাধারণ মানুষের স্বার্থ-চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন । তাদের পক্ষে সোচ্চার ছিলেন । পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি পাকিস্তান গণপরিষদে কৃষকদের পক্ষ নিয়ে বহুবার জোরালো ভূমিকা গ্রহণ করেছেন । ষাটের দশকে বাঙালির মুক্তিসনদ ৬-দফা ঘোষণা করেছেন, সত্তরের ঘূর্ণিঝড় কবলিত মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন । যখনই সুযোগ পেয়েছেন তখনই বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তির দাবি তুলে ধরেছেন । সত্তরের নির্বাচনী কর্মসূচিতে কৃষকসহ সাধারণ মানুষের কল্যাণার্থে অবকাঠামো উন্নয়ন, কৃষি সংস্কার ও সামাজিক ন্যায়বিচারের আশ্বাস দিয়েছেন । নির্বাচনে বিজয়ের পর বাংলাদেশের সকল মানুষের জন্যে গণতান্ত্রিকভাবে রাষ্ট্রপরিচালনার নীতি পরিকল্পনার কথা বলেছেন । বাঙালির স্বার্থরক্ষার শপথ নিয়েছেন । এ সবের মধ্য দিয়েই তিনি বাঙালির জাতীয় ইতহাসে তাঁর অবিসম্বাদিত নেতৃত্বের অবস্থান চিহ্নিত করতে সক্ষম হন[২] । (আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, রহমান ১৯৯৭ প্রাগুক্ত) । বিকাশমান বাঙালি জাতির অভিপ্রায় ও অহঙ্কারের কথা মনে রেখে সবদিক ভেবেচিন্তে এমন করে তিনি জাতির মানস গঠন করতে থাকেন, যখন ঐতিহাসিক প্রয়োজনে তিনি অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন, তখন পুরো জাতি তাঁর সেই ডাকের জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল বলে প্রতীয়মান হয় । এই অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনায় তাঁর অসামান্য দক্ষতা ও দূরদর্শিতার কারণেই মূলত তিনি জাতির জনক হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন । এই আন্দোলন শেষে যখন দখলদার পাকবাহিনীর হাতে বন্দি হন তখন তিনি এক তৃপ্ত মানুষ । কেননা, ততক্ষণে বাংলাদেশ নামের একটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়ে গেছে । নতুন এই রাষ্ট্রের মুক্তির জন্য বিদেশী আক্রমণে আক্রান্ত মানুষেরা তাঁরই নির্দেশমতো তাদের যা আছে তাই নিয়ে প্রতিরোধের লড়াই শুরু করে দিয়েছেন ।

আমরা জানি, একাত্তরের পয়লা মার্চ পাকিস্তানের সেনাশাসক ইয়াহিয়া খান ঢাকায় অনুষ্ঠিত সাংবিধানিক পরিষদের সভা অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি ঘোষণা করেন । সেই ঘোষণার প্রতিবাদে পুরো বাঙালি জাতি ক্ষোভে ফেটে পড়েছিল । সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা বুঝিয়ে না দিয়ে এমন করে অধিবেশন স্থগিত

[১]আতিউর রহমান রচিত 'মুক্তিযুদ্ধের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন' । পৃষ্ঠা ৮১ থেকে ১০৮ । প্রকাশক: সাহিত্য প্রকাশ । প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭ ।
[২]আগের তথ্যসূত্রের অনুরূপ

করায় পুরো বাঙালি জাতি অপমানিত বোধ করেছিল বলেই এমনভাবে বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। সেই ক্ষোভকে খুবই সৃজনশীলভাবে একটি স্বাধীন জাতির অভ্যুদয়ের দিকে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন বঙ্গবন্ধু। কিন্তু সেই ঘোষণাটি যেদিন এসেছিল তার ঠিক একদিন আগে বঙ্গবন্ধু কি ভাবছিলেন? ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রাদেশিক পরিষদ ভবন প্রাঙ্গণে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দেয়া এক সংর্বধনা সভায় রাষ্ট্রপরিচালনা, শাসনতন্ত্র প্রণয়ন এবং বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তি প্রসঙ্গে তিনি বেশকিছু নীতিধর্মী বক্তব্য উপস্থাপন করেন। শাসনতন্ত্র প্রণয়নে সকল নির্বাচিত সদস্যের অংশগ্রহণের ওপর জোর দিয়ে সেদিন তিনি বলেছিলেন যে, তাঁর দল সর্বক্ষণ আলাপ-আলোচনায় মাধ্যমে এতদসংক্রান্ত সকল সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা চালাবে। এমন কী একজন সদস্যও যদি সুষ্ঠ ও ন্যায্য সুপারিশ করেন তবে তা মেনে নেয়া হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, ৬-দফা জনগণের ম্যান্ডেট পেয়ে তাদের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। তাই এ নিয়ে ভুট্টোর সঙ্গে কোনো দর-কষাকষিতে যেতে তিনি ইচ্ছুক নন। তিনি আরো বলেন, ৬-দফা শুধু বাংলার মানুষের জন্য নয়, পাকিস্তানের অন্যান্য শোষিত মানুষের জন্যও মঙ্গল বয়ে আনবে। পাকিস্তানের পুঁজিবাদীদের বর্ণনা দিতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, বাংলার ক্ষুদে ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতিদের তারা গ্রাস করে ফেলেছে। তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা ব্যাংক-বীমা এই শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আর সে কারণেই তিনি সে সময় সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করার প্রস্তাব করেন। তবে তিনি সেই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ধীরে ধীরে গণতান্ত্রিক কার্যক্রমের মাধ্যমে চালু করার পক্ষে ছিলেন।

তিনি আরো বলেন, বাংলাকে ঐ সব পুঁজিপতির সংরক্ষিত বাজার হিসেবে ব্যবহার করতে দিয়ে পাকিস্তান সরকার বাঙালির পাট ও চায়ের রফতানি বাজার নষ্ট করে ফেলেছে। লবণ ও তাঁতশিল্প ধ্বংস করেছে। আর সে কারণেই তিনি বাংলার হাতে বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক মুদ্রার নিয়ন্ত্রণভার দিতে চান। বাংলা এই নিয়ন্ত্রণভার পেলে আর এখানে ২২ পরিবার সৃষ্টি হবে না। সাধারণ মানুষের দুঃখের কথা সেদিনও তিনি মনে রেখেছিলেন। তাই বেকারত্বের ভারে ন্যুজ বাংলার অর্থনৈতিক দুর্দশার চিত্র ঐ চরম রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যেও তিনি মেলে ধরতে ভুলে যাননি। জয়নুল যেমন পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের চিত্র এঁকেছিলেন তুলির আঁচড়ে-আঁচড়ে, ঠিক একইভাবে তিনি কথার আঁচড়ে-আঁচড়ে আনন্দঘন সেই সংবর্ধনা সভাতেও বাংলার অনটনের চিত্র অঙ্কন করেন। তিনি সেদিন বলেছিলেন, "ঢাকার অলিগলি বাস্তুহারা মানুষে ভরে গেছে। অবস্থা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সব জিনিসের দাম আছে, দাম নেই শুধু মানুষের। ছেঁড়া কাপড় বা রুটির টুকরা ফেলে দিলে লোকে তা কুড়িয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু নেয় না মানুষকে।"

পাকিস্তানের শাসনামলে যে বিপুল পরিমাণ বিদেশী সাহায্যে এসেছে তার শতকরা আশি ভাগই খরচ করা হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে। তাই বাংলার মানুষ তাদের অর্থনৈতিক দৈন্য কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হন নি। আর সে কারণেই সেদিনের সেই সংবর্ধনা সভায় দৃপ্তকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেন, "এই শোষণের হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করতে হলে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আদায় করতেই হবে।"

আর গণতান্ত্রিক উপায়েই তিনি তা করতে চেয়েছেন। অধীর আগ্রহে তিনি অপেক্ষা করছিলেন প্রস্তাবিত সাংবিধানিক সংসদের অধিবেশনের জন্য। কিন্তু ১ মার্চ দুপুরে সেই প্রত্যাশাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে প্রেসিডেন্টে ইয়াহিয়া খান প্রস্তাবিত অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করলেন। এর কয়েক ঘণ্টা পর বিকেল চারটের সময় তিনি পূর্বাণী হোটেলে এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে প্রেসিডেন্টের ঘোষণার তীব্র নিন্দা করলেন। একে পূর্বাপর ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতার অংশ বলেই তিনি মনে করেন বলে জানালেন। আর বললেন,প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে যে নির্বাচন হয়েছে, তারই মাধ্যমে আওয়ামী লীগ নির্বাচিত হয়েছে। তিনি জানান, "এখন আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন। কিন্তু পুরোনো ষড়যন্ত্র আবার শুরু হয়েছে। সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে শোষণের ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। বাংলাদেশকে উপনিবেশ ও বাজার হিসেবে শোষণ করার জন্য এই ষড়যন্ত্র করা হয়েছে।" একই সঙ্গে তিনি বলেন, সংখ্যালঘু দলের কথামতো

অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করে কার্যত গণতান্ত্রিক পথে এগুনোর উপায় বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পরবর্তী চ্যালেঞ্জ গ্রহণের জন্য যে-কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আওয়ামী লীগ তাঁকে দান করেছে। এর পরের দিন (২ মার্চ) বঙ্গবন্ধু জানান, "চরম অপমানের প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে অন্তত দু'জন বাঙালি নিহত ও বহু আহত হয়েছেন। সেনাবাহিনীর সঙ্গে লড়াই করে তারা আহত ও নিহত হয়েছেন।" এই ঘটনার তিনি তীব্র নিন্দা করেন। তিনি ঘোষণা করেন, "পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমি স্বার্থবাদী গ্রুপ ও সামরিক-বেসামরিক আমলাদের স্বার্থেই অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। যে সব শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন পশ্চিম পাকিস্তানি ও সংসদ সদস্য এরই মধ্যে ঢাকা পৌঁছে গেছেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার হুমকি দেয়া হচ্ছে।" তিনি জোর দিয়ে বলেন, "বাংলার মানুষ এধরনের অবাঞ্ছিত চাপকে কিছুতেই মেনে নেবে না।" তিনি দুঃখ করে বলেন, যে বিমানে করে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের ঢাকা আসার কথা সেই বিমানেই আনা হচ্ছে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র। বাঙালিকে দাবিয়ে রাখার এই ব্যবস্থার তীব্র বিরোধিতা করেন বঙ্গবন্ধু। আর বাঙালির প্রতিরোধের ক্ষমতা ও তাদের স্বাধীনতালাভের সঙ্কল্পের কথা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেন। ২ মার্চেই তিনি স্বাধীনতা শব্দটি উচ্চারণ করেন। সেদিনই তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, "বাংলার স্বতঃস্ফূর্ত গণজাগরণ সারাবিশ্বের সামনে প্রমাণ করবে যে, বাঙালিরা আর উৎপীড়িত হতে চায় না, তারা স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বাঁচতে চায়, বাংলা আর কারো উপনিবেশ বা বাজার হয়ে থাকবে না।" তিনি জানান, আইনত নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই দেশ পরিচালনার ক্ষমতাপ্রাপ্ত। সুতরাং অবিলম্বে সামরিক শাসন তুলে নেয়া উচিত। তাই সরকারি কর্মচারীদের সমাজের প্রতিটি স্তরে প্রতিটি মানুষকে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের অনুগত থাকার আহ্বান জানান বঙ্গবন্ধু। গণবিরোধী শক্তির সঙ্গে সহযোগিতা না করার আহ্বান জানান তিনি। পরের দিন (৩ মার্চ) থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত ভোর ছয়টা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত হরতাল পালনের ডাক দেন তিনি। এছাড়া ৩ মার্চ জাতীয় শোকদিবস পালনের আহ্বান জানান। তাছাড়া সংবাদপত্র, বেতার ও টিভি কর্মচারীদের বাঙালির পক্ষে খবর প্রকাশ-প্রচারে বাধা দেয়া হলে তাদের অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেয়ার আহ্বান করেন এবং ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে গণসমাবেশের ডাক দেন। কোনোভাবেই লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ বা অন্য কোনো ধ্বংসাত্মক কাজে যোগ দেয়া যাবে না বলে তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন। সকল ধরনের সংখ্যালঘুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তিনি নির্দেশ দেন।

৩ মার্চ পল্টন ময়দানে বিরাট এক জনসমাবেশে তিনি আবার লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য সর্বস্তরের জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি খুবই স্পষ্ট করে বলেন যে, এসব ধ্বংসাত্মক কাজে যারা জড়িত তারা বাংলার অধিকার আদায়ের আন্দোলন নস্যাৎ করতে চায়। তাই তিনি এদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বলেন। সামরিক শাসন প্রত্যাহার করে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, "অস্ত্র ছাড়া কিভাবে শান্তি রক্ষা করা যায় তা দেখিয়ে দেবো।" সেনাশাসন অবসান না হওয়া অবধি সরকারকে খাজনা ও ট্যাক্স না দেয়ার জন্য তিনি জনসাধারণের কাছে অনুরোধ করেন।

বাড়াবাড়ি না করার জন্য তিনি সরকারকে হুঁশিয়ার করে দেন এবং বলেন, সাড়ে সাত কোটি মানুষকে মারা সম্ভব নয়। একই সঙ্গে তিনি বলেন, "বাংলার মানুষ মরতে প্রস্তুত আছে। আমি না থাকলেও বাংলার মানুষ তাদের লক্ষপথে এগিয়ে যাবেই।" বঙ্গবন্ধু ঐ জনসভায় আরো বলেন, নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা কাপুরুষতা মাত্র। এতে কোনো বীরত্ব নেই। দেশে যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তা আওয়ামী লীগ তৈরি করেনি। ভুট্টো অধিবেশনে যোগ দেবেন না বলেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। অথচ অস্ত্রধারণ করা হয়েছে বাঙালিদের বিরুদ্ধে।

৩ মার্চেই বঙ্গবন্ধু আরেকটি বিবৃতি দেন। ১০ মার্চ রাজনীতিকদের সঙ্গে ইয়াহিয়ার প্রস্তাবিত বৈঠক প্রত্যাখ্যান করে তিনি এই বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে তিনি স্পষ্ট করে বলেন, যাদের চক্রান্ত ও দুরভিসন্ধির কারণে বাংলাদেশের নিরপরাধ ও নিরস্ত্র সাধারণ মানুষ, কৃষক, শ্রমিক ও ছাত্রের মৃতু হয়েছে, তাদের সঙ্গেই বৈঠকে

বসতে বলা হয়েছে। এটা এক নির্মম পরিহাস। উদ্যত বন্দুকও সঙ্গিনের মুখে তিনি এই বৈঠকে যেতে পারেন না।

মার্চের ৪ তারিখে এক বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন দেয়ার জন্যে দু'ঘণ্টার জন্য ব্যাংক খোলা রাখার নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে বলা হয়, দেশের বাইরে কোনোরকম টাকা পাঠানো যাবে না। তবে দেশের ভেতরে সর্বোচ্চ পনেরশ টাকা পর্যন্ত বেতনের চেক ভাঙানো যাবে। তাঁর ডাকে বাংলার মানুষ যে তেজোদীপ্তভাবে সাড়া দিয়েছেন সেজন্য তাদের অভিনন্দন জানান। যে সাহস ও প্রত্যয়ের সঙ্গে তারা প্রতিবাদ করেছেন তা বিশ্ববাসীর কাছে লক্ষণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এর পরের দুই দিন (মার্চ ৫ ও ৬) দলের পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ বিবৃতি দেন। এই সময়টায় বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চে কী বলবেন তার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। দলের ও দলের বাইরের অনেকের মতামত নিচ্ছিলেন।

এসব মতামত নেয়ার পর তিনি মনে মনে রচনা করেন ৭ মার্চের সেই অমর কবিতাখানি। সেদিনের ঐ সংক্ষিপ্ত ভাষণটি ছিল বঙ্গবন্ধুর গভীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার এক ভারসাম্যপূর্ণ আহ্বান। কার্যত ঐ আহ্বানে সাড়া দিয়েই সাড়ে সাত কোটি বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সেদিন লাখো লাখো মুক্তিপাগল মানুষকে আশ্বস্ত করে তিনি বলেছিলেন, শহীদের রক্ত মাড়িয়ে সংসদ অধিবেশনে যাবেন না। সেই জনসভায় দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেন এবং একটি সংখ্যালঘু দলের কথামতো সংখ্যাগুরু মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করার প্রচেষ্টার নিন্দা করেন। সেই ভাষণেই তিনি অবিলম্বে সামরিক বাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া, জনসাধারণের ওপর গুলি বন্ধ করা, সমরসজ্জা বন্ধ করা, সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর ইত্যাদি দাবির কথা জানান। এসব দাবি মানা হলে তবেই তিনি বিবেচনা করে দেখবেন পরিষদে যোগ দেবেন কি না।

সকল মানুষকে তিনি সম্ভাব্য আক্রমণ মোকাবেলার জন্য ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলতে বলেন। যার যা আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকতে বলেন। আসন্ন সংগ্রাম যে স্বাধীনতার সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম সে কথাগুলো বলেই তিনি ৭ মার্চের ভাষণ শেষ করেন। মুহুর্মুহু করতালি ও চিৎকারের মাধ্যমে লাঠি উঁচিয়ে লাখো জনতা সেদিন বঙ্গবন্ধুর সেই হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন। পরের দিন সকালে বেতারকর্মীদের চাপে যখন ঐ কালজয়ী ভাষণ প্রচার করা হলো তখন তাঁর আহ্বানে সারা বাংলাদেশের ঘরে ঘরে কার্যতই দুর্গ গড়ে উঠলো। তরুণরা একদিকে জনসমাবেশ করতে থাকলো, অন্যদিকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করলো। সর্বত্রই তখন সাজসাজ রব। মনে হচ্ছিল মুক্তিযুদ্ধ যেন দ্বারপ্রান্তে।

৮ মার্চ তাজউদ্দীন আহমদ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশের আরো ব্যাখ্যা দিলেন। ঐদিন এবং তার পরের দিন আরো অনেক নেতা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহ্বান জানালেন। ১০ মার্চ বঙ্গবন্ধু আরেকটি দীর্ঘ বিবৃতি দিলেন। সেই বিবৃতিতে তিনি বাঙালিদের চূড়ান্ত বিজয় সম্বন্ধে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন:

- স্বাধীন দেশের নাগরিক হওয়ার লক্ষ্যে এবং মুক্তি অর্জনের জন্য বাংলাদেশের মানুষ শেষ পর্যন্ত লড়ে যাওয়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।
- বাংলাদেশের মানুষের দৃঢ় মনোবল সারাবিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের প্রেরণার উৎস হিসেবে গণ্য হবে।
- বাংলাদেশের মানুষের ইচ্ছে চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
- দেশে ত্রাসের আবহাওয়া সৃষ্টি হরা হয়েছে এবং বিদেশী বিশেষজ্ঞদের চলে যাওয়ার জন্য 'উসকানি দেয়া হচ্ছে।'

- শুধুমাত্র জাতিসংঘের প্রতিনিধিদের অপসারণ করে নেয়া হচ্ছে এবং বাংলাদেশের মানুষের চার্টার অনুযায়ী মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করার হুমকি দেয়া হচ্ছে।
- সকল সরকারি ও আধা-সরকারি সংস্থাকে জনগণের পক্ষ থেকে দেয়া নির্দেশ মেনে চলতে হবে।
- গণহত্যা পরিচালনার জন্য অশুভ শক্তিসমূহ সমরসজ্জাসহ নানাধরনের তৎপরতায় লিপ্ত। একই সঙ্গে তারা প্রতিহিংসামূলকভাবে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্র করছে।

১৩ মার্চ বঙ্গবন্ধু আরেকটি সামরিক আদেশ জারির বিরুদ্ধে তাঁর তীব্রপ্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। ১১৫ নম্বর সামরিকবিধি জারি করে দেশরক্ষা বিভাগের সকল বেতনভুক কর্মচারীকে অবিলম্বে কাজে যোগদানের নির্দেশ দেয়া হয়। সেই নির্দেশের কথা শুনে বঙ্গবন্ধু বিস্মিত হন এবং তাঁর প্রতিক্রিয়া এভাবে ব্যক্ত করেন: "আমরা যেখানে গোটা সামরিক আইনটাই প্রত্যাহারের জন্য গণদাবি উচ্চারণ করেছি, সেখানে এধরনের সামরিক আইন আদেশ জারি জনগণকে কেবল উসকানিই দেবে। যারা এধরনের সামরিক আইন আদেশ জারি করছেন, তাদের এই বাস্তব সত্যটি উপলব্ধি করা উচিত যে, এধরনের ভীতিপ্রদর্শনের কাছে নতি স্বীকার না করার দৃঢ়সংকল্পে জনতা আজ ঐক্যবদ্ধ। যে-কোনো ভীতিপ্রদর্শন সত্ত্বেও জনতার সংগ্রাম চলবেই। কারণ জনতা জানে যে, ঐক্যবদ্ধ মানুষের সামনে কোনো শক্তিই টিকতে পারে না।"

১৪ মার্চ তিনি যে বিবৃতি দেন তাতে জনগণের বীরত্বের কথাই বেশি ছিল। তিনি বলেন, শক্তির জোরে যারা শাসন করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়সংকল্প ও সংঘবদ্ধ জনশক্তি কেমন করে মুক্তির দুর্জয় দুর্গ গড়ে তোলে, বাংলাদেশের জনগণ এরি মধ্যে তা প্রমাণ করেছে। বিশ্বের সকল মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রামের সঙ্গে বাঙালির এই মুক্তিসংগ্রামও যুক্ত হওয়ার দাবি রাখে। বাংলাদেশের প্রতিটি নারী-পুরুষ এমনকি শিশু পর্যন্ত মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সাহসে বলীয়ান। যারা নগ্নভাবে শক্তি প্রয়োগ করে এদের দলিত করার চিন্তা করেছিল তারা পরাভূত হয়েছে। "বাংলাদেশের প্রতিটি স্তরের মানুষ, সরকারি কর্মচারী, অফিস আর কারখানার শ্রমিক, কৃষক আর ছাত্র সবাই দৃপ্তদম্ভে ঘোষণা করেছে তারা আত্মসমর্পণের চেয়ে মরণবরণ করতেই বদ্ধপরিকর।" একই বিবৃতিতে তিনি ১১৫ নম্বর সামরিক আইনবিধি জারি করে যে ভীতিপ্রদর্শনের চেষ্টা করা হয়েছে তার নিন্দা করেন। আর যাদের লক্ষ্য করে ঐ নির্দেশ জারি করা হয়েছে তাদেরকে তিনি হুমকির কাছে মাথা নত না করার আবেদন জানান। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ তাদের পরিবারের পেছনে রয়েছেন বলে তিনি তাদের আশ্বস্ত করেন।

সবশেষে তিনি দৃঢ়ভাবে উচ্চারণ করেন যে, "বাংলাদেশের মুক্তির স্পৃহাকে স্তব্ধ করা যাবে না। আমাদের কেউ পরাভূত করতে পারবে না, কারণ প্রয়োজনে আমরা মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত। জীবনের বিনিময়ে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের স্বাধীন দেশের মুক্ত মানুষ হিসেবে স্বাধীনভাবে আর মর্যাদার সঙ্গে বাস করার নিশ্চয়তা দিয়ে যেতে চাই। মুক্তির লক্ষ্যে না পৌঁছা পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম নবতর উদ্দীপনা নিয়ে অব্যাহত থাকবে। আর সে জন্য জনগণকে যে- কোনো ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।"

একই দিনে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে বঙ্গবন্ধু জানান, ইয়াহিয়া ঢাকায় এলে তিনি তার সঙ্গে আলাপ করতে প্রস্তুত রয়েছেন। তবে অন্য এক সাংবাদিককে একথাও বলতে ভোলেননি যে, তিনি তখনো সংগ্রাম করছেন। তিনি খুবই স্পষ্ট ভাষায় ঐ সাংবাদিককে জানিয়ে দেন যে, "যতোদিন জনগণের মুক্তি না আসে এবং স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বাঁচবার অধিকার অর্জিত না হয়, ততোদিন সংগ্রাম চলবে।"

মাঝখানের ১৫ ও ১৬ মার্চ কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিকভাবে বহু রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ তাঁদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। জনগণকে নিজেদের সাধ্যমতো আসন্ন মুক্তিসংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলেন অনেক

নেতা। বঙ্গবন্ধুর কোনো বিবৃতি এই দুইদিন পত্রিকায় লক্ষ্য করা যায়নি। তবে ১৭ মার্চ ছিল তাঁর জন্মদিন। সেদিন এক বিদেশী সাংবাদিককে তিনি জানান যে, "দেশের মানুষের জীবনের কোনো নিরাপত্তা নেই, যখন কেউ ভাবতেও পারে না মরার কথা তখনো তারা মরে, সেই দেশে জন্ম বা মৃত্যু দিবসে কি-বা আসে যায়। আমার জনগণই আমার জীবন।" তাঁর কথাতে কোনো বিপদের পূর্বাভাস রয়েছে কি না সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে বঙ্গবন্ধু দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, সাড়ে সাত কোটি মানুষ যখন পাহাড়ের মতো তাঁর পেছনে দাঁড়িয়েছেন তখন তার চেয়ে সুখী মানুষ আর কে হতে পারে।

রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের অবনতি যেভাবে হচ্ছিল তাতে উদ্বিগ্ন হয়ে বিদেশী সাংবাদিকরা যখন বঙ্গবন্ধুকে প্রশ্ন করেন যে, বিদেশী দূতাবাসগুলোকে এসবের কিছু জানানো হচ্ছে কি না, তিনি তখন সহজ-সরলভাবে বলেন যে তারা এখানেই আছেন এবং সমস্ত ঘটনা নিজরাই প্রত্যক্ষ করছেন। বিদেশী সাহায্যের প্রয়োজন নাকচ করে দিয়ে তিনি বলেন, "পাট, চা ইত্যাদিসহ আমাদের যা প্রয়োজন বাংলাদেশের তা আছে।" কি নেই, সে বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, "স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকার শুধু বাঙালিদের নেই।"

এর আগে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে তিনি আলোচনায় বসেছিলেন। তবে আলোচনা যে সফলতার দিকে এগুচ্ছিল না তার আভাস তিনি সাংবাদিকদের দিয়েছেন। আলোচনা অব্যাহত রয়েছে এবং আন্দোলনও প্রত্যাহার করেননি-এই কথাগুলোর মধ্য দিয়েই তিনি তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন। তাছাড়া ঐদিনই তাঁর বাড়ির সামনে সমবেত জনতার উদ্দেশে যেসব কথা তিনি বলেছিলেন তা থেকেই বোঝা যাচ্ছিল যে, আপোসের পথ বন্ধ হয়ে গেছে, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমেই দেশকে স্বাধীন করতে হবে। তিনি সেদিন খুবই প্রত্যয়ীকণ্ঠে ঘোষণা করেন, "বাংলাদেশের মানুষের স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলনে আমি আমার শেষ রক্তবিন্দুটি পর্যন্ত উৎসর্গ করবো। জনগণের স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামে যারা শহীদ হয়েছেন, তাদের রক্ত বৃথা যেতে দেবো না। বাংলাদেশের মানুষ ন্যায় ও সত্যের জন্য লড়াই করছে। সুতরাং তাদের স্বাধিকারের প্রশ্নে কোনো আপোস চলে না। জনগণ তাদের এ সংগ্রামে বিজয়ী হবেই।"

১৮ মার্চ বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছে যেসব কথা বলেন তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তিনি মুক্তিযুদ্ধের পথই বেছে নিয়েছেন। ঐ দিন তাঁর বাসভবনের সামনে সমবেত মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, মিটফোর্ড হাসপাতলের সেবক-সেবিকাদের উদ্দেশে তিনি বলেন যে, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব না হলে দেশবাসীকে সর্বাত্মক সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে। "আঘাত এলে প্রত্যাঘাত করতে হবে। প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতিরোধের দুর্গ গড়ে তুলুন।" এরপর আরো অসংখ্য মিছিল আসে। তাদের প্রত্যেককেই মোটামুটি ঐ একই কথা জানিয়ে দেন। শান্তিপূর্ণ অহিংস আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। তবে প্রয়োজনে মুক্তিপাগল বাঙালি তপ্ত রক্তের বিনিময়ে তাদের দাবি আদায় করতেও প্রস্তুত। "আমাদের শহীদের সঙ্গে আমরা বেঈমানী করতে পারি না।"

১৮ মার্চ দুপুরে দেশী-বিদেশী সাংবাদিকদের লক্ষ্য করে তিনি বলেন, বুলেট আর মেশিনগান দিয়ে মুক্তিকামী বাঙালিদের কণ্ঠস্তব্ধ করা যাবে না। ঐক্যবদ্ধ জনগণকে প্রতিহত করা যাবে না। "আমাদের দাবি ন্যায্য, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।"

২ মার্চ থেকে ৯ মার্চ পর্যন্ত বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্যের জন্য গৃহীত সামরিক তৎপরতার বিষয়ে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করার যে সিদ্ধান্ত সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করে বঙ্গবন্ধু তা নাকচ করে দেন। সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশে গঠিত এই কমিশনের বৈধতা নিয়েই তিনি প্রশ্ন তোলেন। ৭ মার্চ তিনি যেসব শর্ত দিয়েছিলেন সেসবের পূরণ না করে খ-িত কিছু বিষয়ের তদন্ত করার এই সিদ্ধান্ত মূল রাজনৈতিক প্রশ্নকে

বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টা বলে তিনি দাবি করেন। এই কমিশনের সঙ্গে কোনোরকম সহযোগিতা না করার জন্য তিনি দেশবাসীকে আহ্বান করেন। এর পরের দিন (১৯ মার্চ) জয়দেবপুরে সেনাবাহিনী প্রতিরোধকারী জনগণের উদ্দেশে গুলি করে। গুলিবর্ষণের খবর পেয়ে বিক্ষুব্ধ বিমান কর্মচারীদের উদ্দেশ্য করে বঙ্গবন্ধু বলেন, "সঙ্গিন উঁচিয়ে বাঙালির দাবি স্তব্ধ করা যাবে না।" "বাঙালির ফিনকি দেয়া রক্তের দাগ শহরে বন্দরে ছড়িয়ে আছে। জয়দেবপুরের মাটিও ভাইদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। বুলেট আর বেয়নেট দিয়ে বাঙালির মুক্তি আন্দোলন স্তব্ধ করা কোনো শক্তির পক্ষে সম্ভব নয়।" সেদিন রাতে তাঁর বাসভবনে সমবেত সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া হয়েছে বলে যখন কর্তৃপক্ষ দাবি করছে, তখন জয়দেবপুরের ঘটনা কীভাবে ঘটলো? প্রেসিডেন্ট ঢাকা থাকতেই জয়দেবপুরে গুলি হলো। লক্ষ্য অর্জনের জন্য রক্তদানে প্রস্তুত বীর জনতাকে পর্যুদস্ত করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।" এরপর তিনি সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি বিবৃতি প্রদান করেন। তাতে তিনি শান্তি ও শৃঙ্খলার সঙ্গে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। সেই বিবৃতিতে তিনি আবারো উল্লেখ করেন যে, স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বাঁচার দাবিতে যে-কোনো ত্যাগের জন্য জনগণ দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ। শহরে-বন্দরে, গ্রামে সর্বত্র নারী-পুরুষ-শিশু সকলেই আন্দোলনে শরিক হয়েছে। তারা সারা বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের মন ও প্রাণ জয় করেছে। কৃষক-শ্রমিক ও ছাত্ররা যে ত্যাগের পরিচয় দিয়েছে তাতেই প্রমাণিত হয়েছে যে, জনগণ নিজেদের দায়িত্ব নিজেরাই সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে নিতে পারবেন। অর্থনীতির সকল স্তরে শৃঙ্খলার পরিচয় দিতে হবে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যাতে চাহিদা মতো পাওয়া যায় তা নিশ্চিত করতে হবে। "আমরা শান্তিপূর্ণ ফয়সালা চাই। তবে তার মানে এই নয় যে কেউ আমাদের গোলাম করে রাখবে। আমরা আর গোলাম হতে চাই না। আমরা আর কারো বাজার হতে চাই না।" তিনি ঘোষণা করেন, "যে দাবি আমরা করেছি তা পূরণের জন্য যদি আরো রক্তের প্রয়োজন হয় তবে বাঙালি তাও দেবে।এবার বাঁচতে হয় মানুষের মতো বাঁচবো, মরতে হয় মানুষের মতো মরবো।" বাঙালির সুশৃঙ্খল সংগ্রামের ভূয়সী প্রশংসা করে বঙ্গবন্ধু বলেন, "সারাবিশ্ব আমাদের সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করছে। এই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারলে জয় সুনিশ্চিত। মুক্তি না আসা পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে, শৃঙ্খলাবদ্ধ সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।" ২১ মার্চ বঙ্গবন্ধু ও তাজউদ্দীন আহমদ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে ৭০ মিনিটের এক বৈঠক করেন। কতিপয় বিষয়ে ব্যাখ্যা নেয়ার জন্য তিনি এই বৈঠকে অংশ নেন।

কিন্তু এই বৈঠকের পরের দিন (২২ মার্চ) তাঁর বাসভবনে যে বিপুলসংখ্যক মিছিল আসে তাদের উদ্দেশে যেসব বক্তৃতা বঙ্গবন্ধু দিয়েছেন তাতে কিন্তু মনে হয় না আলোচনায় কোনো উল্লেখ্যযোগ্য অগ্রগতি হয়েছিল। তাঁর ভাষণের মূলকথাই ছিল বুলেট আর বেয়নেট দিয়ে ঐক্যবদ্ধ বাঙালিকে দাবিয়ে রাখা যাবে না। তাঁর কথা থেকে মনে হয় বাংলাদেশের স্বাধিকার মেনে নিলেই কেবল পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা সম্ভব হবে এরকম একটি ইঙ্গিত তিনি ইয়াহিয়াকে দিয়ে এসেছেন। কেননা, তিনি বারবার যে কথাটি সেদিন বলেছেন তা হলো, সাড়ে সাত কোটি বাঙালি নৈতিক ও বৈধভাবে বাংলার নিয়ন্ত্রণভার তাঁর হাতে তুলে দিয়েছেন। বাঙালি এই অসহযোগ আন্দোলনের সময় যে শৃঙ্খলা ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে তাতে বিশ্বের ইতিহাসে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন। আর তাই তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, "শত শহীদের রক্তের শোধ আমাদের নিতেই হবে। যে পর্যন্ত পূর্ববাংলার সাত কোটি মানুষ মুক্তি না পাবে ততোদিন পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চলতেই থাকবে।" সেদিন প্রাক্তন সৈনিকদের মিছিলের উদ্দেশে তিনি যে ভাষণটি দেন তা ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি তাদের যে-কোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতে বলেন। যা কিছু তাদের আছে তাই নিয়ে চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার জন্য তিনি আহ্বান জানান। "এবার আমাদের শেষ সংগ্রাম। সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।" ঐদিনই বঙ্গবন্ধু, ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর মধ্যে যৌথ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আপাতত মনে হয় ঐ বৈঠকে কিছুটা অগ্রগতি অর্জিত হয়। সে কারণেই আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা ও প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের মধ্যে বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে বলে তিনি জানান। কিন্তু পরক্ষণেই আবার তিনি বলেন যে, বাংলাদেশে এখন গুরুতর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। জনগণের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে। এরপর আসে ২৩ মার্চ। আওয়ামী

লীগ এই দিনটিকে "লাহোর প্রস্তাব দিবস" হিসেবে উদযাপন করে। সেদিন আওয়ামী লীগ গণবাহিনীর কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু বলেন, "আমরা বাংলাদেশের জনগণকে মুক্ত করবোই এবং এ-ব্যাপারে কারো কাছে আমরা নতি স্বীকার করবো না।" তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশের মুক্তিই চলমান আন্দোলনের একমাত্র লক্ষ্য। তিনি বলেন, শান্তিপূর্ণ উপায়ে এ সঙ্কট সমাধানের চেষ্টা তিনি করে যাচ্ছেন। কিন্তু একই সঙ্গে একথাও সত্যি যে প্রয়োজনে শেষ রক্তবিন্দুটি বজায় রেখে তাঁর নির্দেশমতো আন্দোলনের প্রতিটি স্তরে অংশগ্রহণের জন্য দেশবাসীর কাছে তিনি আবেদন করেন। একই সঙ্গে তিনি তাদের এই আশ্বাস দেন যে, তাঁর রক্তের বিনিময়ে হলেও বাঙালির দাবি আদায় করবেন। ২২ দিনের শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনের সাফল্য প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বলেন, এরপর শাসকচক্র কোনোদিন আর কোমর সোজা করে দাঁড়াতে পারবে না। তিনি আরো ঘোষণা করেন যে, বাঙালির এই ঐক্য অটুট থাকলে কোনো শক্তিই তাদের শৃঙ্খলিত করে রাখতে পারবে না।

২৪ মার্চ পরিস্থিতি আরো স্পষ্ট হয়। সেদিন তাঁর কথা থেকে যে ওজস্বিতাপ্রকাশ পাচ্ছিল তাতে মনে হয় আলোচনার নামে শাসকগোষ্ঠীর হীনমতলব সম্পর্কে তিনি নিঃসংশয় হয়েছেন। তাই তিনি ঘোষণা করেন যে, জোর করে কোনো সিদ্ধান্ত চাপানোর চেষ্টা করলে তিনি এবং বাঙালিরা তা কিছুতেই মানবেন না। তিনি কোনো শর্তেই আপোস করতে রাজি নন। তিনি আরো ঘোষণা করেন, "আমার মাথা কেনার শক্তি কারো নেই। বাংলার মানুষের সঙ্গে, শহীদের রক্তের সঙ্গে আমি বেঈমানি করতে পারবো না।"

সম্ভাব্য ষড়যন্ত্র, বিশেষ করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধাবার যে চেষ্টা বিশেষ মহল চালাচ্ছিল সে সম্বন্ধে জনগণকে সচেতন করে দেন বঙ্গবন্ধু। তিনি বলেন যে, তাঁর নিজের জীবনের কোনো নিশ্চয়তা নেই । কঠোরতর সংগ্রামের নির্দেশ দেয়ার জন্য বেঁচে থাকবেন কি না তাও তিনি জানেন না। তবে দাবি আদায়ের জন্য দেশবাসী যেন সংগ্রাম চালিয়ে যায় সে আহ্বান তিনি ঠিকই জানিয়েছিলেন। "কোনো ষড়যন্ত্রই আমাদের দাবিয়ে রাখতে পারবে না। আমরা রক্ত দিয়েছি, প্রয়োজন হলে আরো রক্ত দেবো। আমাদের রক্ত বৃথা যেতে দেবো না।"

এর পরের দিন ছিল ২৫ মার্চ। ২৫ মার্চের ঘটনাবলির বিবরণ আমরা পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করতে পারিনি। তবে অন্যান্য সূত্র থেকে জানা যায়, সেদিন খুবই স্পষ্ট হয়ে যায় যে আলোচনা ভেঙে গেছে। চরম আঘাতের জন্য সেনাবাহিনী উদ্যত হয়েছে। ইয়াহিয়া আকস্মিকভাবে ঢাকা ছেড়ে গেছেন রাতে। সামরিক বাহিনী আক্রমণের জন্য ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে এলো। বঙ্গবন্ধু তাঁর সহকর্মীদের নিরাপদ স্থানে চলে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর নিজে বসে রইলেন যে-কোনো সময় বন্দিত্ববরণ করার জন্য। তিনি ভেবেছিলেন, তাঁকে ধরতে না পারলে হানাদার পাকবাহিনী ঢাকাসহ সর্বত্র তা-বলীলা চালাবে। আর তিনি এই ভেবে প্রশান্ত ছিলেন যে, দীর্ঘ অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক জন্মের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। তাই পাকবাহিনীর আক্রমণ শুরু হলে ২৬ মার্চের রাতের প্রথমপ্রহরেই তিনি স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রদান করেন। তাঁর সেই ঘোষণার কথা শত্রুপক্ষ তাদের বিভিন্ন লেখাতেও স্বীকার করেছেন। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে ইতিমধ্যেই মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকা সাড়ে সাত কোটি মুক্তিপাগল বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বাংলাদেশ স্বাধীন করেন।

* লেখক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর।
যোগাযোগ: dratiur@gmail.com

দেশ উন্নয়নে মাতৃভাষা ও সংস্কৃতি চর্চা

-প্রফেসর ড. শরীফ উদ্দিন আহমেদ*

ইতিহাস বোধহীনতা এবং ইতিহাসচর্চা বিচ্ছিন্নতা প্রকৃত সত্যকে ধোঁয়াচ্ছন্ন করে ফেলে। তবুও ফেব্রুয়ারি এলে বাঙালির মনের দরোজায় কড়া নড়বেই। একুশ নিয়ে ভাবতে গেলে আমাদের অনেকের দৃষ্টিসীমা ১৯৪৭-এর পেছনে পটভূমির খোঁজ পায় না। তাহলে বলতে হবে ভাষা আন্দোলনের প্রেরণা খুব পেছনের নয়। পাকিস্তানি শাসকরা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দু চাপিয়ে দেয়ায় বাঙালি ভাষা আন্দোলন শুরু করে। ভাষা আন্দোলনের এ হচ্ছে তাৎক্ষণিক কারণ। কিন্তু এ প্রশ্নটিও থেকে যায় যে মায়ের ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য বিশ্বের অনেক দেশের মানুষইতো প্রতিবাদ করেছে। কিন্তু বুলেটের সামনে এভাবে বুক পেতে দাঁড়ায়নি কেউ। বাঙালির এই লড়াইয়ের দৃঢ়তা নিহিত রয়েছে ইতিহাসে। মধ্যযুগে উপ্ত হয়েছিল ভাষা আন্দোলনের শক্তি। কারণ বাংলাভাষা চর্চার যে দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে তা ক্রমাগত ধারণ করেছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম। তাই সে ভাষার কলজে কেউ খামচে ধরলে সেখানে প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধ হবেই।

ইতিহাসের গতিধারা পর্যবেক্ষণ করলে এই বক্তব্যে অতিশয়োক্তি করা হবে না যে বাংলা ভাষা সাধারণ মানুষ বা প্রাকৃতজনের কথ্য ভাষার নড়বড়ে স্থান নিয়েই হয়তো কায়ক্লেশে টিকে থাকতো। পরিচর্যাহীন সে ভাষায় বড় কোনো সাহিত্য সৃষ্টি দুরাশা হতো বললেও বোধ করি অন্যায় হবে না। এধারার মন্তব্য করার কারণ কিন্তু সুস্পষ্ট।

ছয় থেকে আট শতকে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা চর্যাপদের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের যে ভ্রূণ শিশুর জন্ম দিয়েছিলেন তার উজ্জ্বল বিকাশের সম্ভাবনা নয় দশ শতকে পাল শাসন যুগে দেখা দিয়েছিল। মনে হয়েছিল সংস্কৃত সাহিত্যের প্রবল বেষ্টনি থেকে বোধহয় বাংলা সাহিত্যের ছোট চারাটি বেরিয়ে আসবে আলোকিত মাটিতে। চর্যা গীতিকার আগে এদেশে সাহিত্য হয় সংস্কৃত নয়তো প্রাকৃত ভাষায় চর্চা করা হতো। ধারণা করা হয় বণিক ও সাধুসন্তদের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির ঢেউ পৌঁছাবার পূর্বেই বাংলায় সংস্কৃতি ভাষা প্রবেশ লাভে সক্ষম হয়েছিল। তাই সংস্কৃতকে উপেক্ষা করে বাংলা ভাষা বিকাশের সম্ভাবনা দেখা দিত না যদি পাল রাজাদের উদার দৃষ্টিভঙ্গি না থাকতো। চর্যাপদের চর্চা হয়েছে এই প্রেক্ষাপটেই। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল রাজারা হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা দান করতেও পিছপা ছিলেন না। এ কারণে পাল যুগে একটি উদার সংস্কৃতি বিকশিত হওয়ার সুযোগ ছিল। এধারা অব্যাহত থাকলে চর্যাগীতিকার পথ ধরে হয়তো বাংলাভাষা ও সাহিত্য একটি বিশেষ মর্যাদায় পৌঁছতে পারতো। কিন্তু ছন্দ্যোচ্ছেদ ঘটলো সুদূর কর্ণাটবাসী কট্টর ব্রাহ্মণ সেনদের হাতে বাংলার রাজদ- চলে যাওয়ায়। এগারো শতকে এই বিদেশি শাসকরা নিজেদের ক্ষমতার আসনকে শক্ত করার জন্য বাংলার সাধারণ মানুষের সংস্কৃতির বিকাশের মূল সুর অঙ্কুরেই থামিয়ে দিতে চাইলো। বর্ণপ্রথার পৃষ্ঠপোষক সেনরা শূদ্র ও অন্তঃজ শ্রেণি বলে সমাজের নিম্নস্তরে যাদের ফেলে রাখলো তারাই প্রধানত এ মাটির সন্তান–বাঙালি। তাই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার পথ তৈরি হোক তা সচেতনভাবেই চাইলো না শাসক সেনরা। ফলে ভাষা ও সাহিত্যের শক্তিকে অনুভব করার আগেই বাঙালি শাসক শ্রেণির আঘাতে ম্রিয়মান হয়ে পড়লো। সমাজ বিধান জারি হলো–সংস্কৃত ভাষায় রচিত ধর্মগ্রন্থ পাঠ বা শ্রবণ করা শূদ্রের জন্য হবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। দেশীয় ভাষায় ধর্মগ্রন্থ অনুবাদ করলে পাতকের জায়গা হবে রৌরব নরকে। তাই গোটা সেন শাসন যুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিকাশের কোনো সুযোগ রইলো না। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়লো চর্যাপদের দোহা গান।

---

* প্রফেসর, ইতিহাস ও দর্শন বিভাগ, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।

ভীনভাষী ভীনদেশি সেন শাসকদের শাসনকালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিকাশের সম্ভাবনা অন্ধকারেই ঘুরপাক খেলো। সাংস্কৃতিক শক্তিতে বাঙালির আত্মোপলব্ধির কোনো সুযোগ রইলো না। রাজক্ষমতায় বাঙালির ফিরে আসার কোনো সুযোগ তখন ছিল না। বাংলার রাজক্ষমতায় পালাবদলের মধ্যদিয়ে মধ্যযুগের সূচনা হলো। সেন শাসনের অবসান ঘটিয়ে এবার বাংলার রাজক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হলো ভীনভাষী ভীনদেশি মুসলমান সুলতানগণ। সংস্কৃতের বদলে এবার রাষ্ট্রভাষা হলো ফারসি। বাংলা সাহিত্যের ভ্রূণ শিশু শৈশব দেখতে পাওয়ার আগেই লাঞ্ছিত হয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছিল। তাই মধ্যযুগের এই রাজনৈতিক পালাবদলে তার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করাই ছিল স্বাভাবিক। যদি তা হতো তবে সাতচল্লিশের পট পরিবর্তনের পর পাকিস্তানি শাসকচক্রের গলদঘর্ম হওয়ার প্রয়োজন পড়তো না। মাতৃভাষা ও সাহিত্যের গুরুত্ব উপলব্ধির চেতনাও ততদিনে বাঙালির হারিয়ে ফেলার কথা দেখা দিত না। ফলে ভাষার প্রশ্নে আটচল্লিশে প্রতিবাদী হওয়ার তেমন কারণ ছিল না। বায়ান্নোতেও হয়তো রক্তঝরানোর অহঙ্কার থেকে বাঙালি বাঞ্চিত হতো।

বাংলা ভাষা, সাহিত্য সর্বোপরি বাঙালির সৌভাগ্য যে বিদেশাগত সুলতানগণ বাংলার শাসন ক্ষমতায় এসে অচিরেই নিজ কর্মভূমিকায় বাঙালি হয়ে গেলেন। এরও কারণ ছিল। কারণটি প্রধানত রাজনৈতিক। তেরো শতকের পর বাংলা দিল্লির সালতানাতের প্রদেশ হিসেবে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার কথা। কিন্তু এদেশে নিয়োজিত গভর্নরেরা বাংলার মাটির প্রকৃত হাতছানি অনুভব করলেন। এদেশের ভৌগোলিক পরিবেশ, সমৃদ্ধ জীবন মানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকেই যুগ যুগ ধরে উৎসাহিত করেছে। এই বাস্তবতাই বোধ করি উৎসাহিত করেছিল অবাঙালি গভর্নরদের। তাঁরা অচিরেই স্বাধীনতা ঘোষণা করেন দিল্লির স্বজাতি সুলতানদের বিরুদ্ধে। দিল্লির দায়িত্ব বর্তায় বিদ্রোহীদের দমন করার। তাই নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্যই বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণাকারী সুলতানদের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সহজ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয়েছিল। এভাবে চৌদ্দ শতকের ভেতরেই নিজেদের গুছিয়ে নিতে পারেন বাংলার সুলতানগণ। এরপর বাংলার প্রশ্নে হাল ছেড়ে দেন দিল্লির সুলতানরা। বাংলার স্বাধীন সুলতানি নির্বিঘ্নে বিকশিত হতে থাকে। বাংলার অবাঙালি শাসকগণও ততদিনে বাংলার জলমাটির সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছেন। পিতৃভূমিতে ফিরে যাওয়ার কোনো আগ্রহ আর তাঁদের ছিল না। সুতরাং বাংলা আর বাঙালির শ্রীবৃদ্ধিতে তাঁরা অকুণ্ঠ চিত্তে ভূমিকা রেখেছেন। সুলতানদের কর্মভূমিকায় যে উদারতা দেখা গেছে এর প্রেক্ষাপটও খুঁজতে হবে এখানেই। সুলতানগণ অনুভব করেছিলেন বাঙালির প্রকৃত সংস্কৃতিকে বিকশিত করেই তাদের মনন অনুভব করা যাবে। রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে এর প্রয়োজন ছিল। একারণেই সেনযুগের বদ্ধ অর্গল খুলে গেল সুলতানদের উদার নীতিতে। ধর্ম-নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে শিক্ষা ও সাহিত্যচর্চার দ্বার অবারিত হলো। বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ায় জোয়ার তীব্র হলো। অচীরেই তার ফসল দেখা দিল। প্রসারিত হলো বাংলাভাষা চর্চার ক্ষেত্র। এ ভাষায় কাব্য সৃষ্টি হতে থাকলো। সাধারণ হিন্দুর মধ্যেও যে ভাষা ও সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছিল তা বোঝা গেল এ শ্রেণির কবিদের কাব্য রচনা দেখে। এভাবে সুলতানি যুগের উদার পরিবেশ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিকাশের ক্ষেত্রে নতুন প্রেরণা দিল। বাঙালি কবির রচনায় সৃষ্টি হলো মঙ্গল কাব্যের বিশাল ভা-ার। এতে হিন্দু সমাজ ধর্মীয় প্রেরণার মধ্যদিয়ে তাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে শানিত করার নতুন ক্ষেত্র আবিষ্কার করে।

সংস্কৃতের জোয়ার ভাসিয়ে দেয় চারদিক। তাই বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চার এই খোলা প্রান্তরে এসে যোগ দিলেন মুসলমান কবিরাও। ষোল শতকেই বাংলা ভাষায় কাব্য সৃষ্টি হতে থাকলো মুসলমান কবিদের হাতে। এ সময়ে রচিত প্রণয়োপাখ্যানের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ শাহ মোহাম্মদ সগীরের 'ইউসুফ জোলায়খা'। এ যুগে বাংলা সাহিত্য সৃষ্টিতে মুসলমান কবিরাতো বটেই হিন্দু কবিরাও পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছেন সুলতানদের কাছ থেকে। পনের শতক থেকে সুলতান, অমাত্যবর্গ ও হিন্দু জায়গীরদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলায় কাব্যচর্চা বিশেষ গতি পায়। এ পর্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল পুরাণ ও মহাকাব্যসমূহকে অবলম্বন করে কাব্য রচনা করা। এভাবে রচিত হয় কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়', হুসেনশাহের আমলে চট্টগ্রামের

শাসনকর্তা পরাগল খানের আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর কর্তৃক রচিত হয়েছিল 'পা-ব বিজয়' নামে মহাভারতের একটি কাব্যানুবাদ। পরাগল খানের পুত্র ছুটি খানের আদেশে শ্রীকর নন্দীও অনুবাদ করেছিলেন মহাভারতের 'অশ্বমেধ পর্ব'। সাংস্কৃতিক বিবর্তনের এই জোয়ার মঙ্গলকাব্য, সুফি সাহিত্যের ক্ষেত্রকেও ঐশ্বর্যশালী করে তোলে। এভাবে সাহিত্য চর্চার যে ভিত্তি রচিত হয় তা চৈতন্যোত্তর যুগে ষোল সতের শতকের কবিদের উদ্দীপ্ত করে। শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব আন্দোলনের ভাববন্যায় আপ্লুত বৈষ্ণব ভক্ত কবিরা চৈতন্য চরিত কাব্য রচনা শুরু করেন। এর পথ ধরে জীবন চরিত সাহিত্যের এক নতুন ভা-ার উন্মোচিত হয় বাংলা কাব্য জগতে।

ইতিহাস অনুসন্ধানী সচেতন মানুষ এই প্রেক্ষাপটের মধ্য দিয়ে অনুভব করবেন মধ্যযুগ-পূর্ব বাংলায় একটি জগদ্দল পাথর বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিকাশের পথ যেভাবে রুদ্ধ করেছিল তা বিশ শতকের মাঝ পর্ব পর্যন্ত অব্যাহত থাকলে অহংকার করার মত কোনো সাহিত্য বা তার বাহন ভাষা দাঁড় করাতে পারতো না বাঙালি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চার চারণভূমিকে মধ্যযুগের সুলতানরা অবমুক্ত করে দিয়েছিলেন। ফলে বন্দিদশা থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন হিন্দু মুসলমান কবিগণ। তাঁরা নানামুখী পৃষ্ঠপোষকতায় এবং অনুকূল পরিবেশের প্রণোদনায় কর্ষণ করতে থাকেন সে চারণ ভূমি। স্বাভাবিকভাবেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভূবন ফলে ফুলে বিকশিত হয়। এভাবে বাঙালি সংস্কৃতি চেতনায় নতুন উপলব্ধি লাভ করে। এই সাংস্কৃতিক চৈতন্য বাঙালিকে দিয়েছিল স্বাজাত্যবোধ আর আত্মমর্যাদার ধারণা।

সংস্কৃতি সচেতন বাঙালিকে অনুভব করতে না পেরে অর্থাৎ সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চায় ঋদ্ধ বাঙালিকে বুঝতে না পেরে অপরিনামদর্শী পাকিস্তানি শাসকচক্র আঘাত করেছিল বাঙালি চেতনায়। এ কারণে শাণিত বাঙালির পক্ষে ভাষার প্রশ্নে প্রতিবাদী হওয়া ছিল অবধারিত। অমন উজ্জ্বল ঐতিহ্যের পথ মাড়িয়ে এসেছে বলে বাঙালি প্রজন্ম শাসকের রক্ত চক্ষুকে পরোয়া করেনি। রক্ত দিয়ে রক্ষা করেছে মাতৃভাষার সম্মান। আর এই দীর্ঘ প্রেক্ষাপট বাঙালিকে যেভাবে সম্মানিত করেছে এরই বহিঃপ্রকাশ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে ২১ ফেব্রুয়ারির স্বীকৃতি। একারণেই একুশের চেতনার সাথে সত্তুর বছর পরের প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করতে হলে ইতিহাসের মূলে ফিরে যাওয়া প্রয়োজন। বাংলা ভাষার গর্বিত পদচারণা যেখান থেকে শুরু হয়েছিল।

সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস থেকে জানা যায়, মাতৃভাষার গুরুত্ব যাদের কাছে যত বেশি, তারা উন্নয়নের ধারায় তত বেশি এগিয়ে। নিজেদের ভাষাকে উন্নত ও কার্যকরী করেই বিশ্বের জাতিসমূহ উন্নত ও অগ্রসর হতে পেরেছে। চীন, জাপান, রাশিয়া, জার্মানি, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশের উদাহরণ লক্ষ্য করলেই বক্তব্যটি স্পষ্ট হয়। সেসব দেশ নিজেদেরকে জ্ঞানচর্চার মাধ্যমেই উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে গেছে। তাদের ভাষাকে উন্নত করেছে। শিক্ষাকে প্রসারিত করেছে। সামগ্রিক উন্নয়ন এভাবেই সম্ভব হয়েছে প্রথমে ভাষা এবং সেই সঙ্গে শিক্ষার হাত ধরে।

যেহেতু সারাবিশ্বে ইংরেজি ভাষার প্রচলনই সব থেকে বেশি এবং তাদের অর্থনৈতিক অবস্থানের কারণে তারা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করে সেহেতু একটি ভালো চাকরি, কর্মসংস্থান যা-ই বলি না কেন, তা অনেকাংশে নির্ভর করে ইংরেজি ভাষায় দক্ষতার ওপর। কিন্তু মাতৃভাষায় দুর্বল থেকে বিদেশি ভাষায় সবলতার আশা করা দুরাশার নামান্তর।

বরং মাতৃভাষাকে কেন্দ্রে রেখে বিভিন্ন ভাষার একটি আবহ তৈরি করাই কাম্য। যার মাধ্যমে বিশ্বের নানা দেশের জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ইতিহাস, ঐতিহ্য গ্রহণ করা এবং সেসবকে নিজের দেশ ও সমাজে প্রয়োগ করাও সহজতর হবে। এইক্ষেত্রে অবশ্যই মাতৃভাষাকে সামনে রাখতে হবে। কারণ, সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কারণে যখন কোনো জাতি তাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি বিসর্জন দেয় তখন

তারা তাদের নিজস্ব জাতিসত্তা হারিয়ে ফেলে। নতুন কিছু শিখতে গিয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলার চেয়ে বিপদ আর কিছুতেই হতে পারে না।

ঔপনিবেশিক আমলে ইংরেজি শিখিয়ে একদল মানুষকে ইংরেজ-দাসে পরিণত করা হয়। এরা জাতিতে এদেশিয় হলেও আচরণ ও মনোভাবে ছিলেন ইংরেজ গোলাম। সেসব হয়েছিল উপনিবেশিকতার আগ্রাসনে। স্বাধীন দেশে এমন আগ্রাসন চালানোর কেউ নেই। এখন জাতিসত্তার যাবতীয় শর্ত অক্ষুন্ন রেখেই বিভিন্ন ভাষা ও জ্ঞানের আহরণ সম্ভব। কাজটি স্বকীয়তা, নিজস্বতা ও আত্মপরিচিতি সংরক্ষণ করেই করতে হবে। সবাইকে বাংলাদেশি বানিয়েই সমন্বয়টি করা দরকার। কারণ, বাংলা যেহেতু আমাদের মায়ের ভাষা তাই শিক্ষা, বিশেষত উচ্চশিক্ষায় এ ভাষার ব্যবহার থাকলেই মানুষ নিজেকে, সমাজ ও রাষ্ট্রকে, পারিপার্শ্ব এবং বৈশ্বিক পরিম-লকে সঠিক ও ভালোভাবে তা অনুধাবন করতে সক্ষম হবে।

দুঃখজনক হলেও এটাই সত্য যে, বাংলাদেশের সংবিধানে ৩নং অনুচ্ছেদে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলার কথা বলা থাকলেও বাস্তবে তার প্রয়োগ না আছে উচ্চশিক্ষায়, না উচ্চ আদালতে। ফলে বর্তমান প্রজন্ম, মুখস্থবিদ্যার ওপর অনেকটা নির্ভরশীল। বাংলাকে অগ্রাহ্য করার প্রবণতার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলার ব্যবহার পিছিয়ে গেছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভাষা-বৈষম্য তৈরি করছে। যে বৈষম্য ক্রমেই সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈষম্য ও পার্থক্যের ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলছে। উচ্চশিক্ষায় বাংলাভাষার প্রয়োগ বাড়ানোর জন্য বিশেষজ্ঞ ও গবেষকরা বছরের পর বছর নানা রকমের পরামর্শ দিয়েছেন।

এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: জাতীয় শিক্ষানীতিতে বাংলাকে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারে বাধ্যতামূলক করা; বাংলা শব্দভা-ার উন্নত করা; উচ্চ শিক্ষায় প্রয়োজনীয় গ্রন্থগুলোর বাংলায় অনুবাদের ব্যবস্থা গ্রহণ; বাংলাভাষার জন্য গবেষণাকেন্দ্রের সক্রিয় ভূমিকা ও কার্যক্রম; বাংলাভাষার শৈল্পিক, ব্যাকরণগত ও লিখিত রূপে সহজবোধ্যতা আনা; বাংলাভাষার ঐতিহাসিক গুরুত্ব প্রবাসী বাংলাভাষী ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে উপস্থাপন; সর্বস্তরে বাংলাভাষার নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য প্রচলন; বাংলাভাষার গুরুত্ব বোঝাতে সবার মাঝে সচেতনতা বাড়ানো; বাংলা সংস্করণে বেশি বেশি কম্পিউটার সফটওয়্যার তৈরি করা এবং বাংলাভাষাকে দ্রুত প্রযুক্তিবান্ধব করতে উদ্যোগী হওয়া। ভাষা আন্দোলনের ৬৮ বছর এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পেরিয়ে এসেও সর্বক্ষেত্রে-সর্বস্তরে মাতৃভাষা বাংলার সম্মানজনক প্রতিষ্ঠা করতে না পারাটা সত্যিই বেদনার। [*মাতৃভাষার গুরুত্ব রক্ষা*, বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম, ফেব্রুয়ারি ১৯, ২০১৮]

ভাষা-পরিস্থিতি সতত পরিবর্তনশীল। কোনো নির্দিষ্ট দেশের ভাষা-পরিস্থিতি কখনও স্থির থাকে না। কিন্তু ভাষা-পরিস্থিতিতে যে পরিবর্তন ঘটে, তা সে দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির অনুকূলেও ঘটতে পারে, আবার প্রতিকূলেও ঘটতে পারে। কোনো দেশের ভাষা-পরিস্থিতিতে যে পরিবর্তন সূচীত হয়, তা যদি দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির অনুকূলে সংঘটিত হয় তাহলে তা হয় গ্রহণযোগ্য; আর যদি এ পরিবর্তন দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতিকূলে সংঘটিত হয় তাহলে তা হয় অগ্রহণযোগ্য। কারণ কোনো দেশের ভাষা পরিস্থিতিতে নেতিবাচক পরিবর্তন, সে দেশে দীর্ঘমেয়াদী ভাষা-রাজনৈতিক অস্থিরতা বয়ে আনে।

বাংলাদেশের ভাষা-পরিস্থিতি পরিবর্তিত হচ্ছে। আর এই পরিবর্তনের ছাপ সমাজ ও সংস্কৃতিতে পরিদৃষ্ট হচ্ছে। কিন্তু ইদানিং বাংলাদেশের ভাষা-পরিস্থিতি দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতিকূলে এতোটাই নেতিবাচকভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে যে রীতিমতো তা আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দিন যতোই যাচ্ছে, ততোই যেনো এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। সৃষ্টি হচ্ছে ভাষা সংশ্লিষ্ট নানা সমস্যা। ভাষা সংশ্লিষ্ট এসব সমস্যার কোনো কোনোটি দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যার সাথে যুক্ত হয়ে দীর্ঘমেয়াদী জাতীয় সমস্যায় রূপ নিচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশ বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত একটি প্রতিসম রাষ্ট্র

হওয়ায়, দেশের ভাষা-পরিস্থিতিতে পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত ভাষিক সমস্যাসমূহ প্রকটভাবে প্রতিভাত হচ্ছে না। সে জন্য দেশের জাতীয় নেতৃত্ব কোনো সময়ই ভাষা-পরিস্থিতিগত সমস্যাকে সমস্যা হিসাবে আমলে নিচ্ছে না।

পৃথিবীর দেশে দেশে ভাষা-পরিস্থিতির নেতিবাচক পরিবর্তন জনিত রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা থেকে দেশকে সুরক্ষার লক্ষ্যে ভাষানীতি প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। পৃথিবীর অনেক দেশেই নেতিবাচক ভাষা-পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করতে ভাষানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বাংলাদেশের বিপর্যস্ত ভাষা-পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে অনুরূপ একটি ভাষানীতি প্রয়োজন। কারণ একটি জাতীয়তাবাদী ভাষানীতি প্রণীত ও বাস্তবায়িত হলে, বাংলাদেশ সরকার ভাষা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রশাসনিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবে এবং তা বাস্তবায়নের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতা সৃষ্টি হবে এবং তা বাস্তবায়ন সম্ভব হলে বাংলাদেশ ভাষিক সমস্যা জনিত রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে নিষ্কৃতি পাবে।

একটি দেশের উন্নয়ন মানে শুধু অর্থনৈতিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন নয়। দেশ উন্নয়নের সাথে নাগরিকের আত্মচেতনা ও সংস্কৃতির উন্নয়নও বৃহদাংশে যুক্ত। সংস্কৃতিচর্চা বাদ দিয়ে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'চিত্তের ঐশ্বর্যকে অবজ্ঞা করে আমরা জীবনযাত্রার সিদ্ধিলাভকেই একমাত্র প্রাধান্য দিয়েছি।' তাঁর প্রশ্ন, 'সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে এই সিদ্ধিলাভ কি কখনো যথার্থভাবে সম্পূর্ণ হতে পারে?' পারে না। তার কারণও তিনি বলেছেন, 'সংস্কৃতি সমগ্র মানুষের চিত্তবৃত্তিকে গভীরতর স্তর থেকে সফল করতে থাকে।' সংস্কৃতিবোধ মানুষকে কীভাবে উন্নত চেতনায় সক্ষম করে তোলে, সে কথা তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছেন, 'সংস্কৃতিমান মানুষ নিজের ক্ষতি করতে পারে, কিন্তু নিজেকে হেয় করতে পারে না। আত্মচেতনা ও সংস্কৃতি এ দুটি বিষয় সরাসরি মাটি ও শেকড়ের সাথে যুক্ত। আবার, মাটি ও শেকড়ের সম্পর্ক মাতৃভাষার সাথে। মাতৃভাষা ব্যতিত ভীন ভাষায় মাটি ও শেকড়কে যথার্থভাবে অনুধাবন সম্ভব নয়। অনুধাবনের এই ক্ষেত্রে ঘাটতি দেখা দিলে তা দেশের সংস্কৃতি ও সংস্কৃতির চর্চা উভয়কেই প্রভাবিত করে। শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, চলচ্চিত্রসহ সাংস্কৃতিক মাধ্যমগুলোতে নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কারণ, চিন্তা জগতে মাতৃভাষার প্রভাব হ্রাসের ফলে মানসম্মত শিল্প তৈরি হয় না। ফলশ্রুতিতে, মানুষের মনে সেই শিল্প দাগ কাটতে ব্যর্থ হয় এবং সংস্কৃতিতে দীর্ঘমেয়াদে শূণ্যতার সৃষ্টি হয়। সাধারণ মানুষ তখন ভীন দেশি ভাষা ও সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকে পড়ে। যা জাতীয় উন্নতিকেই বাধাগ্রস্থ করে।

অপরদিকে, মাতৃভাষা ও সংস্কৃতির চর্চা জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। অনেক দেশ ও জাতি নিজের ভাষায় তৈরি শিল্প, সাহিত্য ও সংগীতের মাধ্যমে বিশ্ব দরবারে সমাদৃত হয়েছে এবং মর্যাদার আসন লাভ করে নিয়েছে। ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়া, ইতালি, দক্ষিণ কোরিয়া এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এমনকি, আমাদের প্রতিবেশি ভারতও এই ক্ষেত্রে বিশ্বের মনযোগ আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়েছে। শুধু হিন্দি নয়; তামিল, তেলেগু ও বাংলার মত ভারতের আঞ্চলিক ভাষাগুলোও সাংস্কৃতিক এই মাধ্যমগুলোর মাধ্যমে নিজেদেরকে প্রমান করে চলেছে। আর এভাবে মাতৃভাষা ও সংস্কৃতির চর্চার মাধ্যমে অখ- ভারত পরিচয়ের বাইরেও তারা নিজেদের স্বকীয়তা যেমন রক্ষা করছে, তেমনি বিশ্ববাসীর নিকট পৌঁছে দিচ্ছে আত্মপরিচয়। জাতীয় উন্নয়নে মাতৃভাষা ও সংস্কৃতি শুধু আত্মপরিচয়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে না, এর অর্থনৈতিক উপযোগিতাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। দক্ষিণ কোরিয়ার সিনেমা শিল্প বিশ্বআসরে ইতোমধ্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে নিয়েছে। ২০২০ সালে অস্কারে সেরা চলচ্চিত্রের পুরস্কার অর্জন করেছে কোরিয়ান ভাষার সিনেমা 'প্যারাসাইট'। এই প্রথম ইংরেজি ভাষার বাইরে কোন সিনেমা অস্কারে সেরা চলচ্চিত্রের পুরস্কার লাভ করেছে। সিমোটি সারা পৃথিবীতে প্রসংশিত হয়েছে এবং আয় করেছে ১৬৭ মিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থ। এছাড়াও, ২০১৮ সালে চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন মাধ্যম থেকে দক্ষিণ কোরিয়ার আয় ছিল ৮২৮০ বিলিয়ন ওন, যা তাদের মোট জিডিপি'র ০.৪% (সুত্র- Oxford Economics, December 2017)। এরকম আরও অনেক

উদাহরণ রয়েছে। চীন নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি যত্নশীল হিসেবে বিশ্বব্যাপী সুপরিচিত।নানান জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনের মাধ্যমে তারা নিজেদের নববর্ষকে পালন করে থাকে। তখন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পর্যটকরা চীনে ভীড় করেন। ২০১৯ সালে শুধু নববর্ষকে কেন্দ্র করে পর্যটন খাতে চীনের আয় ছিল ৫১০ বিলিয়ন উয়ান। তাই জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে চিন্তা ও দৈনন্দিন জীবনে মাতৃভাষার চর্চা বাড়াতে হবে, যা মানুষের সাথে মাটির সম্পর্ককে গভীর করবে এবং অবশ্যম্ভাবীভাবে সাংস্কৃতিক উন্নতিকে তরান্বিত করবে।

বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞান চর্চার বিষয়টি খুব বেশি আলোচিত হচ্ছে। এর প্রধান কারণ হলো বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে মানুষ অবাস্তব ধারণা থেকে বিজ্ঞানসম্মত বাস্তব ধারণায় উপনীত হয়। যেখানে আবেগ ও কল্পনার চেয়ে প্রমাণ এবং যৌক্তিকতাকে প্রাধান্য দেয়া হয়। ফলে মানুষ বাস্তববাদী ও আশাবাদী হয়ে বিজ্ঞানের জ্ঞানকে দেশের উন্নয়নে কাজে লাগাতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞানের চর্চা কীভাবে হলে মানুষ তার প্রতি আকৃষ্ট হবে, সেটি নিয়ে ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে। এ ক্ষেত্রে ভাষার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। আর ভাষা হিসেবে মাতৃভাষা বেশি কার্যকর এবং তা সহজে মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে। ১৯৫৩ সাল থেকে ইউনেস্কো এই বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা স্তর থেকে মাতৃভাষা প্রয়োগের কথা বলে আসছে। গবেষণায় দেখা গেছে, মাতৃভাষায় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হলে এতে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সংখ্যা যেমন বাড়ে, তেমনি শিক্ষার্থীদের সফল হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি থাকে। গবেষণা ও তথ্য-উপাত্ত বলছে যে, মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান চর্চার সঙ্গে একটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পায়। ভারতীয় ভাষাতত্ত্ববিদ পট্টানায়েক বিষয়টিকে একইভাবে তুলে ধরে বলেন, মাতৃভাষার ব্যবহার উন্নয়ন সূচকের মাঝে গণ্য করা উচিত।

পদার্থবিজ্ঞানী প্রফেসর হারুনর রশীদ তার 'বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান' (১৯৮৪ পৃ-৬৭) গ্রন্থে লিখেছেন : "গত তিনশ' বৎসরে ইউরোপে বিজ্ঞান প্রগতির কারণ বোধ হয় দু'টি। একটি হল কৃষির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা পরিত্যাগ করা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহার করেই ইউরোপ তার প্রথম শিল্পবিপ্লবের মাধ্যমে আর্থ-সমাজিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন করেছে। দ্বিতীয় কারণটি হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চায় মাতৃভাষার ব্যবহার, পৃথিবীর কোনো উন্নতিকামী, আত্মসচেতন জাতি বিদেশি ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কথা চিন্তাও করতে পারে না। রাশিয়া, জার্মানি, তুরস্ক, ফ্রান্স, জাপান, চীনের মতো উন্নত রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব করেছে মাতৃভাষায় প্রযুক্তি চর্চার মাধ্যমে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা করা সম্ভব কিনা, আর এর ফলাফল ইতিবাচক হবে কিনা। বাংলা ভাষার প্রতি আবেগের জায়গা থেকে শুধু নয়, যৌক্তিকতার দিক থেকেও বিষয়টি অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। বিষয়টা অদ্ভুত মনে হতে পারে; কিন্তু গবেষণা ও তথ্য-উপাত্ত বলছে যে, মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান চর্চার সঙ্গে একটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পায়। এর কারণ হল- মাতৃভাষার মাধ্যমে যখন কোনো একটি দেশ বিজ্ঞান চর্চা করে, তখন সে দেশের মানুষের উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ ঘটে। এই উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগ করে সে দেশ প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে উৎকর্ষতা অর্জনে সমর্থ হয়। ফলে প্রযুক্তির হাত ধরে বিভিন্ন ধরনের শিল্প-কারখানা গড়ে উঠে, যা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে। বিজ্ঞানী প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বাংলাভাষায় বিজ্ঞান চর্চাকে অনুপ্রাণিত করার জন্য তার ছাত্রদের কাছে রাশিয়ান বিজ্ঞানী মেন্দেলেভের কথা বলতেন, যিনি পিরিওডিক টেবিলের আবিষ্কারক। বিজ্ঞানী মেন্দেলেভ তার কাজ রাশিয়ান জার্নালে প্রকাশ করতেন, কারণ তিনি চাইতেন পৃথিবীর অন্য ভাষাভাষী বিজ্ঞানীরা যেন রুশ ভাষা শিখতে বাধ্য হন। বাংলাভাষার প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রেও এই বিষয়টি ভাবা যেতে পারে।

প্রথমদিকে বাংলাভাষায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগনানন্দ রায়, জগদীশ চন্দ্র বসু, প্রফু চন্দ্র রায়সহ অনেকেই বিজ্ঞান চর্চা করেছেন। আমাদের দেশে এ সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করেছেন কুদরত-ই খুদা, কাজী মোতাহার হোসেন, আবদুল্লাহ্ আল-মুতী শরফুদ্দীন এবং আরও অনেকে। আর রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়েছিলেন বিদেশি

জাহাজে যে জ্ঞান আমাদের দেশে এসে পৌঁছেছে, দেশি নৌকা ও ডিঙি মারফত সে সব বাংলার গ্রামে পৌঁছে দিতে। এখন দরকার বাংলাভাষায় বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্র তৈরি করে তা প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত প্রচলন করা। সরকার এবং সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সমন্বিত সহযোগিতায় এটি বাস্তব রূপ পেতে পারে।*

* প্রফেসর, ইতিহাস ও দর্শন বিভাগ, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।

স্থিরচিত্রে ২০২০-২০২১

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে অধিদপ্তরে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি।

বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ শেখ কামাল এর ৭১তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের ৯০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল।

জাতীয় শোক দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে ১৫ আগস্ট ২০২০ তারিখে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে অধিদপ্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস-২০২০ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল।

১৮ আগস্ট ২০২০ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের রেকর্ড হস্তান্তর। রেকর্ড গ্রহণ করছেন অধিদপ্তরের পরিচারক জনাব মোঃ সুজায়েত উল্যা।

সেবাপ্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবাগ্রহীতা অবহিতকরণ সভা গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

২৭/১০/২০২০ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এপিডি অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দলের জাতীয় আরকাইভস পরিদর্শন।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার মধ্যে এপিএ বাস্তবায়নে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করায় পুরস্কার গ্রহণ।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়নে গৃহীত কর্মপন্থা বিষয়ক কর্মশালা ৩০/১১/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

১৪ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি অধিদপ্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

মহান বিজয় দিবস ২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে ১৬ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে সপ্তাহব্যাপী প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব ফরিদ আহমদ ভূঁইয়া।

মহান বিজয় দিবস ২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় স্মৃতিসৌধে আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

২৩ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের রেকর্ড হস্তান্তর। রেকর্ড গ্রহণ করছেন অধিদপ্তরের পরিচারক জনাব মোঃ সুজায়েত উল্যা।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে 'সরকারি অর্থ ও সম্পদের সাশ্রয়ী ব্যবহারের লক্ষ্যে করণীয় নির্ধারণ' সংক্রান্ত কর্মশালা ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত।

২৫ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে অগ্নি দুর্ঘটনা প্রতিরোধ এবং মোকাবেলায় বিশেষ মহড়া।

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে অধিদপ্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে 'দেশ উন্নয়নে মাতৃভাষা ও সংস্কৃতি চর্চা' শীর্ষক সেমিনার।

১৮ মার্চ ২০২১ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল।

১৮ মার্চ ২০২১ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ প্রদর্শনীর উদ্বোধন।

এ্যাডভান্সড আরকাইভাল রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট (৯ম ব্যাচ) শীর্ষক ১০ দিনব্যাপী পেশাগত প্রশিক্ষণের উদ্বোধন।

আধুনিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা (৯ম ব্যাচ) শীর্ষক ১০ দিনব্যাপী পেশাগত প্রশিক্ষণের উদ্বোধন।

মহান স্বাধীনতা দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে জাতীয় স্মৃতিসৌধে আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

২১ মার্চ-০১ এপ্রিল ২০২১ তারিখ পর্যন্ত আয়োজিত ১০ দিনব্যাপী পেশাগত প্রশিক্ষণের সনদ বিতরণী অনুষ্ঠান।

আন্তর্জাতিক আরকাইভস সপ্তাহ ২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানসূচির উদ্বোধন করছেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব ফরিদ আহমদ ভূঁইয়া।

আন্তর্জাতিক আরকাইভস সপ্তাহ ২০২১ উপলক্ষ্যে ভার্চুয়াল আলোচনা সভা।

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) এর প্রশিক্ষণার্থীদের জাতীয় গ্রন্থাগার পরিদর্শন।

২৭ জুন ২০২১ তারিখে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, তদন্ত সংস্থা কর্তৃক মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলাসমূহের রেকর্ড হস্তান্তর।

পরিশিষ্ট-ক

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) অগ্রগতি প্রতিবেদন (জুলাই/২০২০-জুন/২০২১)

							পরিমাপের মান						সাফল্য		
ক্রমিক নং	কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর	অর্জন (মন্ত্রিপরিষদ দ্বারা অনুমোদিত)
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
১	বুদ্ধিবৃত্তিক প্রকাশনার সমন্বয়ে জাতীয় তথ্যভান্ডার সমৃদ্ধকরণ	৩৮	[১.১] নতুন ও মৌলিক প্রকাশনা সংগ্রহকরণ	[১.১.১] সংগৃহীত প্রকাশনা	সংখ্যা	৮	৭০৫০	৬৯৫০	৬৯০০	৬৮৬২	৬৮৫০	৫৪৩৫	০	০	
			[১.২] গবেষক ও পাঠক সেবা	[১.২.১] গবেষক ও পাঠক আগমন	জন	৮	১৯২০০	১৯১০০	১৯০০০	১৮৯০০	১৮৮০০	৮৯৪০	০	০	
			[১.৩] ISBN নম্বর প্রদান	[১.৩.১] ইস্যূকৃত ISBN	সংখ্যা	৮	৭২০০	৭১০০	৭০০০	৬৯০০	৬৮০০	৭০৭৩	৮৭.২৫	৬.৯৮	
			[১.৪] আরকাইভাল নথিপত্র সংগ্রহ	[১.৪.১] সংগৃহীত নথিপত্র	সংখ্যা	৬	১০২৫	১০০০	৯৫০	৯০০	৮৫০	১০৬৯	১০০	৬	
			[১.৫] গবেষণা ও রেফারেন্স সেবা	[১.৫.১] গবেষক আগমন	জন	৮	৭৫০	৭০০	৭৫০	৭২৫	৭০০	৭২৫	৭০	৫.৬	
২	সংগৃহীত প্রকাশনা ও আরকাইভাল	৩৭	[২.১] তথ্যসামগ্রী অ্যাকসেশন/	[২.১.১] বই অ্যাকসেশন	সংখ্যা	৩	৫৩০০	৫০০০	৪৯০০	৪৮০০	৪৭০০	৭৮৭৯	১০০	৩	
				[২.১.২] বইয়ের	সংখ্যা	৩	৫৭০০	৫৫০০	৫৩০০	৫২০০	৫১০০	১২৮২৩	১০০	৩	

							পরিমাপের মান						সাফল্য		
ক্রমিক নং	কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর	অর্জন (মন্ত্রিপরিষদ দ্বারা অনুমোদিত)
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
	নথিপত্র প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ, ডিজিটাইজেশন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ		শ্রেণিকরণ/ ডাটাএন্ট্রির মাধ্যমে ডিজিটাল ক্যাটালগ তৈরি/ জাতীয় গ্রন্থপঞ্জির জন্য পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশ	শ্রেণিকরণ নম্বর প্রদান											
				[২.১.৩] বই ও পত্রিকার ডিজিটাল ক্যাটালগ তৈরি	সংখ্যা	৩	৭২০০	৭১০০	৭০০০	৬৯০০	৬৮০০	১৩৫৩২	১০০	৩	
				[২.১.৪] জাতীয় গ্রন্থপঞ্জির পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন	তারিখ	২	৩০-১১-২০২০	০৯-১২-২০২০	১৫-১২-২০২০	২০-১২-২০২০	৩০-১২-২০২০	০	১০০	২	
				[২.১.৫] জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি প্রকাশ	তারিখ	১	১৬-০৫-২০২১	২০-০৫-২০২১	২৫-০৫-২০২১	২৭-০৫-২০২১	৩০-০৫-২০২১	০	১০০	১	
			[২.২] নথিপত্র প্রক্রিয়াকরণ, বই, পত্রপত্রিকা ও নথিপত্র মেরামত ও বাঁধাইকরণ	[২.২.১] নথিপত্র প্রক্রিয়াকরণ	সংখ্যা	৩	৫২০০	৫১০০	৫০০০	৪৯০০	৪৮০০	২২৬৯১	১০০	৩	
				[২.২.২] বই, পত্রপত্রিকা ও নথিপত্র মেরামত ও বাঁধাই	ভলিয়ুম	৩	১২৭৫	১১৭৫	১০৭৫	৯২৩	৯০০	৯৬১	৭২.৬৭	২.১৮	
			[২.৩] তথ্যসামগ্রীর ডিজিটাইজেশন (স্ক্যানিং) এবং আরকাইভস দিবস উদযাপন	[২.৩.১] বই, পত্রপত্রিকা ও নথিপত্র ডিজিটাইজকরণ	ইমেজ সংখ্যা	৪	২৭০০০০	২৫৫০০০	২৩৫০০০	২১৮৫১৮	২১৮০০০	২৫৭৪৭৯	৯১.৭৫	৩.৬৭	
				[২.৩.২] আন্তর্জাতিক আরকাইভস দিবস	তারিখ	৪	০৯-০৬-২০২১					০	৯০	৩.৬	

							পরিমাপের মান						সাফল্য		
ক্রমিক নং	কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর	অর্জন (মন্ত্রিপরিষদ দ্বারা অনুমোদিত)
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
				উদযাপন											
			[২.৪] পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান	[২.৪.১] আরকাইভস ও গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	জন	৪	১০৪	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৬১	০	০	
			[২.৫] সেমিনার ও ওয়ার্কশপ আয়োজন এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম	[২.৫.১] সেমিনার ও ওয়ার্কশপ আয়োজন করা	সংখ্যা	৪	৬	৫	৪	৩	২	৪	৮০	৩.২	
				[২.৫.২] বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তরসংস্থা, বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা	সংখ্যা	৩	৬	৫	৪	৩	২	২	৬০	১.৮	
এম.১	দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ	১০	[এম.১.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] এপিএ'র সকল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	সংখ্যা	২	৪					৪	১০০	২	
				[এম.১.১.২] এপিএ টিমের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	১	১২	১১				১২	১০০	১	

							পরিমাপের মান						সাফল্য		
ক্রমিক নং	কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর	অর্জন (মন্ত্রিপরিষদ দ্বারা অনুমোদিত)
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
			[এম.১.২] শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চার বিষয়ে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়	[এম.১.২.১] মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	২	৪	৩	২			৪	১০০	২	
			[এম.১.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে সেবাগ্রহীতা /অংশীজনদের অবহিতকরণ	[এম.১.৩.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সংখ্যা	১	৪	৩	২			৪	১০০	১	
			[এম.১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবাগ্রহীতাদের অবহিতকরণ	[এম.১.৪.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সংখ্যা	২	৪	৩	২			৪	১০০	২	
			[এম.১.৫] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন	[এম.১.৫.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত	সংখ্যা	২	৪	৩				৪	১০০	২	

							পরিমাপের মান						সাফল্য		
ক্রমিক নং	কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর	অর্জন (মন্ত্রিপরিষদ দ্বারা অনুমোদিত)
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
			কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ												
এম.২	কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি	৯	[এম.২.১] ই-নথি বাস্তবায়ন	[এম.২.১.১] ই-নথিতে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	২	৮০	৭০	৬০			৯১.৪৪	১০০	২	
			[এম.২.২] ডিজিটাল সেবা চালুকরণ	[এম.২.২.১] একটি নতুন ডিজিটাল সেবা চালুকৃত	তারিখ	২	১৫-০২-২০২১	১৫-০৩-২০২১	১৫-০৪-২০২১	১৫-০৫-২০২১		০	৬০	১.২	
			[এম.২.৩] সেবা সহজিকরণ	[এম.২.৩.১] একটি সহজিকৃত সেবা অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়িত	তারিখ	২	২৫-০২-২০২১	২৫-০৩-২০২১	২৫-০৪-২০২১	২৫-০৫-২০২১		০	৬০	১.২	
			[এম.২.৪] কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[এম.২.৪.১] প্রত্যেক কর্মচারীর জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজিত	জনঘণ্টা	১	৫০	৪০	৩০	২০		৩৬.৬৫	৮৭	০.৮৭	
				[এম.২.৪.২] ১০ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব প্রত্যেক কর্মচারীকে এপিএ বিষয়ে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ	জনঘণ্টা	১	৫	৪				৬	১০০	১	
			[এম.২.৫]	[এম.২.৫.১]	সংখ্যা	১	১					০	০	০	

							পরিমাপের মান						সাফল্য		
ক্রমিক নং	কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর	অর্জন (মন্ত্রিপরিষদ দ্বারা অনুমোদিত)
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
			এপিএ বাস্তবায়নে প্রনোদনা প্রদান	ন্যুনতম একটি আওতাধীন দপ্তর/ একজন কর্মচারীকে এপিএ বাস্তবায়নের জন্য প্রনোদনা প্রদানকৃত											
এম.৩	আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৬	[এম.৩.১] বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.৩.১.১] ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় সম্পাদিত	%	১	১০০	৯০	৮০			১০০	১০০	১	
			[এম.৩.২] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)/বাজেট বাস্তবায়ন	[এম.৩.২.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) /বাজেট বাস্তবায়িত	%	২	১০০	৯০	৮০			০	০	০	
			[এম.৩.৩] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[এম.৩.৩.১] ত্রিপক্ষীয় সভায় উপস্থাপনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরিত	%	১	৮০	৭০	৬০	৫০		১০০	১০০	১	
				[এম.৩.৩.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	১	৫০	৪০	৩০	২৫		০	০	০	
			[এম.৩.৪]	[এম.৩.৪.১] স্থাবর	তারিখ	১	১৫-১২-	১৪-০১-	১৫-০২-			০	৭০	০.৭	

							পরিমাপের মান						সাফল্য		
ক্রমিক নং	কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর	অর্জন (মন্ত্রিপরিষদ দ্বারা অনুমোদিত)
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
			স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত ও হালনাগাদকরণ	ও অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুতকৃত এবং হালনাগাদকৃত			২০২০	২০২১	২০২১						
												মোট সংযুক্ত স্কোর:	৭৩.৮		

পরিশিষ্ট-খ

শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন

স্ব মূল্যায়ন পদ্ধতিতে বার্ষিক প্রতিবেদন (জুলাই/২০২০-জুন/২০২১)

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নেরদায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২০-২০২১							মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন	অর্জিত মান	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা.....৮													
১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা	অনুষ্ঠিত সভা	৪	সংখ্যা	নৈতিকতা কমিটি	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১	৪	৪	
						অর্জন	১	১	১	১	৪		
১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	৪	%	নৈতিকতা কমিটি	৮০%	লক্ষ্যমাত্রা	৮০%	৮০%	৮০%	৮০%	৮০%	৪	
						অর্জন	৯০%	১০০%	১০০%	১০০%	৯৭.৫%		
২. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন.....১০													
২.১ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা	অনুষ্ঠিত সভা	২	সংখ্যা	পরিচালক (আ:)	১	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	-	১	১	২	
						অর্জন	১	১	১	১	৪		
২.২ অংশীজনের অংশগ্রহণে সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	২	%	পরিচালক (আ:)	৭০%	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	-	৭০%	৭০%	২	
						অর্জন	১০০%	৮০%	৮০%	১০০%	৯০%		
২.৩ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণার্থী	৩	সংখ্যা	বিবলিওগ্রাফার (প্রকা: ও রেফা:)	৯০	লক্ষ্যমাত্রা	২৫	২৫	২০	২০	৯০	৩	
						অর্জন	২১	৫১	১৮	-	৯০		
২.৪ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণার্থী	৩	সংখ্যা	বিবলিওগ্রাফার (প্রকা: ও রেফা:)	৯০	লক্ষ্যমাত্রা	২৫	২৫	২০	২০	৯০	২.৫৭	
						অর্জন	-	২৮	৪৯	-	৭৭		
৩. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/বিধি/নীতিমালা/ম্যানুয়াল ও প্রজ্ঞাপন/পরিপত্র-এর বাস্তবায়ন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে খসড়া প্রণয়ন.....১০													
৩.১ গ্রন্থাগার ব্যবহার নির্দেশিকা খসড়া প্রস্তুত	খসড়া প্রস্তুত	৩	তারিখ	পরিচালক (লাই:) ও উপপরিচালক (লাই:)	৩০.১২.২০২০	লক্ষ্যমাত্রা	-	৩০.১২.২০	-	-		৩	
						অর্জন		৩০.১২.২০					
৩.২ গ্রন্থাগার ব্যবহার নির্দেশিকা খসড়া চূড়ান্তকরণের জন্য কর্মশালার আয়োজন	কর্মশালার আয়োজন	৩	তারিখ	পরিচালক (লাই:) ও উপপরিচালক (লাই:)	৩০.০৩.২০২১	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	৩০.০৩.২১	-		০	
						অর্জন			-				

৩.৩ গ্রন্থাগার ব্যবহার নির্দেশিকা জারি	জারিকরণ	৪	তারিখ	পরিচালক (লাই:) ও উপপরিচালক (লাই:)	৩০.০৬.২০২১	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	-	৩০.০৬.২১		০	
						অর্জন				-			
৪. ওয়েবসাইটে সেবাবক্স হালনাগাদকরণ.....৮													
৪.১ সেবা সংক্রান্ত টোল ফ্রি নম্বরসমূহ স্ব স্ব তথ্য বাতায়নে দৃশ্যমানকরণ	তথ্য বাতায়নে দৃশ্যমানকৃত	১	তারিখ	প্রোগ্রামার	৩০.০৯.২০২০ ৩১.১২.২০২০ ৩১.০৩.২০২১ ৩০.০৬.২০২১	লক্ষ্যমাত্রা	৩০.৯.২০	৩১.১২.২০	৩১.৩.২১	৩০.৬.২১		**১**	
						অর্জন	২৯.৯.২০	৩০.১২.২০	৩১.৩.২১	৩০.৬.২১			
৪.২ স্ব স্ব ওয়েবসাইটে শুদ্ধাচার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ	সেবাবক্স হালনাগাদকৃত	২	তারিখ	প্রোগ্রামার	৩০.০৯.২০২০ ৩১.১২.২০২০ ৩১.০৩.২০২১ ৩০.০৬.২০২১	লক্ষ্যমাত্রা	৩০.৯.২০	৩১.১২.২০	৩১.৩.২১	৩০.৬.২১		**২**	
						অর্জন	২৯.৯.২০	৩১.১২.২০	৩১.৩.২১	৩০.৬.২১			
৪.৩ স্ব স্ব ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ	সেবাবক্স হালনাগাদকৃত	২	তারিখ	প্রোগ্রামার	৩০.০৯.২০২০ ৩১.১২.২০২০ ৩১.০৩.২০২১ ৩০.০৬.২০২১	লক্ষ্যমাত্রা	৩০.৯.২০	৩১.১২.২০	৩১.৩.২১	৩০.৬.২১		**২**	
						অর্জন	২৯.৯.২০	৩১.১২.২০	৩১.৩.২১	৩০.৬.২১			
৪.৪ স্ব স্ব ওয়েবসাইটের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সেবাবক্স হালনাগাদকরণ	ওয়েবসাইটে হালনাগাদকৃত	২	তারিখ	প্রোগ্রামার	৩০.০৯.২০২০ ৩১.১২.২০২০ ৩১.০৩.২০২১ ৩০.০৬.২০২১	লক্ষ্যমাত্রা	৩০.৯.২০	৩০.১২.২০	৩১.৩.২১	৩০.৬.২১		**২**	
						অর্জন	২৯.৯.২০	২৯.১২.২০	৩১.৩.২১	৩০.৬.২১			
৪.৫ স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ	হালনাগাদকৃত নির্দেশিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	১	তারিখ	প্রোগ্রামার	৩০.০৯.২০২০ ৩১.১২.২০২০ ৩১.০৩.২০২১ ৩০.০৬.২০২১	লক্ষ্যমাত্রা	৩০.৯.২০	৩০.১২.২০	৩১.৩.২১	৩০.৬.২১		১	
						অর্জন	২৯.৯.২০	৩০.১২.২০	৩১.৩.২১	৩০.৬.২১			
৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠা.....৬													
৫.১ উত্তম চর্চার তালিকা প্রণয়ন করে স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ	উত্তম চর্চার তালিকা প্রেরিত	৩	তারিখ	পরিচালক (আঃ)	৩০.১২.২০২০	লক্ষ্যমাত্রা	-	৩০.১২.২০	-	-		৩	
						অর্জন	-	-	১১.০২.২১	-			
৫.২ অনলাইন সিস্টেমে অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ	অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত	৩	%	অনিক	৮০%	লক্ষ্যমাত্রা	৮০%	৮০%	৮০%	৮০%	৮০%	৩	
						অর্জন	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
৬. প্রকল্পের ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার.....৬													
৬.১ প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন	অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা	২	তারিখ	-	-	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	-	-		২	২০২০-২১ অর্থবছরে এখন পর্যন্ত অধিদপ্তরের অনুমোদিত কোন প্রকল্প নেই।
						অর্জন							
৬.২ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ	দাখিলকৃত প্রতিবেদন	২	সংখ্যা	-	-	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	-	-		২	
						অর্জন							
৬.৩ প্রকল্প	বাস্তবায়নের	২	%	-	-	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	-	-		২	

পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন	হার					অর্জন							
৭. ক্রয়ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার.....৭													
৭.১ পিপিএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও পিপিআর ২০০৮-এর বিধি ১৬(৬) অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	৩	তারিখ	প্রোগ্রামার ও চীফ বিবলিওগ্রাফার/উপপরিচালক	৩০.৯.২০২০	লক্ষ্যমাত্রা	৩০.৯.২০	-	-	-		৩	
						অর্জন	২৯.৭.২০	-	-	-			
৭.২ ই-টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয়কার্য সম্পাদন	ই-টেন্ডারে ক্রয় সম্পন্ন	৪	%	প্রোগ্রামার	৫০%	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	-	৫০%	৫০%	৪	
						অর্জন	-	-		৫০%	৫০%		
৮. **স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি শক্তিশালীকরণ.....১৪**													
৮.১ স্ব স্ব সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস্ চার্টার) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি প্রণীত ও বাস্তবায়িত	৩	তারিখ	পরিচালক	৩০.১২.২০২০	লক্ষ্যমাত্রা	-	৩০.১২.২০	-	-		৩	
						অর্জন	২৪.৯.২০	২০.১২.২০	২৮.৩.২১	২৮.৬.২১			
৮.২ শাখা/অধিশাখা ও আওতাধীন/অধস্তন কার্যালয় পরিদর্শন	পরিদর্শন সম্পন্ন	২	সংখ্যা	মহাপরিচালক/পরিচালক	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১	৪	১.৫	
						অর্জন	১	১	১	-	৩		
৮.৩ শাখা/অধিশাখা ও আওতাধীন/অধস্তন কার্যালয় পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন	পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়িত	২	%	উপরিচালকদ্বয়	৮০%	লক্ষ্যমাত্রা	৮০%	৮০%	৮০%	৮০%	৮০%	১.৭৫	
						অর্জন	৮০%	১০০%	১০০%	-	৭০%		
৮.৪ সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ অনুযায়ী নথির শ্রেণি বিন্যাসকরণ	নথি শ্রেণি বিন্যাসকৃত	২	%	উপপরিচালক (প্রশাসন)	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	-	১০০%	১০০%	২	
						অর্জন	-	-		-	১০০%		
৮.৫ শ্রেণিবিন্যাসকৃত নথি বিনষ্টকরণ	নথি বিনষ্টিকৃত	২	%	উপপরিচালক (প্রশাসন)	৭০%	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	-	৭০%	৭০%	০	
						অর্জন	-	-		-	-		
৮.৬ প্রাতিষ্ঠানিক গণশুনানি আয়োজন	প্রাতিষ্ঠানিক গণশুনানী আয়োজিত	৩	সংখ্যা	বিবলিওগ্রাফার(প্রকা: ও রেফা:)	২	লক্ষ্যমাত্রা	-	১	-	১	২	৩	
						অর্জন	১	১	১	১	৪		
৯. **শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম.....১৫** (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ন্যূনতম পাঁচটি কার্যক্রম)													
৯.১ সরকারি অর্থ ও সম্পদের সাশ্রয়ী ব্যবহারের	করণীয় নির্ধারণ	৩	তারিখ	পরিচালক/ উপপরিচালক (প্রশাসন)/চীফ বিবলিওগ্রাফার	৩০.৯.২০২০	লক্ষ্যমাত্রা	৩০.৯.২০	-	-	-		৩	
						অর্জন	৩০.৯.২০						

লক্ষ্যে করণীয় নির্ধারণ													
৯.২ সরকারি অর্থ ও সম্পদের সাশ্রয়ী ব্যবহারের লক্ষ্যে করণীয় নির্ধারণের উপর কর্মশালার আয়োজন	কর্মশালার আয়োজন	৩	তারিখ	পরিচালক/ উপপরিচালক (প্রশাসন)/চীফ বিবলিওগ্রাফার	৩০.১২.২০২০	লক্ষ্যমাত্রা	-	৩০.১২.২০	-	-		৩	
						অর্জন		৩১.১২.২০					
৯.৩ সরকারি অর্থ ও সম্পদের সাশ্রয়ী ব্যবহারের লক্ষ্যে করণীয় নির্ধারণের সুপারিশমালা চূড়ান্তকরণ ও জারি	সুপারিশমালা চূড়ান্তকরণ ও জারি	৩	তারিখ	পরিচালক/ উপপরিচালক (প্রশাসন)/চীফ বিবলিওগ্রাফার	৩০.৩.২০২১	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	৩০.৩.২১	-		৩	
						অর্জন			৩০.৩.২১				
৯.৪ সরকারি অর্থ ও সম্পদের সাশ্রয়ী ব্যবহার এর উপর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণ আয়োজন	৩	তারিখ	পরিচালক/ উপপরিচালক (প্রশাসন)/চীফ বিবলিওগ্রাফার	৩০.৩.২০২১	লক্ষ্যমাত্রা			৩০.৩.২১			৩	
						অর্জন			৩০.৩.২১				
৯.৫ সরকারি অর্থ ও সম্পদের সাশ্রয়ী ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ফলাফল পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পন্ন	৩	তারিখ	পরিচালক/ উপপরিচালক (প্রশাসন)/চীফ বিবলিওগ্রাফার	৩০.৬.২০২১	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	-	৩০.৬.২১		০	
						অর্জন				-			
১০. শুদ্ধাচার চর্চার জন্য পুরস্কার প্রদান.....৩													
১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	প্রদত্ত পুরস্কার	৩	তারিখ	মহাপরিচালক	৩০.৬.২০২১	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	-	৩০.৬.২১		০	
						অর্জন	-	-	-	-			
১১. কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন.....২													
১১.১ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন (স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ/টিওএন্ডইভুক্ত অকেজো মালামাল বিনষ্টকরণ/পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি ইত্যাদি)	উন্নত কর্ম-পরিবেশ	২	সংখ্যা ও তারিখ	মহাপরিচালক	১ ও ৩০.৯.২০	লক্ষ্যমাত্রা	৩০.৯.২০	-	-	-		২	
						অর্জন	১ ও ৩০.৯.২০	৩১.১২.২০	-	-			
১২. অর্থ বরাদ্দ.....৩													
১২.১ শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনায় অর্ন্তভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের	বরাদ্দকৃত অর্থ	৩	লক্ষ টাকা	চীফ বিবলিওগ্রাফার/উপপরিচালক	২.০০	লক্ষ্যমাত্রা	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	২.০০	২.১৫	
						অর্জন	১১.৪০০/-	৯৭,৪০০/-	৩৪,৪০০/-	-	১.৪৩		

আনুমানিক পরিমাণ													
১৩. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন.....৮													
১৩.১ দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২০-২১ স্ব স্ব মন্ত্রণালয় এবং ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ	প্রণীত কর্ম-পরিকল্পনা আপলোডকৃত	২	তারিখ	ফোকাল পয়েন্ট	১০.৮.২০২০	লক্ষ্যমাত্রা	১০.৮.২০					২	
						অর্জন	০৫.৮.২০						
১৩.২ নির্ধারিত সময়ে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে দাখিল ও স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ	ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত ও আপলোডকৃত	২	তারিখ	ফোকাল পয়েন্ট	১১.১০.২০২০ ১০.০১.২০২১ ১১.০৪.২০২১ ১১.০৭.২০২১	লক্ষ্যমাত্রা	১১.১০.২০২০	১০.০১.২০২১	১১.০৪.২০২১	১১.০৭.২০২১		২	
						অর্জন	৮.১০.২০	১০.০১.২১	১১.০৪.২১	০৮.৭.২১			
১৩.৩ আওতাধীন আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান	ফিডব্যাক সভা/কর্মশালা অনুষ্ঠিত	৪	তারিখ	-	-	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	-	-		৪	মাঠ পর্যায়ে কোন অফিস নেই।
						অর্জন							
স্ব মূল্যায়ন পদ্ধতিতে প্রাপ্ত নম্বর												৮২.৯৭	

পরিশিষ্ট-গ

বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১ এর বাষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন (জুলাই ২০২০ - জুন ২০২১)

ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান (Weight of Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২০২১ (Target /Criteria Value for 2020-2021)					বাস্তবায়ন অগ্রগতি জুলাই-ডিসেম্বর ২০২০
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	১০	১.১ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	১.১.১কর্মপরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	৪	৩০-৭-২০২০	৪-৮-২০২০	৮-৮-২০২০	১১-৮-২০২০	১৬-৮-২০২০	২৭ জুলাই ২০২০ তারিখে কর্মপরিকল্পনা প্রণীত
			১.২ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মহামারী/আপদকাল মোকাবেলার সাথে সম্পৃক্ততা	১.২.১ প্রণীত কর্মপরিকল্পনায় মহামারী/আপদকাল মোকাবেলায় বিশেষ পদক্ষেপের রুপরেখা প্রকাশ	তারিখ	৩	৩০-৭-২০২০	৪-৮-২০২০	৮-৮-২০২০	১১-৮-২০২০	১৬-৮-২০২০	২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে মহামারী/আপদকাল মোকাবেলায় বিশেষ পদক্ষেপের প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত
			১.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ	১.৩.১ মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরিত	তারিখ	১	৪-৮- ২০২০	১১-৮- ২০২০	১৬-৮- ২০২০	২২-৮- ২০২০	২৮-৮-২০২০	২৮ জুলাই ২০২০ তারিখে কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত
			১.৪ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ	১.৪.১ তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত	তারিখ	২	১০-৮- ২০২০	১৪-৮- ২০২০	১৮-৮- ২০২০	২২-৮-২০২০	২৮-৮-২০২০	২৮ জুলাই ২০২০ তারিখে কর্মপরিকল্পনা তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত
২	ইনোভেশন টিমের সভা	৬	২.১ ইনোভেশন টিমের সভা অনুষ্ঠান	২.১.১ সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	৪	৬	৫	৪	৩	২	২৭ জুলাই , ৩১ আগস্ট ও ০৩ নভেম্বর ২০২০ তারিখে মোট ০৩টি সভা করা হয়েছে
			২.২ ইনোভেশন টিমের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	২.২.১ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত	%	২	৯৫	৮০	৭৫	৭০	৬৫	সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত
৩	উদ্ভাবন খাতে (কোড নম্বর-৩২৫৭১০৫) বরাদ্দ	৪	৩.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাজেট বরাদ্দ	৩.১.১ বাজেট বরাদ্দকৃত	টাকা	২	১৫০০০০	-	-	-	-	সংশোধিত বাজেটে ১.৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে
			৩.২ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়	৩.২.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত	%	২	৯০	৮৫	৮০	৭৫	৭০	কোভিড ১৯ এর কারণে কোন অর্থ ব্যয় হয়নি
৪	সক্ষমতা বৃদ্ধি	৯	৪.১ উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ বিষয়ে এক দিনের কর্মশালা/ সেমিনার	৪.১.১ কর্মশালা/ সেমিনার অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	৩	১	-	-	-	-	কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়নি

ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান (Weight of Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২০২১ (Target /Criteria Value for 2020-2021)					বাস্তবায়ন অগ্রগতি জুলাই-ডিসেম্বর ২০২০
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
			৪.২ উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন	৪.২.১ প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা (জন)	৩	২০	১৮	১৬	১৪	১২	প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়নি
			৪.৩ সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন	৪.৩.১ প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা (জন)	৩	২০	১৮	১৬	১৪	১২	প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়নি
৫	স্বীয় দপ্তরের সেবায় উদ্ভাবনী ধারণা/ উদ্যোগ আহবান, যাচাই-বাছাই-সংক্রান্ত কার্যক্রম	৪	৫.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধরণাগুলো যাচাই-বাছাইপূর্বক তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ	৫.১.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগের তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত	তারিখ	৪	৩-১১-২০২০	৫-১১-২০২০	১০-১১-২০২০	১৭-১১-২০২০	২০-১১-২০২০	০৩ নভেম্বর ২০২০ তারিখে তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত
৬	উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন	৬	৬.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়নের সরকারি আদেশ জারি	৬.১.১ পাইলটিং বাস্তবায়নের আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৩	১৯-১২-২০২০	২৪-১২-২০২০	৩০-১১-২০২০	৫-১-২০২১	১০-১-২০২১	-
			৬.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়ন	৬.২.১ পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়িত	তারিখ	৩	১-০৩- ২০২১	৫-৩- ২০২১	১০-৩- ২০২১	১৫-৩- ২০২১	১৯-৩- ২০২১	০১ মার্চ ২০২১ তারিখে বাস্তবায়িত
৭	উদ্ভাবন প্রদর্শনী (শোকেসিং)	৬	৭.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত প্রদর্শনীতে (শোকেসিং) অংশগ্রহণ	৭.১.১ আয়োজিত উদ্ভাবন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ	তারিখ	৬	১৫-০৫-২০২১	২২-৫-২০২১	২৯-৫-২০২১	১০-৬-২০২১	১৫-৬-২০২১	-
৮	উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন	৮	৮.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক/ জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন	৮.১.১ বাস্তবায়নের জন্য অফিস আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৮	১০-৬-২০২১	১৬-৬-২০২১	২০-৬-২০২১	২৫-৬-২০২১	৩০-৬-২০২১	-
৯	স্বীকৃতি বা প্রণোদনা প্রদান	৫	৯.১ উদ্ভাবকগণকে প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদান	৯.১.১ প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/ সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদানকৃত	সংখ্যা (জন)	৩	২	১	১	১	১	-
			৯.২ উদ্ভাবকগণকে দেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ	৯.২.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত	সংখ্যা (জন)	২	৫	৪	৩	২	১	৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত

ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান (Weight of Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২০২১ (Target /Criteria Value for 2020-2021)					বাস্তবায়ন অগ্রগতি জুলাই-ডিসেম্বর ২০২০
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১০	তথ্য বাতায়নহালনাগাদকরণ	৮	১০.১ ইনোভেশন টিমের পূর্ণাঙ্গ তথ্যসহ বছরভিত্তিক উদ্ভাবনের সকল তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ	১০.১.১ উদ্ভাবনের তথ্য আপলোডকৃত/ হালনাগাদকৃত	নিয়মিত (%)	৪	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	-
			১০.২ বছরভিত্তিক পাইলট ও বাস্তবায়িত সেবা সহজিকরণের তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ	১০.২.১ সেবা সহজিকরণের তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকৃত	%	২	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	-
			১০.৩ বাস্তবায়িত ডিজিটাল-সেবার তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ	১০.৩.১ ডিজিটাল-সেবার তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকৃত	%	২	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	-
১১	ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন	৪	১১.১ ন্যূনতম একটি ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা	১১.১.১ একটি ডিজিটাল সেবা বাস্তবায়িত	তারিখ	৪	১৫-২-২০২১	১৫-৩-২০২১	৩১-৩-২০২১	৩০-৪-২০২১	৩০-৫-২০২১	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে বাস্তবায়িত
১২	সেবা সহজিকরণ	৮	১২.১ ন্যূনতম একটি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণের পাইলটিং বাস্তবায়ন	১২.১.১ সহজিকরণের পাইলটিং বাস্তবায়নের অফিস আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৪	১৫-১০-২০২০	২০-১০-২০২০	২৪-১০-২০২০	২৮-১০-২০২০	৩০-১০-২০২০	-
			১২.২ ন্যূনতম একটি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ সারাদেশে সম্প্রসারণ/ রেপ্লিকেশন	১২.২.১ সেবা সহজিকরণ বাস্তবায়নে চূড়ান্ত অফিস আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৪	১৫-০৪-২০২১	৩০-৪-২০২১	১৫-৫-২০২১	৩০-৫-২০২১	১৫-৬-২০২১	-
১৩	পরিবীক্ষণ	৭	১৩.১ উদ্ভাবনগণের উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা (ক্যালেন্ডার) প্রণয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ	১৩.১.১ উদ্ভাবনগণের উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	৩	১৯-১২-২০২০	২৪-১২-২০২০	৩০-১১-২০২০	৫-১-২০২১	১০-১-২০২১	-
			১৩.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ	১৩.২.১ উদ্ভাবকগণের সঙ্গে উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে টিমের সভা আয়োজিত	সংখ্যা	২	৩	২	১	-	-	-
			১৩.৩ মাঠ পর্যায়ে চলমান উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান	১৩.৩.১ প্রকল্প পরিদর্শনকৃত এবং সহায়তা প্রদানকৃত	সংখ্যা (কয়টি)	২	-	-	-	-	-	-

ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান (Weight of Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২০২১ (Target /Criteria Value for 2020-2021)					বাস্তবায়ন অগ্রগতি জুলাই-ডিসেম্বর ২০২০
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১৪	ডকুমেন্টেশন প্রকাশনা	৭	১৪.১ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা (পাইলট ও সম্প্রসারিত)	১৪.১.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত	তারিখ	৪	২০-০৫-২০২১	২৫-৫-২০২১	৩১-৫-২০২১	১০-৬-২০২১	১৫-৬-২০২১	-
			১৪.২ সেবা সহজিকরণের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা	১৪.২.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত	তারিখ	৩	২০-০৫-২০২১	২৫-৫-২০২১	৩১-৫-২০২১	১০-৬-২০২১	১৫-৬-২০২১	-
১৫	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়ন	৮	১৫.১ উদ্ভাবন পরিকল্পনার অর্ধ-বাষিক স্ব-মূল্যায়ন	১৫.১.১ অর্ধ- বার্ষিক প্রতিবেদন স্ব-মূল্যায়িত	তারিখ	৩	৩০-১-২০২১	৫-২-২০২১	১০-২-২০২১	১৭-২-২০২১	২০-২-২০২১	-
			১৫.২ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধ- বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ	১৫.২.১ অর্ধ- বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত	তারিখ	১	৫-২-২০২১	১০-২-২০২১	১৭-২-২০২১	২০-২-২০২১	২৫-২-২০২১	-
			১৫.৩ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাষিক স্ব-মূল্যায়ন	১৫.৩.১ বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকৃত	তারিখ	৩	১৫-৭-২০২১	২০-৭-২০২১	২৩-৭-২০২১	২৬-৭-২০২১	৩০-৭-২০২১	-
			১৫.৪ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ	১৫.৪.১ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত	তারিখ	১	২০-৭-২০২১	২৩-৭-২০২১	২৬-৭-২০২১	৩০-৭-২০২১	৫-৮-২০২১	-

পরিশিষ্ট-ঘ

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen's Charter)

১. রূপকল্প (Vision) ও অভিলক্ষ্য (Mission)

রূপকল্প (Vision) : ইতিহাস ও ঐতিহ্য সচেতন জ্ঞানভিত্তিক জাতি গঠন।

অভিলক্ষ্য (Mission) : আইনগত রক্ষক হিসেবে জাতীয় আরকাইভস ও জাতীয় গ্রন্থাগারে সংগৃহীত আরকাইভ্যাল ডকুমেন্টস ও জ্ঞানসামগ্রীর স্থায়ী সুরক্ষা এবং তথ্য/গবেষণা সেবাদানের মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক সচেতন জাতি গঠনে সহযোগিতা করা।

২. প্রতিশ্রুত সেবাসমূহ:

২.১) নাগরিক সেবা

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবাদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
০১.	কপিরাইট আইনে নতুন প্রকাশনা জমা গ্রহণের রশিদ প্রদান	নির্দিষ্ট ফরমে প্রকাশনা জমাদানের পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমোদন	নির্দিষ্ট ফরম পূরণপূর্বক সৃজনশীল প্রকাশনা জমাদান। **ফরম প্রাপ্তিস্থান :** বিবলিওগ্রাফি (সংগ্রহ) শাখা/ওয়েবসাইট।	বিনামূল্যে	০১ (এক) কর্মদিবস	মোঃ আবু দাউদ বিবলিওগ্রাফার (সংগ্রহ), অতি.দা. ফোন : +৮৮-০২-৯১১২৭৩৩ মোবাইল : +৮৮-০১৭১৪৫৬৮১৫১ ইমেইল : abudaudnlb@gmail.com
০২.	ISBN বরাদ্দ সেবা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমোদনক্রমে অনলাইনে QR Code সহ ISBN প্রদান	১. ISBN বরাদ্দের জন্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের (www.nanl.gov.bd অথবা সরাসরি http://isbn.teletalk.com.bd/) আইএসবিএন সংক্রান্ত অংশে 'ISBN অনলাইন আবেদন' এ ক্লিক করে রেজিস্ট্রেশনপূর্বক আবেদন করা যায়। ২. রেজিস্ট্রেশনের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র, ছবি, স্বাক্ষর নির্ধারিত রেজুলেশন অনুযায়ী সংযুক্ত করতে হয়। প্রকাশক রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্সও সংযুক্ত করতে হয়। **প্রাপ্তিস্থান :** বর্ণিত ওয়েব লিংক।	প্রতিটি ISBN ফি ৫০/- সার্ভিস চার্জ ৬/- মোট=৫৬/- **পরিশোধ পদ্ধতি :** টেলিটক মোবাইল অপারেটরের মাধ্যমে পরিশোধযোগ্য।	**ISBN বরাদ্দের সময়সূচি :** সকাল ৯ টা হতে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত। (সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত)	মোঃ জামাল উদ্দিন চীফ বিবলিওগ্রাফার/উপপরিচালক (চ.দা.) ফোন : +৮৮-০২-৪৮১১৪৩৩১ মোবাইল : +৮৮-০১৫৩১২৬৯৭০২ ইমেইল : jamal_nlbd@yahoo.com
০৩.	কপিরাইট আইনে সংগৃহীত পুস্তকাদি ও পত্র-পত্রিকার রেফারেন্স সেবা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমোদনক্রমে চাহিদাকৃত তথ্য সরবরাহ	১. নিয়মিত তথ্য ও গবেষণা সেবা পেতে গবেষক সদস্য হতে হয়। ২. প্রাতিষ্ঠানিক তথ্যসেবা প্রাপ্তির জন্য আনুষ্ঠানিক পত্র জমা দিতে হয়। ৩. নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন ও রেজিস্টারে নাম, ঠিকানা লিখতে হয়। **প্রাপ্তিস্থান :** বিবলিওগ্রাফি (প্রকাশনা ও রেফারেন্স) শাখা।	১. বিনামূল্যে । ২.নির্দিষ্ট তথ্যের হার্ডকপি/ সফটকপি/ফটোকপি/ম্যাপ প্রভৃতির জন্য সরকার নির্ধারিত ফি প্রদান করতে হয়। **পরিশোধ পদ্ধতি :** রশিদের মাধ্যমে পরিশোধযোগ্য।	ক. ০১ (এক) কর্মদিবস খ. আনুষ্ঠানিক পত্র প্রাপ্তির ০২ কর্মদিবসের মধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ	মুহাম্মদ মুসলিম উদ্দিন বিবলিওগ্রাফার (প্রকাশনা ও রেফারেন্স) ফোন : +৮৮-০২-৯১১২৭৩৩ মোবাইল : +৮৮-০১৭৫৪৪৭৮৬৭১ ইমেইল : muslim.uddin@nanl.gov.bd

০৪.	জাতীয় আরকাইভসের সদস্য নম্বর ও কার্ড প্রদান	যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সদস্য কার্ড প্রদান	১. সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি। ২. অফিসিয়াল আইডি অথবা জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি। ৩. পাসপোর্টের ফটোকপি (বিদেশিদের ক্ষেত্রে)। ৪. তত্ত্বাবধানকারীর সুপারিশপত্র। ৫. নির্ধারিত ফরম পূরণ। **প্রাপ্তিস্থান :** সদস্য ফরম ৩০৬ নং কক্ষ এবং ওয়েবসাইটে (www.nanl.gov.bd)।	১। গবেষক সদস্য ফি (সাধারণ) ৫০/- ২। বিশেষ গবেষক সদস্য ফি- ১০০/- ৩। বিদেশি গবেষক সদস্য ফি- ২০০/- **পরিশোধ পদ্ধতি :** রশিদের মাধ্যমে পরিশোধযোগ্য।	সদস্য নম্বর প্রদান- ০১ (এক) কর্মদিবস এবং কার্ড প্রদান- ০৫ কর্মদিবস	মোঃ ইলিয়াছ মিয়া গবেষণা কর্মকর্তা ফোন : +৮৮-০২-৮১৮১২২৭ মোবাইল : +৮৮-০১৮১৯৮৭২৭০৩ ই-মেইল : elias_004@yahoo.com
০৫.	জাতীয় আরকাইভসে সদস্য কার্ড নবায়ন	যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সদস্য কার্ড নবায়ন করা হয়	১. নির্দিষ্ট সদস্য ফরম । ২. পুরাতন সদস্য কার্ড জমা প্রদান। **প্রাপ্তিস্থান :** সদস্য ফরম ৩০৬ নং কক্ষ এবং ওয়েবসাইটে (www.nanl.gov.bd)।	১. গবেষক সদস্য (সাধারণ) প্রতি বছর নবায়ন ফি ২৫/- ২. বিশেষ গবেষক সদস্য প্রতি বছর নবায়ন ফি-৫০/- **পরিশোধ পদ্ধতি :** রশিদের মাধ্যমে পরিশোধযোগ্য।	০৫ কর্মদিবস	মোঃ ইলিয়াছ মিয়া গবেষণা কর্মকর্তা ফোন : +৮৮-০২-৮১৮১২২৭ মোবাইল : +৮৮-০১৮১৯৮৭২৭০৩ ই-মেইল : elias_004@yahoo.com
০৬.	জাতীয় গ্রন্থাগারের সদস্য নম্বর ও কার্ড প্রদান	যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সদস্য কার্ড প্রদান	১. নির্দিষ্ট সদস্য ফরম । ২. ফরমের নির্দিষ্ট অংশে ৯ম গ্রেড বা তদূর্ধ্ব গ্রেডের গেজেটেড কর্মকর্তা/ বিভাগীয় প্রধান কর্তৃক সত্যায়ন। ৩. জাতীয় পরিচয়পত্রের প্রত্যায়িত অনুলিপি। ৪. কিশোর পাঠকদের ক্ষেত্রে পরিচয়পত্রের প্রত্যায়িত অনুলিপি। ৫. পাসপোর্ট সাইজের ছবি-০২কপি। ৬. পাসপোর্টের ফটোকপি (বিদেশিদের ক্ষেত্রে)। **প্রাপ্তিস্থান :** সদস্য ফরম ২০৬ নং কক্ষ এবং ওয়েবসাইটে (www.nanl.gov.bd)।	১. সাধারণ পাঠক-৫০/- (প্রতি বছর নবায়ন ফি-২৫/-) ২. গবেষক-১০০/- (প্রতি বছর নবায়ন ফি-৫০/-) ৩. বিদেশি গবেষক-২০০/- **পরিশোধ পদ্ধতি :** রশিদের মাধ্যমে পরিশোধযোগ্য।	সদস্য নম্বর প্রদান- ০১ (এক) কর্মদিবস এবং কার্ড প্রদান- ০৫ কর্মদিবস	মোঃ নাজমুস শাহাদৎ সহকারী গ্রন্থাগার পরিচালক ফোন : +৮৮-০২-৯১২০১৮৩ মোবাইল : +৮৮-০১৬৮৭৩৪৯০২১ ইমেইল : shahadut.adnlb@gmail.com
০৭.	জাতীয় গ্রন্থাগারের সদস্য কার্ড নবায়ন	যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সদস্য কার্ড নবায়ন করা হয়	১. নির্দিষ্ট সদস্য ফরম । ২. পুরাতন সদস্য কার্ড জমা প্রদান। **প্রাপ্তিস্থান :** সদস্য ফরম ২০৬ নং কক্ষ এবং ওয়েবসাইটে (www.nanl.gov.bd)।	১. সাধারণ পাঠক-প্রতি বছর নবায়ন ফি-২৫/- ২. গবেষক-প্রতি বছর নবায়ন ফি-৫০/- **পরিশোধ পদ্ধতি :** রশিদের মাধ্যমে পরিশোধযোগ্য।	০৫ কর্মদিবস	মোঃ নাজমুস শাহাদৎ সহকারী গ্রন্থাগার পরিচালক ফোন : +৮৮-০২-৯১২০১৮৩ মোবাইল : +৮৮-০১৬৮৭৩৪৯০২১ ইমেইল : shahadut.adnlb@gmail.com

০৮.	গবেষক ও পাঠক সেবা (তথ্যসেবা)		১. সদস্য কার্ড প্রদর্শন। ২. রেজিস্টারে নাম, ঠিকানা লিখন। ৩. রেফারেন্স ও গবেষণা সেবার জন্য ফরমে চাহিদা প্রদান। **প্রাপ্তিস্থান :** জাতীয় গ্রন্থাগারের ০৩টি পাঠকক্ষ ও জাতীয় আরকাইভসের গবেষণা কক্ষে চাহিদার ফরম পাওয়া যায়।	বিনামূল্যে	০১ (এক) কর্মদিবস	**<u>আরকাইভসের ক্ষেত্রে</u>** মোঃ ইলিয়াছ মিয়া গবেষণা কর্মকর্তা ফোন : +৮৮-০২-৮১৮১২২৭ মোবাইল : +৮৮-০১৮১৯৮৭২৭০৩ ই-মেইল : elias_004@yahoo.com **<u>গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে</u>** মোঃ নাজমুস শাহাদৎ সহকারী গ্রন্থাগার পরিচালক ফোন : +৮৮-০২-৯১২০১৮৩ মোবাইল : +৮৮-০১৬৮৭৩৪৯০২১ ইমেইল : shahadut.adnlb@gmail.com
০৯.	জাতীয় গ্রন্থাগারের অনলাইন ক্যাটালগ (OPAC)	ওয়েবসাইটে প্রবেশ	www.nanl.gov.bd/ Link.nlb.opac	বিনামূল্যে	০১ (এক) কর্মদিবস	মোঃ হারিছ সরকার প্রোগ্রামার ফোন : +৮৮-০২-৪৮১১৩৭৫৭ মোবাইল : +৮৮-০১৯১৩৩৮৪৮৯৫ ই-মেইল: haris@nanl.gov.bd
১০.	ম্যাপ সেবা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমোদন	নিদিষ্ট ফরম পূরণপূর্বক চাহিদাপত্র দাখিল। **প্রাপ্তিস্থান :** জাতীয় আরকাইভসের কক্ষ নং- ৩০১ ও জাতীয় গ্রন্থাগারের স্ক্যানিং শাখা।	১. বিনামূল্যে ২. হার্ডকপি/সফটকপি/ ফটোকপি প্রভৃতির জন্য সরকার নির্ধারিত ফি প্রদান করতে হয়। **পরিশোধ পদ্ধতি :** রশিদের মাধ্যমে পরিশোধযোগ্য।	০১ (এক) কর্মদিবস	**<u>গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে</u>** মোঃ নাজমুস শাহাদৎ সহকারী গ্রন্থাগার পরিচালক ফোন : +৮৮-০২-৯১২০১৮৩ মোবাইল : +৮৮-০১৬৮৭৩৪৯০২১ ইমেইল : shahadut.adnlb@gmail.com **<u>আরকাইভসের ক্ষেত্রে</u>** মোঃ ইলিয়াছ মিয়া গবেষণা কর্মকর্তা ফোন : +৮৮-০২-৮১৮১২২৭ মোবাইল : +৮৮-০১৮১৯৮৭২৭০৩ ই-মেইল : elias_004@yahoo.com
১১.	ফটোকপি সেবা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমোদন	১. চাহিদা ফরমে পৃষ্ঠা সংখ্যা লিখতে হয়। ২. সরকার নির্ধারিত ফি জমা দিতে হয় । **প্রাপ্তিস্থান :** জাতীয় গ্রন্থাগারের কক্ষ নং-২০৬ ও জাতীয় আরকাইভসের কক্ষ নং-৩০১।	১। বই (প্রতি পৃষ্ঠা) ২/- ২। গেজেট/নথিপত্র (প্রতি পৃষ্ঠা) ৫/- ৩। পত্রিকা (প্রতি পৃষ্ঠা) ৫/- **পরিশোধ পদ্ধতি :** রশিদের মাধ্যমে পরিশোধযোগ্য।	০১ (এক) কর্মদিবস	**<u>গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে</u>** মোঃ নাজমুস শাহাদৎ সহকারী গ্রন্থাগার পরিচালক ফোন : +৮৮-০২-৯১২০১৮৩ মোবাইল : +৮৮-০১৬৮৭৩৪৯০২১ ইমেইল : shahadut.adnlb@gmail.com **<u>আরকাইভসের ক্ষেত্রে</u>** মোঃ ইলিয়াছ মিয়া গবেষণা কর্মকর্তা ফোন : +৮৮-০২-৮১৮১২২৭ মোবাইল : +৮৮-০১৮১৯৮৭২৭০৩

						ই-মেইল : elias_004@yahoo.com
১২.	স্ক্যানিং ও প্রিন্টিং সেবা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমোদন	১. নিদিষ্ট ফরম পূরণপূর্বক চাহিদাপত্র দাখিল। ২. অন্য শাখা থেকে আসা চাহিদা। **প্রাপ্তিস্থান :** জাতীয় আরকাইভসের আইটি শাখা (৫ম তলা) এবং জাতীয় গ্রন্থাগারের মাইক্রোফিল্ম ও স্ক্যানিং শাখা ।	১। বই (প্রতি পৃষ্ঠা) ৫/- ২। গেজেট/নথিপত্র (প্রতি পৃষ্ঠা) ১০/- ৩। পত্রিকা (প্রতি পৃষ্ঠা) ১০/- ৪। ক্যামেরার সাহায্যে তথ্যের ছবি ধারণ (প্রতি স্ল্যাপ) ২/- **পরিশোধ পদ্ধতি :** রশিদের মাধ্যমে পরিশোধযোগ্য।	০১ (এক) কর্মদিবস	**<u>আরকাইভসের ক্ষেত্রে</u>** মোঃ হারিছ সরকার প্রোগ্রামার ফোন : +৮৮-০২-৪৮১১৩৭৫৭ মোবাইল : +৮৮-০১৯১৩৩৮৪৮৯৫ ই-মেইল: haris@nanl.gov.bd **<u>গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে</u>** মোঃ নাজমুস শাহাদৎ সহকারী গ্রন্থাগার পরিচালক ফোন : +৮৮-০২-৯১২০১৮৩ মোবাইল : +৮৮-০১৬৮৭৩৪৯০২১ ইমেইল : shahadut.adnlb@gmail.com
১৩.	Wi-Fi ইন্টারনেট	সদস্য হওয়ার পর	সদস্যদের জন্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন গবেষণা ও পাঠকক্ষ	বিনামূল্যে	০১ (এক) কর্মদিবস	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান খান সহকারী প্রোগ্রামার ফোন : +৮৮-০২-৪৮১১৩৭৫৭ মোবাইল : +৮৮-০১৭১৮৪৪৩০৮৪ ই-মেইল : monirk1985@yahoo.com
১৪.	ক্রয়কৃত পণ্য/কাজ/সেবার মূল্য পরিশোধ	যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনে চেক/নগদ প্রদান	১.প্রশাসনিক ও আর্থিক অনুমোদনের কপি। ২. ভাউচার/বিল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্টক এন্ট্রিসহ)। ৩. টেন্ডার প্রক্রিয়ায় ক্রয়ের ক্ষেত্রে কার্যাদেশ, সিএসসহ সিডিউলে বর্ণিত সকল কাগজপত্র। (অধিদপ্তর ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান উল্লিখিত কাগজপত্র সরবরাহ করবেন।) **প্রাপ্তিস্থান :** হিসাব শাখা	বিনামূল্যে	২০ (বিশ) কর্মদিবস	মোঃ হারিছ সরকার প্রোগ্রামার ও ডিডিও ফোন : +৮৮-০২-৪৮১১৩৭৫৭ মোবাইল : +৮৮-০১৯১৩৩৮৪৮৯৫ ই-মেইল: haris@nanl.gov.bd

২.২) প্রাতিষ্ঠানিক সেবা:

১.	পরিদর্শন সেবা	যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন	আগ্রহী প্রতিষ্ঠানকে কমপক্ষে ০৩ কর্মদিবস পূর্বে মহাপরিচালক বা পরিচালক বরাবর আবেদন করতে হয়। **প্রাপ্তিস্থান :** উপপরিচালক আরকাইভস/লাইব্রেরি এর দপ্তরে আবেদন জমা দিতে হয়।	বিনামূল্যে	০৩ (তিন) কর্মদিবস	**<u>আরকাইভসের ক্ষেত্রে</u>** তাহমিনা আক্তার উপপরিচালক (আরকাইভস) (চ.দা). ফোন : +৮৮-০২-৮১৮১২২৭ মোবাইল : +৮৮-০১৯১১৫০৩১৩২ ইমেইল **:** tani.nlb@gmail.com **<u>গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে</u>** মোঃ জামাল উদ্দিন চীফ বিবলিওগ্রাফার/উপপরিচালক (চ.দা) ফোন : +৮৮-০২-৪৮১১৪৩৩১ মোবাইল : +৮৮-০১৫৩১২৬৯৭০২ ইমেইল: jamal_nlbd@yahoo.com
২.	পরামর্শ সেবা	যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন	১. পরামর্শ সেবার জন্য অনুরোধপত্র প্রেরণ করতে হয়। ২. কী ধরনের পরামর্শ তা উল্লেখ করতে হয়। **প্রাপ্তিস্থান :** মহাপরিচালকের দপ্তরে আবেদন জমা দিতে হয়।	চাহিত পরামর্শের ধরন/প্রকৃতি অনুযায়ী ফি/সম্মানী নির্ধারিত হয়	১০ কর্মদিবসের মধ্যে এ ধরনের পরামর্শ সেবা দেয়া হয়।	**<u>আরকাইভসের ক্ষেত্রে</u>** তাহমিনা আক্তার উপপরিচালক (আরকাইভস) (চ.দা). ফোন : +৮৮-০২-৮১৮১২২৭ মোবাইল : +৮৮-০১৯১১৫০৩১৩২ ইমেইল **:** tani.nlb@gmail.com **<u>গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে</u>** মোঃ জামাল উদ্দিন চীফ বিবলিওগ্রাফার/উপপরিচালক (চ.দা) ফোন : +৮৮-০২-৪৮১১৪৩৩১ মোবাইল : +৮৮-০১৫৩১২৬৯৭০২ ইমেইল: jamal_nlbd@yahoo.com
৩.	পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান (আরকাইভস)	মহাপরিচালকের অনুমোদন	১. সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ মহাপরিচালক বরাবর আবেদন করতে হয়। ২. সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট মনোনয়নের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়।	বিনামূল্যে	০৫ (পাঁচ) কর্মদিবসের মধ্যে	তাহমিনা আক্তার উপপরিচালক (আরকাইভস) (চ.দা). ফোন : +৮৮-০২-৮১৮১২২৭ মোবাইল : +৮৮-০১৯১১৫০৩১৩২ ইমেইল **:** tani.nlb@gmail.com

৪.	পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান (লাইব্রেরি)	মহাপরিচালকের অনুমোদন	১. সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ মহাপরিচালক বরাবর আবেদন করতে হয়। ২. সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট মনোনয়নের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়।	বিনামূল্যে	০৫ (পাঁচ) কর্মদিবসের মধ্যে	মোঃ জামাল উদ্দিন চীফ বিবলিওগ্রাফার/উপপরিচালক (চ.দা.) ফোন : +৮৮-০২-৪৮১১৪৩৩১ মোবাইল : +৮৮-০১৫৩১২৬৯৭০২ ইমেইল: jamal_nlbd@yahoo.com
৫.	অডিটোরিয়াম ভাড়া প্রাপ্তি (আরকাইভস)	পরিচালকের অনুমোদন	১। অনুষ্ঠান আয়োজক প্রতিষ্ঠানের প্যাডে / সাদা কাগজে মহাপরিচালক বরাবর আবেদন । ২। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি জমা প্রদান সাপেক্ষে মূল চালান জমা প্রদান। **প্রাপ্তিস্থান :** প্রশাসন শাখা ও উপপরিচালক (আরকাইভস) এর দপ্তর।	১। পূর্ণদিবস সকাল ৯.০০ টা থেকে রাত ৯.০০টা (ক) সরকারি ৮,০৫০/ টাকা (ভ্যাট সহ) (খ) বেসরকারি - ১১,৫০০/ টাকা (ভ্যাট সহ) ২। অর্ধদিবস সকাল ৯.০০ টা থেকে বেলা ২.০০ টা অথবা বিকাল ৪.০০ টা হতে রাত ৯.০০ টা (ক) সরকারি- ৫,৭৫০/ টাকা (ভ্যাট সহ) (খ) বেসরকারি- ৮,০৫০/ টাকা (ভ্যাট সহ) **পরিশোধ পদ্ধতি :** ব্যাংক চালানের মাধ্যমে ।	খালি থাকা সাপেক্ষে ০২ (দুই) কর্মদিবস	তাহমিনা আক্তার উপপরিচালক (আরকাইভস) (চ.দা). ফোন : +৮৮-০২-৮১৮১২২৭ মোবাইল : +৮৮-০১৯১১৫০৩১৩২ ইমেইল **:** tani.nlb@gmail.com
৬.	অডিটোরিয়াম ভাড়া প্রাপ্তি (লাইব্রেরি)	পরিচালকের অনুমোদন	১. অনুষ্ঠান আয়োজক প্রতিষ্ঠানের প্যাডে/সাদা কাগজে মহাপরিচালক বরাবর আবেদন করতে হয়। ২. সরকার নির্ধারিত ফি জমাদানের চালান রশিদ জমা প্রদান। **প্রাপ্তিস্থান :** প্রশাসন শাখা ও চীফ বিবলিগ্রাফার/উপপরিচালক এর দপ্তর।	১. অর্ধদিবসের জন্য-(৫০০০+৭৫০)=৫৭৫০/- (১৫% ভ্যাটসহ) ২.পূর্ণ দিবসের জন্য-(১০০০০+১৫০০)=১১৫০০/- (১৫%ভ্যাটসহ) **পরিশোধ পদ্ধতি :** ব্যাংক চালানের মাধ্যমে ।	খালি থাকা সাপেক্ষে ০২ (দুই) কর্মদিবস	মোঃ জামাল উদ্দিন চীফ বিবলিওগ্রাফার/উপপরিচালক (চ.দা.) ফোন : +৮৮-০২-৪৮১১৪৩৩১ মোবাইল : +৮৮-০১৫৩১২৬৯৭০২ ইমেইল: jamal_nlbd@yahoo.com

২.৩) অভ্যন্তরীণ সেবা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.		বিধি-বিধান অনুযায়ী সরকারি আদেশ জারি/ প্রয়োজনীয়	(ক) সাদা কাগজে আবেদন (খ) প্রযোজ্যক্ষেত্রে নির্ধারিত ফরমে প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত	বিনামূল্যে	(ক) নন গেজেটেড কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ০৭	তাহমিনা আক্তার উপপরিচালক (প্রশাসন) অতি.দা.

	অর্জিত ছুটি	ব্যবস্থা গ্রহণ।	ছুটির হিসাব বিবরণী জমাদান। **প্রাপ্তিস্থান :** প্রশাসন শাখা		কর্মদিবস (খ) গেজেটেড কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে ০৫ কর্মদিবস	ফোন : +৮৮-০২-৮১৮১২২৭ মোবাইল : +৮৮-০১৯১১৫০৩১৩২ ইমেইল **:** tani.nlb@gmail.com
২.	শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি	বিধি-বিধান অনুযায়ী সরকারি আদেশ জারি/ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	(ক) সাদা কাগজে আবেদন (খ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নির্ধারিত ফরমে প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত ছুটির হিসাব বিবরণী জমাদান। (গ) আবেদনের সঙ্গে পূর্ববর্তী বছরের ছুটি মঞ্জুরের কপি। **প্রাপ্তিস্থান :** প্রশাসন শাখা	বিনামূল্যে	(ক) নন গেজেটেড কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ০৫ কর্মদিবস (খ) গেজেটেড কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে ০৩ কর্মদিবস	তাহমিনা আক্তার উপপরিচালক (প্রশাসন) অতি.দা. ফোন : +৮৮-০২-৮১৮১২২৭ মোবাইল : +৮৮-০১৯১১৫০৩১৩২ ইমেইল **:** tani.nlb@gmail.com
৩.	মাতৃত্বকালীন ছুটি	বিধি-বিধান অনুযায়ী সরকারি আদেশ জারি/ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	(ক) সাদা কাগজে আবেদন (খ) সম্ভাব্য মাতৃত্বের তারিখ সংবলিত সংশ্লিষ্ট গাইনী ডাক্তারের সনদপত্র। **প্রাপ্তিস্থান :** প্রশাসন শাখা	বিনামূল্যে	(ক) নন গেজেটেড কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ০৫ কর্মদিবস (খ) গেজেটেড কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে ০৩ কর্মদিবস।.	তাহমিনা আক্তার উপপরিচালক (প্রশাসন) অতি.দা. ফোন : +৮৮-০২-৮১৮১২২৭ মোবাইল : +৮৮-০১৯১১৫০৩১৩২ ইমেইল **:** tani.nlb@gmail.com
৪.	উচ্চতর স্কেল	অর্থবিভাগ কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত বিধিমালা অনুযায়ী সরকারি মঞ্জুরি আদেশ জারি/ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	(ক) সাদা কাগজে আবেদন (খ) সর্বশেষ ৫ বছরের সন্তোষজনক এসিআর/সার্ভিস বুক (গ) অর্থ বিভাগের জারিকৃ সরকারি আদেশ। (ঘ) বিভাগীয় মামলা নাই মর্মে অধিদপ্তর প্রধান কতর্কৃ প্রত্যয়নপত্র। (ঙ) ১৭-২০ গ্রেডের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে চাকরি সন্তোষজনক মর্মে শাখা কর্মকর্তার প্রত্যয়ন। **প্রাপ্তিস্থান :** প্রশাসন শাখা	বিনামূল্যে	(ক) নন গেজেটেড কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ১৫ কর্মদিবস। (খ) গেজেটেড কর্মকদর্তাদের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ ০৭ কর্মদিবস।	তাহমিনা আক্তার উপপরিচালক (প্রশাসন) অতি.দা. ফোন : +৮৮-০২-৮১৮১২২৭ মোবাইল : +৮৮-০১৯১১৫০৩১৩২ ইমেইল **:** tani.nlb@gmail.com
৫.	চাকরি স্থায়ীকরণ	সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিধিমালা অনুযায়ী সরকারি আদেশ জারি/ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	(ক)চাকরিতে যোগদান/পদোন্নতির জিও। (খ) পদ সৃষ্টির জিও (গ) সর্বশেষ ০২ বছরের সন্তোষজনকএসিআর (ঘ) বিভাগীয় মামলা নাই মর্মে প্রত্যয়নপত্র (গেজেটেড কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে) (ঙ) বিদ্যমান নিয়োগবিধির কপি (চ) সাংগঠনিক কাঠামোর কপি। (ছ)সাদা কাগজে আবেদন	বিনামূল্যে	(ক) গেজেটেড কর্মকর্তাদের নথি প্রক্রিয়াকরণ ০৫ কর্মদিবস। (খ) নন গেজেটেড কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ১০ কর্মদিবস।	তাহমিনা আক্তার উপপরিচালক (প্রশাসন) অতি.দা. ফোন : +৮৮-০২-৮১৮১২২৭ মোবাইল : +৮৮-০১৯১১৫০৩১৩২ ইমেইল **:** tani.nlb@gmail.com
৬.	সাধারণ ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম মঞ্জুরি	বিধিমালা অনুযায়ী সরকারি আদেশ জারি/ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	(ক) নির্ধারিত ফরমে আবেদন (খ) প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয় কতর্কৃ প্রদেয় জিপি ফান্ডের স্লিপ।	বিনামূল্যে	(ক) গেজেটেড কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে নথি মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ ০৩ কর্মদিবস। (খ) নন গেজেটেড কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ০৭ কর্মদিবস।	তাহমিনা আক্তার উপপরিচালক (প্রশাসন) অতি.দা. ফোন : +৮৮-০২-৮১৮১২২৭ মোবাইল : +৮৮-০১৯১১৫০৩১৩২ ইমেইল **:** tani.nlb@gmail.com
৭.	অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেনশন	বিধিমালা অনুযায়ী সরকারি আদেশ জারি/ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	(ক) নির্ধারিত ফরমে আবেদন (খ) জিপি ফান্ডের চুড়ান্ত হিসাব বিবরণী। (গ) শেষ বেতনের প্রত্যয়ন পত্র।			তাহমিনা আক্তার উপপরিচালক (প্রশাসন) অতি.দা. ফোন : +৮৮-০২-৮১৮১২২৭

	মঞ্জুরি		(ঘ) জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি। (ঙ) ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি (চ) সরকারি বাসায় বসবাস করতেন/করতেন না মর্মে প্রত্যয়ন পত্র (ছ) মামলা সংক্রান্ত প্রত্যয়ন পত্র (জ) নাগরিকত্বের সনদের ফটোকপি (ঝ) এস.এস.সি সনদের ফটোকপি (ঞ) না-দাবীর প্রত্যয়ন পত্র (ট)নমুনা স্বাক্ষর ও হাতের পাঁচ আঙ্গুলের ছাপ (ঠ) প্রাপ্ত পেনশনের বৈধ উত্তরাধিকারী ঘোষণা পত্র প্রাপ্তি স্থান : প্রশাসন শাখা/এজি অফিস	বিনামূল্যে	(ক) গেজেটেড কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ ১৫ কর্মদিবস। (খ) নন গেজেটেড কর্মচারী ৩০ কর্মদিবস।	মোবাইল : +৮৮-০১৯১১৫০৩১৩২ ইমেইল : tani.nlb@gmail.com
৮.	কম্পিউটার ক্রয়/ মটর কার/ মটরসাইকেল/ গৃহনির্মাণ ঋণ মঞ্জুরি	বিধিমালা অনুযায়ী মঞ্জুরিপত্র জারি/ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রাপ্যতা সাপেক্ষে নির্ধারিত ফরমে আবেদন। প্রাপ্তিস্থান : প্রশাসন শাখা	বিনামূল্যে	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ ০৫ কর্মদিবস।	তাহমিনা আক্তার উপপরিচালক (প্রশাসন) অতি.দা. ফোন : +৮৮-০২-৮১৮১২২৭ মোবাইল : +৮৮-০১৯১১৫০৩১৩২ ইমেইল : tani.nlb@gmail.com
৯.	শূন্য পদে পদোন্নতি	(ক) পদোন্নতি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি (নন গেজেটেড কর্মচারীদের জন্য) (খ) পদোন্নতির জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ (গেজেটেড কর্মকর্তাদের জন্য)।	(ক) সাদা কাগজে আবেদন (খ) চাকরি স্থায়ীকরণ জিও. (গ) সর্বশেষ ০৫ বছরের সন্তোষজনক এসিআর (ঘ) বিভাগীয় মামলা নাই মর্মে প্রত্যয়নপত্র (গেজেটেড কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে) (ঙ) বিদ্যমান নিয়োগবিধির কপি	বিনামূল্যে	(ক) নন গেজেটেড কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ৩০ কর্মদিবস (খ) গেজেটেড কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ ০৫ কর্মদিবস	তাহমিনা আক্তার উপপরিচালক (প্রশাসন) অতি.দা. ফোন : +৮৮-০২-৮১৮১২২৭ মোবাইল : +৮৮-০১৯১১৫০৩১৩২ ইমেইল : tani.nlb@gmail.com
১০.	শূন্য পদে নিয়োগ	(ক) নিয়োগপত্র জারি (নন গেজেটেড কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে) (খ) নিয়োগের জন্য শূন্য পদের তথ্যসহ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ। (গেজেটেড কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে)	(ক) শূন্য পদের ছাড়পত্র আনা (খ) পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি জারি (গ) ডিপিসির সভা আহবান (ঘ) নির্বাচনী পরীক্ষা গ্রহণ (ঙ) নিয়োগ পত্র জারি	বিনামূল্যে	(ক) নন গেজেটেড কর্মচারী নিয়োগের সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে ০২ মাস। (খ) গেজেটেড কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে প্রস্তাব প্রেরণ ০৫ কর্মদিবস।	তাহমিনা আক্তার উপপরিচালক (প্রশাসন) অতি.দা. ফোন : +৮৮-০২-৮১৮১২২৭ মোবাইল : +৮৮-০১৯১১৫০৩১৩২ ইমেইল : tani.nlb@gmail.com
১১.	ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ এবং বিভিন্ন কার্যক্রম ও অনুষ্ঠানের প্রতিবেদন এবং ছবি আপলোড করা	সংশ্লিষ্ট শাখার প্রস্তাব প্রাপ্তি/ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর হালনাগাদকরণ	প্রস্তাব সংবলিত পত্র/ নির্দেশনা	বিনামূল্যে	০১ (এক) কর্মদিবস	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান খান সহকারী প্রোগ্রামার ফোন : +৮৮-০২-৪৮১১৩৭৫৭ মোবাইল : +৮৮-০১৭১৮৪৪৩০৮৪ ই-মেইল monirk1985@yahoo.com

৩) আপনার/আপনাদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা:

ক্রমিক নং	প্রতিশ্রুত/কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে করণীয়
০১.	স্বয়ংসম্পূর্ণ আবেদন জমা প্রদান;
০২.	যথাযথ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় ফি পরিশোধ করা;
০৩.	সাক্ষাতের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপস্থিত থাকা;
০৪.	ধৈর্য সহকারে সেবা গ্রহণ করা;
০৫.	ভদ্রতা ও নীরবতা বজায় রাখা এবং
০৬.	সেবা সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য সচেষ্ট থাকা।

৪) অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (GRS):

সেবা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তার কাছ থেকে সমাধান না পাওয়া গেলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যোগাযোগ করে আপনার সমস্যা অবহিত করুন।

ক্র. নং	কখন যোগাযোগ করবেন	কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন	যোগাযোগের ঠিকানা	নিষ্পত্তির সময়সীমা
১.	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে না পারলে	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক)	মুহাম্মদ মুসলিম উদ্দিন বিবলিওগ্রাফার (প্রকাশনা ও রেফারেন্স) ফোন : ০১৭৫৪৪৭৮৬৭১ ইমেইল : muslim.uddin@nanl.gov.bd	৩০ (ত্রিশ) কর্মদিবস
২.	GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে	আপিল কর্মকর্তা	মহাপরিচালক ফোন : +৮৮-০২-৪৮১১৭৬৯৫ ইমেইল : dg@nanl.gov.bd ওয়েব পোর্টাল : www.nlb.gov.bd	২০ (বিশ) কর্মদিবস
৩.	আপিল কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল	অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্র ৫নং গেইট বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ওয়েব : www.grs.gov.bd	৬০ (ষাট) কর্মদিবস

৫) সাধারণত যে সকল কারণে আবেদন বাতিল হয় অথবা সেবা প্রদান সম্ভব হয় না:

ক্রমিক নং	যে সকল কারণে আবেদন বাতিল অথবা সেবা প্রদান সম্ভব হয় না
১.	আবেদনপত্রে প্রদত্ত তথ্য ভুল প্রমাণিত হলে।
২.	নির্ধারিত সেবামূল্য পরিশোধ করা না হলে।
৩.	নিয়মকানুন (Rules & Regulations) বহির্ভূত কার্যক্রম সংঘটিত হলে।

পরিশিষ্ট-ঙ

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (GRS) বার্ষিক প্রতিবেদন (২০২০-২০২১)

মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম : **আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর**

মাসের নাম	প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	অনিষ্পন্ন অভিযোগের সংখ্যা	মন্তব্য
জুলাই/২০২০	-	-	-	-
আগস্ট/২০২০	-	-	-	-
সেপ্টেম্বর/২০২০	০১টি	০১টি	-	-
অক্টোবর/২০২০	-	-	-	-
নভেম্বর/২০২০	-	-	-	-
ডিসেম্বর/২০২০	-	-	-	-
জানুয়ারি/২০২১	-	-	-	-
ফেব্রুয়ারি/২০২১	-	-	-	-
মার্চ/২০২১	০১টি	০১টি	-	-
এপ্রিল/২০২১	-	-	-	-
মে/২০২১	-	-	-	-
জুন/২০২১	-	-	-	-
মোট	০২টি	০২টি	শূন্য	১০০% অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে সেবাগ্রহীতা /অংশীজনদের সঙ্গে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অবহিতকরণ সভার আয়োজন করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট-চ

জাতীয় আরকাইভসের উপদেষ্টা পরিষদ

বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস আইন, ২০২১ এর ৫ ধারায় অর্পিত ক্ষমতা বলে নিম্নলিখিত ১৭ সদস্যের সমন্বয়ে জাতীয় আরকাইভসের উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হবে :

ক্রমিক নং	নাম	পদমর্যাদা
১.	সিনিয়র সচিব/সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২.	ড. আশফাক হোসেন, অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৩.	ড. মোহাম্মদ মাহবুবুল হক, অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৪.	ড. চিত্তরঞ্জন মিশ্র, অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৫.	ড. এ. কে. এম. জসীম উদ্দিন, অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৬.	প্রতিনিধি, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
৭.	প্রতিনিধি, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮.	প্রতিনিধি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯.	প্রতিনিধি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০.	প্রতিনিধি, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১.	প্রতিনিধি, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	সদস্য
১২.	প্রতিনিধি, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৩.	প্রতিনিধি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	সদস্য
১৪.	প্রতিনিধি, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৫.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফিল্ম আরকাইভ	সদস্য
১৬.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	সদস্য
১৭.	মহাপরিচালক, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর	সদস্য-সচিব

০২ । উক্ত পরিষদ বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস আইন, ২০২১ -এর ৬ ও ৭ ধারার আলোকে সকল কার্য সম্পাদন করবে।

জাতীয় আরকাইভস উপদেষ্টা পরিষদের সভা প্রতি বছর ন্যূনতম দুইবার অনুষ্ঠিত হবে। সভার সুপারিশের আলোকে জাতীয় আরকাইভস সংগ্রহ ও সংরক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

পরিশিষ্ট-ছ

জাতীয় আরকাইভসের গবেষণা ফরম

আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর
Directorate of Archives and Libraries
বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস
National Archives of Bangladesh
গবেষণা করার জন্য আবেদনপত্র ।
Application form for Research

গবেষকের ১(এক) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি
1(One) copy PP size picture of Researcher

পরিচালক / Director
বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস, ঢাকা ।
National Archives of Bangladesh, Dhaka.

মহোদয় / Sir

আমি আমার গবেষণার প্রয়োজনে জাতীয় আরকাইভসে সংরক্ষিত নথিপত্র দেখতে আগ্রহী । অনুগ্রহপূর্বক অনুমতি প্রদানে বাধিত করিবেন ।
Kindly enrole me as a research scholar for consulting records Preserved in the National Archvies of Bangladesh.

নাম ঃ
Name :

ব্যক্তিগত তথ্য / PERSONAL INFORMATION

পিতার নামঃ Father's Name:		মাতার নামঃ Mother's Name:	
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ Educational Qualification:		পেশাঃ Profession :	
পদবী ঃ Designation:		প্রতিষ্ঠানের নামঃ Name of Organization:	
প্রতিষ্ঠানের ঠিকানাঃ Organization Addr:			
ইমেইল ঃ Email :		অফিসিয়াল ফোনঃ Official Phone:	
জাতীয়তাঃ Nationality:		পাসপোর্ট নাম্বারঃ Pasport No:	
জাতীয় পরিয়পত্র নংঃ National ID No:		জন্ম তারিখঃ Date of Birth:	রক্তের গ্রুপ: Blood Group:

বর্তমান ঠিকানাঃ/ Present Address:

গ্রাম/বাড়ী নং- House No /Vill :		পো:/রোড নং Road No /P.O :	
মোবাইল নাম্বারঃ Mobile Number:		থানা/শহর ঃ City / Thana :	জেলাঃ District:

স্থায়ী ঠিকানাঃ /Permanent Address:

গ্রাম/বাড়ী নং- House No /Vill :		পো:/রোড নং Road No /P.O :	
থানা/শহর ঃ City / Thana :		জেলা ঃ District:	
টেলিফোন নাম্বার Telephone :		পোষ্ট কোড ঃ Post Code :	বিভাগঃ Division :

গবেষণার তথ্য / Research Information:

গবেষণার বিষয়ঃ Field of Research:	
কি ধরনের নথিপত্র দেখতে আগ্রহী? Particular of records to be consulted:	
কতদিন গবেষণা করতে ইচ্ছুক? Period of Research:	

আমি বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভসের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী আমার গবেষণা বিষয়বস্তু ছাপানোর পর এক কপি জাতীয় আরকাইভসে জমা দিতে অংগীকার করিলাম
I agree to comply with the rules and conditions in force and promised to deposit a copy each of my work based on the materials consulted at the National Archives of Bangladesh immediately after its publication.

তারিখ / Date: dd mm yy

স্বাক্ষর / Sign

পরিশিষ্ট-জ

(জাতীয় গ্রন্থাগারের সদস্য ফরম)

ক্রমিক নং-
সদস্যকার্ড/নবায়ন কার্ড নং-
সদস্যের ধরণ- সাধারণ/গবেষক/বিদেশী গবেষক
ইস্যু তারিখ :
জমা তারিখ:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ ন্যাশনাল লাইব্রেরি
৩২,বিচারপতি এস,এম মোর্শেদ সরণী
আগারগাঁও,শেরেবাংলানগর,ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১২৯৯৯২,৯১২৭১৪২ ফ্যাক্স: ৯১১৮৭০৪,৯১৩৫৭০৯
ইমেইল:nanldiector@gmail.com ওয়েব সাইট:www.nanl.gov.bd

পাসপোর্ট সাইজ এক কপি ছবি

বিষয়:সদস্যতার জন্য আবেদনপত্র।
sub:Application for Membership

বরাবর/To
পরিচালক/The Director
আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর,ঢাকা/Directorate of Archives&Libraries,Dhaka.

মহোদয়/sir

আমি বাংলাদেশ ন্যাশনাল লাইব্রেরির একজন সদস্য হওয়ার জন্য চাহিদা মোতাবেক আমার দু'কপি ছবিসহ নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি পেশ করলাম/ I here by have furnished following necessary particulars along with two photographs of mine for being a member the National Library of Bangladesh:

১.নাম/Name:----------

২.পিতার নাম/Fathers Name:----------

৩.মাতার নাম/Mother Name:----------

৪.জাতীয়তা/Nationality:----------

৫.জন্ম তারিখ/Date of Birth:----------

৬.ঠিকানা/Addressক.বর্তমান/Present(অ)কর্মক্ষেত্র/working Place:----------

(আ)আবাসিক/Residential:----------

(খ)স্থায়ী/Parmanent:----------

৭.পেশা/Profession:---------- ৮.মোবাইল/Mobile No:----------

৯.ই-মেইল/Email:----------১০.জাতীয় পরিচয়পত্র/National Id No:----------

১১.পাসপোর্ট/pasport No:---------- ১২.ব্লাডগ্রুপ/Blood Group:----------

১৩.গবেষকদের ক্ষেত্রে গবেষণার বিষয়/Research Topic in case of Researchers:----------

আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে,সদস্য থাকাকালীন সময়ে আমি ন্যাশনাল লাইব্রেরির প্রচলিত বিধি ও নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলবো/ I do promise that I will abide by the rules and discipline of National Library during my membership.

সদস্যতা প্রদানের জন্য সুপারিশকৃত
Recommended for Membership

প্রতিষ্ঠান প্রধান/সরকারি প্রথম শ্রেণীর

কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীল/signature&
seal of the Head of Institution/First
Class Govt.Gazetted Officer

আবেদনকারীর স্বাক্ষর/signature
of the applicant

বি:দ্র: ফরমটি বাংলায় পূরণ করে সত্যায়িত করতে হবে এবং জাতীয়পরিচয়পত্র/জন্মনিবন্ধনের ফটোকপি জমা দিতে হবে। সেই সাথে বাহির থেকে বই পাঠকক্ষে নিয়ে আসা সম্পূর্ণ নিষেধ।

পরিশিষ্ট-ঝ

(জাতীয় গ্রন্থাগারের রেফারেন্স সেবা গ্রহণের ফরম)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ ন্যাশনাল লাইব্রেরি
আগারগাঁও,শেরেবাংলানগর
ঢাকা-১২০৭

রেফারেন্স সেবা গ্রহনের আবেদন ফরম

তারিখ:

১.নাম :.....

২.সদস্য নং :.....

৩.কর্মক্ষেত্র :.....

৪.পেশা ও ফোন নং :.....

৫.তথ্য/গবেষনার বিষয় :.....

৬.ব্যবহারকারীর চাহিদা : ক)বই খ)সংবাদপত্র গ)গেজেট ঘ)সচিবালয় সংগ্রহ ঙ)গেজেটিয়ার

৭.ক)বইয়ের ক্ষেত্রে :.....

বইয়ের নাম :.....

লেখকের নাম :.....

প্রকাশ কাল :.....

খ)সংবাদপত্র/ম্যাগাজিনের ক্ষেত্রে:

সংবাদপত্র/ম্যাগাজিনের নাম :.....

তারিখ :.....

প্রকাশকাল :.....

গ)গেজেটিয়ার/গেজেটের ক্ষেত্রে :.....

গেজেটিয়ার/গেজেটের নাম :.....

তারিখ :.....

প্রকাশকাল :.....

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারির নাম ও স্বাক্ষর:

ব্যবহারকারীর নাম ও স্বাক্ষর

তারিখ:

তারিখ:

পরিশিষ্ট-ঞ
জাতীয় আরকাইভস ব্যবহার নির্দেশিকা

আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরাধীন বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস-এর আরকাইভাল রেকর্ডস গবেষণা, ব্যবহার ও তথ্যসেবা সংশ্লিষ্ট সার্বিক কার্যক্রমে নিম্নরূপ নির্দেশিকা অনুসৃত হবে :

১. জাতীয় আরকাইভসে গবেষণা করার জন্য সদস্য হতে হবে। এ ক্ষেত্রে গবেষকের পরিচিতি এবং গবেষণার প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত হয়ে সদস্য করা হবে।
২. জাতীয় আরকাইভস ব্যবহারের জন্য একজন গবেষককে 01 (এক) কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি ও জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপিসহ নির্ধারিত আবেদন ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে গবেষণা কর্মকর্তা-এর নিকট দাখিল করতে হবে।
৩. এম.ফিল/পিএইচ.ডি গবেষকের ক্ষেত্রে সুপারভাইজার/বিভাগীয় সভাপতি এবং চাকরিরত গবেষকদের স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় অনুরোধপত্রসহ আবেদন করতে হবে।
৪. বিদেশি গবেষককে আবেদনপত্রের সঙ্গে পাসপোর্টের ফটোকপি এবং এ দেশীয় সুপারভাইজারের অনুরোধপত্র জমা দিতে হবে। পাসপোর্ট প্রদর্শন করলে তাৎক্ষণিক স্ক্যান করে ফেরত প্রদান করা হবে।
৫. গবেষক গবেষণাকক্ষে বসে গবেষণার কাজ করবেন এবং সংরক্ষণাগার বা স্ট্যাক রুমে প্রবেশ করতে পারবেন না।
৬. গবেষককে সেবা গ্রহণের পূর্বে জাতীয় আরকাইভস থেকে প্রদত্ত পরিচয়পত্র/আইডি কার্ড প্রদর্শন করতে হবে।
৭. গবেষণাকক্ষে রক্ষিত রেজিস্টারে গবেষকের নাম, অন্যান্য তথ্য এবং প্রবেশ ও প্রস্থানের সময় লিপিবদ্ধ করতে হবে।
৮. গবেষকগণ চাহিত রেকর্ড/তথ্য পাওয়ার জন্য গবেষণাকক্ষ থেকে সরবরাহকৃত নির্ধারিত রিক্যুইজিশন স্লিপ ব্যবহার করবেন।
৯. গবেষণাকক্ষে ব্যাগ, ক্যামেরা, খাবার, পানি ইত্যাদি নিয়ে প্রবেশ নিষেধ। তবে গুরুত্ব বিবেচনায় বিশেষ প্রয়োজনে উপপরিচালক (আরকাইভস)-এর লিখিত অনুমতি গ্রহণপূর্বক ডিজিটাল ক্যামেরা নিয়ে প্রবেশ করা যাবে। লিখিত অনুমতিতে অবশ্যই কি ধরনের নথি এবং নথি থেকে কত কপি ছবি তোলা হবে তা উল্লেখ থাকতে হবে।
১০. গবেষণার সময় জাতীয় আরকাইভস থেকে সরবরাহকৃত রেকর্ডপত্রে কোন প্রকার দাগ, মার্ক, আঠাযুক্ত কাগজ এবং কলম/পেন্সিল ব্যবহার করা যাবে না।
১১. রেকর্ডের উপর হাত রেখে পড়া, রেকর্ডের উপর কাগজ রেখে লেখা এবং রেকর্ড ভাজ করা যাবে না। রেকর্ড সবসময় টেবিলের উপর সমতলে রেখে পড়তে হবে।১২. ডিজিটাল সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে গবেষণা শাখায় যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক আইটি শাখা হতে ডিজিটাল নথিপত্র ব্যবহার করতে পারবেন। আইটি শাখায় ব্যক্তিগত ল্যাপটপ, পেনড্রাইভ, হার্ডড্রাইভ বা অন্য কোন ডিভাইস নিয়ে প্রবেশ ও ব্যবহার করা যাবে না।

১৩. জাতীয় আরকাইভসের রেকর্ডসমূহ জাতীয় সম্পদ। কোন অবস্থাতেই এর কোন প্রকার ক্ষতি বা বিনষ্ট করা যাবেনা। যদি কোন ব্যক্তি রেকর্ডের কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করেন বা চেষ্টা করেন তাহলে তার বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ আদায়সহ দেশের প্রচলিত আইন এবং জাতীয় আরকাইভস আইনের আওতায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
১৪. একজন গবেষককে তার গবেষণার প্রয়োজনে একটি ভলিউম থেকে একত্রে সর্বোচ্চ 10 (দশ) পৃষ্ঠা ফটোকপি প্রদান করা যেতে পারে। ফটোকপি করার পূর্বেই নিয়ম মাফিক ফটোকপির মূল্য পরিশোধ করে রসিদ গ্রহণ করতে হবে **(প্রতি পৃষ্ঠা পত্রিকা 5 টাকা; দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, নথি, গেজেট 5 টাকা; সাধারণ গ্রন্থ 2 টাকা এবং প্রতি পৃষ্ঠা স্ক্যানিং ও প্রিন্টিং 10 টাকা, ক্যামেরা ফ্লাপ 2 টাকা হারে)।**
১৫. জাতীয় আরকাইভসের কোন রেকর্ডপত্র সরকারি প্রয়োজনে অন্য দপ্তরে/নথি সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠানে নেওয়ার প্রয়োজন হলে মহাপরিচালকের লিখিত অনুমোদনক্রমে 15 (পনের) দিনের জন্য গ্রহণ করা যাবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত রেকর্ডপত্র কোন প্রকার পরিবর্তন, পরিবর্ধন ছাড়া ফেরত প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে কোন প্রকার আপত্তি/কারণ গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।
১৬. অফিসের প্রয়োজনে জাতীয় আরকাইভসের কোন রেকর্ডপত্র অধিদপ্তরের বাহিরে নেওয়ার প্রয়োজন হলে পরিচালক/উপপরিচালক (আরকাইভস)-এর স্বাক্ষরযুক্ত গেট পাস গ্রহণ করতে হবে।
১৭. জাতীয় আরকাইভস থেকে সংগৃহীত তথ্যেরভিত্তিতে প্রণীত গবেষণাকর্মে **"জাতীয় আরকাইভস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে"** মর্মে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে।
১৮. সংরক্ষণাগার বা স্ট্যাক রুমে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী ব্যতীত অন্যদের প্রবেশ সীমিত থাকবে।
১৯. গবেষণাকক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী এই নির্দেশিকা যথাযথভাবে অনুসরণ করবেন।
২০. উল্লিখিত নীতিমালা সকলকে মেনে চলার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।
২১. কর্তৃপক্ষ এই নীতিমালা পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন ও বিয়োজনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

২৬-৭-২০১৮
দিলীপ কুমার সাহা
মহাপরিচালক

পরিশিষ্ট-ট

কপিরাইট আইনে পুস্তক জমাদান

জাতীয় গ্রন্থাগার নতুন প্রকাশনা জমাদান নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো নিশ্চিত করে :

১ । জাতীয় গ্রন্থাগারে কপিরাইট আইনে নতুন প্রকাশনা নিজ দায়িত্বে জমাদান দেশের আইনের প্রতি লেখক ও প্রকাশকগণের শ্রদ্ধাশীলতার পরিচয় বহন করে। এর ফলে লেখক ও প্রকাশকগণ দায়িত্বশীল লেখক, প্রকাশক ও সুনাগরিক হিসেবে গণ্য হন।

২ । শীততাপ নিয়ন্ত্রিত সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রকাশনার স্থায়ীত্ব নিশ্চিত হয়।

৩ । সরকারি ব্যবস্থাপনায় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জির মাধ্যমে দেশ-বিদেশে সংশ্লিষ্ট প্রকাশনার পরিচিতি বৃদ্ধি পায় ও দেশের প্রকাশনা শিল্পে বাণিজ্যিকভাবে এক ইতিবাচক গতিশীলতা সৃষ্টি হয়। ফলে দেশের প্রকাশনা শিল্পের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পায়।

৪ । দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের গবেষক ও তথ্যসেবা গ্রহণকারীগণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকাশনার ব্যবহার সুবিধা নিশ্চিত হয়।

৫ । দেশের মানুষের মেধা মনন, বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা ও সাংস্কৃতিক চিন্তাভাবনা সংবলিত প্রকাশনার তথ্যাবলি জাতীয় গ্রন্থপঞ্জির মাধ্যমে বহির্বিশ্বে তুলে ধরা সম্ভব হয়।

৬ । একটি নির্দিষ্ট সময়ে বাংলাদেশের ভূখন্ডে যে পরিমাণ সৃজনশীল মৌলিক প্রকাশনা প্রকাশিত হয় তার একটি পরিসংখ্যান পাওয়া যায়।

উল্লেখ্য, কপিরাইট আইন অনুযায়ী নতুন প্রকাশনা (সংবাদপত্র প্রকাশ পাওয়া মাত্র ও বই প্রকাশের ৬০দিনের মধ্যে) জাতীয় গ্রন্থাগারে জমাদানের বিধান রয়েছে। কপিরাইট আইনের ৬৫ নং ধারায় অর্পিত ক্ষমতা বলে উক্ত আইন লঙ্ঘনকারী প্রকাশকদের ১০০০/-(এক হাজার) টাকা পর্যন্তঅর্থদন্ডে দন্ডিত করার বিধান রয়েছে।

এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

ফরিদ আহমদ ভূঁইয়া
মহাপরিচালক

পরিশিষ্ট-ঠ

শব্দসংক্ষেপ

ক্রমিক নং	সংক্ষিপ্ত শব্দ	পূর্ণরূপ
1.	**আ.**	আরকাইভস
2.	**লাই.**	লাইব্রেরি
3.	**ACCU**	Asia-Pacific Cultural Centre for UNESCO
4.	**APA**	Annual Performance Agreement
5.	**APIN**	Asia Pacific Information Network
6.	**BNB**	Bangladesh National Bibliography
7.	**CDNLAO**	Conference of Directors of National Libraries of Asia and Oceania
8.	**GRS**	Grievance Redress System
9.	**KPI**	Key Point Installation
10.	**ICA**	International Council on Archives
11.	**IFLA**	International Federation of Library Associations and Institutions
12.	**ISBN**	International Standard Book Number
13.	**OPAC**	Online Public Access Catalogue
14.	**SWARBICA**	South and West Asian Regional Branch of the International Council on Archives
15.	**WWW**	World Wide Web
16.	**Wi-Fi**	Wireless Fidelity (Wirless Internet)